জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন
২০২৩-২৪

জুন, ২০২৩

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ		
সারসংক্ষেপ		
অধ্যায়-১	**: ভূমিকা**	১
অধ্যায়-২	**: প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি, আওতা এবং সীমাবদ্ধতা**	৭
অধ্যায়-৩	**: মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের সার্বিক পর্যালোচনা**	১৩
অধ্যায়-৪	**: মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ**	২৩
	থিমেটিক এরিয়া -১ : নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	**২৫-৭৬**
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭
	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৩
	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৩৭
	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	৪১
	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪৫
	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪৯
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৩
	কৃষি মন্ত্রণালয়	৫৭
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬১
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৫
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৯
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৭৩
	থিমেটিক এরিয়া-২ : উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ	**৭৭-১২২**
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৭৯
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৮৩
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৮৭
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯১
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯৫
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৯৯
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১০৩
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০৭
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১১
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৫
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১১৯

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
থিমেটিক এরিয়া-৩ : সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	**১২৩-২০৪**
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১২৫
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১২৯
আইন ও বিচার বিভাগ	১৩৩
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৩৭
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৪১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৪৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৪৯
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৫৩
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৫৭
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৬১
শিল্প মন্ত্রণালয়	১৬৫
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬৯
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৭৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১৭৭
ভূমি মন্ত্রণালয়	১৮১
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৮৫
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৮৯
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৯১
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৯৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৯৯
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০৩
অধ্যায়-৫ : উপসংহার	**২০৫**
পরিশিষ্ট-১ : ২০০৯-১০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জেন্ডার বাজেট সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত	২০৭

মুখবন্ধ

‘জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন’ সরকারের একটি নিয়মিত প্রকাশনা। প্রতি বছর মহান জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে এটি উপস্থাপিত হয়। প্রতিবেদনটি হতে জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা জানার পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ, নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, নারী উন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকার ব্যয়খাতের প্রভাব এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে সাম্প্রতিককালের অর্জন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

দেশে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মজুরি, কর্মে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে বৈষম্য বিদ্যমান। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বৈষম্য নিরসনে আমাদের যেমন রয়েছে নীতি-দলিল, আইন ও সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি তেমন রয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। এর আলোকে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের জন্য জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম ২০০৯ সালে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। শুরুতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা–এই ৪টি মন্ত্রণালয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও বর্তমানে তা ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্প্রসারিত হয়েছে।

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারীস্বার্থকে সামনে রেখে বাজেট প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে জেন্ডার সমতার বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। এর মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং সরকারি উদ্যোগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। সকল শ্রেণির অংশীজন এ প্রতিবেদন থেকে নারীকল্যাণে সরকারের বরাদ্দ এবং জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে নারী উন্নয়নের জন্য কেবল বাজেটে অধিক বরাদ্দ রাখাই মূল কথা নয় বরং বাজেট বরাদ্দ কতটা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের ফলে জেন্ডার বৈষম্য কতটুকু কমেছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয় বাজেট প্রণয়নের মতো গুরুদায়িত্ব পালনের একই সময়ে ‘জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪’ প্রস্তুত করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসামূলক উদ্যোগ। এ উদ্যোগ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য আমি অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করছি, প্রতিবেদনটি নারী উন্নয়নের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে এবং গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়ন সহযোগী, পরিকল্পনাবিদ, ছাত্রছাত্রী, পাঠক সকল মহলে সমাদৃত হবে।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

নারী উন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড রয়েছে এরূপ ৪টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথম জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ক্রমান্বয়ে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ৪০টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ৪৩টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নারী উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার রয়েছে এরূপ ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আওতাভুক্ত করে 'জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪' প্রস্তুত করা হয়েছে।

'জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪' মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনের পটভূমি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ইত্যাদির আলোকে নারীর অগ্রযাত্রা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভিশন ও লক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যভিত্তিক নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণের কারণে নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, শিক্ষা অর্জন, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি এবং কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণে সরকারের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) কর্তৃক প্রণীত 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২২'-এ জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে, ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি, আওতা ও এর সীমাবদ্ধতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিবেচ্য ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে (১) নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, (২) উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ এবং (৩) সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধিসংক্রান্ত তিনটি থিমেটিক গ্রুপে বিভাজন করে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। নারী উন্নয়নে পরিচালন বাজেটে জেন্ডার বরাদ্দ নির্ণয়ে 'Recurrent, Capital, Gender and Poverty (RCGP)' মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, উন্নয়ন বাজেটে নারী উন্নয়নের বরাদ্দ নির্ণয়ের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল তা যাচাইয়ের জন্য ১৬টি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর প্রতিবেদন প্রণয়নে ব্যবহৃত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের সার্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একইসাথে এ অধ্যায়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর থিমেটিক গ্রুপভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে থিমেটিক গ্রুপভিত্তিক আলাদাভাবে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডারসংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জেন্ডারবিষয়ক সংশ্লিষ্টতা, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আইন ও নীতি কৌশলের সাথে নারী উন্নয়নের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত নারী-পুরুষের তথ্য এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রদত্ত সেবার উপকারভোগী নারী-পুরুষের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে এ অংশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এবং ২০২২-২৩ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দে নারীর হিস্যাবিষয়ক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত ও নারী উন্নয়নে এর প্রভাব, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের অর্জন, উল্লেখযোগ্য সাফল্য, কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে পুরো প্রতিবেদনের উপসংহার টানা হয়েছে।

অধ্যায়-১ : ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

১.১.১ নারী অগ্রগতি টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম-অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের পথ সুগম হয় এবং দেশের উন্নয়নে নারীরা সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার অংশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ আলোকে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং সরকারের নীতি-কৌশল গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। বাংলাদেশে নারী কল্যাণে এটিই ছিল সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর অনুকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক নারী উন্নয়ন নীতিকে আরও পরিশীলিত করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিদ্যমান নীতি-কৌশলের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে এবং তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম প্রণীত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২২ অনুযায়ী লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশকে ছাড়িয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে এবং বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম স্থানে রয়েছে।

১.২ নারীর অগ্রযাত্রা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভিশন ও লক্ষ্য

১.২.১ বাংলাদেশের সংবিধান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা এবং ২৮(২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত সিডও (CEDAW) কনভেনশন এবং বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এর মতো সকল গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদে পক্ষভুক্ত হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২৫) এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১-এ নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনে সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১.২.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) জেন্ডার সম্পৃক্ত রূপকল্প হলো দেশে নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ ও অধিকার পাবে এবং নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান অবদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নে জেন্ডার সমতা বিধানে পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো– নারী ক্ষমতার মানোন্নয়ন, নারীদের অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি, নারীদের কণ্ঠ ও সংগঠন জোরদার করা, নারীদের অগ্রগতির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং মা ও শিশুর সহায়তা ও কর্মসূচি বাড়ানো।

১.২.৩ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ–এসডিজি (Sustainable Development Goals) প্রণয়নে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসডিজির ৫ নং অভীষ্ট হলো ‘জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন’ যা অর্জনের লক্ষ্যে ৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো–সর্বক্ষেত্রে নারীদের উপর সব ধরনের বৈষম্য দূর করা, নিজ গৃহে কিংবা বাইরে নারীদের উপর সব ধরনের সহিংসতা পরিহার করা, বাল্যবিবাহ বা জোরপূর্বক বিবাহসহ সব ধরনের ক্ষতিকারক চর্চা পরিহার করা, অবৈতনিক ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি দেয়া, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে নারীর অংশগ্রহণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া, নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তি–বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ জোরদার করা।

১.২.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১-এর মূল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোতে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বৈষম্যহীনভাবে সকল মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীরা যেন দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে এবং সমাজ ও অর্থনীতির মূল স্রোতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ নীতির অধীনে ২২টি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে মূল লক্ষ্যগুলো হলো–রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সকল সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা দূর করা, নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং মেধাবী ও সৃজনশীল নারীদের মেধাকে কাজে লাগানোর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১.২.৫ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে সকল লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বিষয় বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, নারীদের উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১.৩ নারীর অগ্রযাত্রা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের চিত্র

১.৩.১ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বেড়েছে, যা বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান নিয়ামক। ১৯৭৪ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ, যা ১৯৮০ সালের দিকে ৮ শতাংশে, ২০০০ সালে ২৩.৯ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ৩৬.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট কর্মক্ষম জনশক্তি ৭.৩৪ কোটি, এর মধ্যে নারী ২.৫৯ কোটি। সে হিসেবে ২০২২ সালে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে হয়েছে ৪২.৬৭ শতাংশ। বিশেষত পোশাকশিল্পে, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। শ্রমশক্তিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ সমাজে নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করছে। ২০২০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে ২০৪১ সালের মধ্যে কর্মস্থলে নারীদের ৫০:৫০ উন্নীত করার অঙ্গীকার করেছেন। সে আলোকে নারীশ্রম সম্প্রসারণসহ সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১.৩.২ সরকার নারীদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতসহ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সরকার সদা সচেষ্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন, যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে

একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় দেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এর মধ্যে ছাত্রী হলো ৪৯.৪ শতাংশ। সরকারের উপবৃত্তি ও স্কুল-ফিডিং কর্মসূচির কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, যা মোবাইল অ্যাপস 'নগদ'-এর মাধ্যমে মা'দের মোবাইল ফোনে সরাসরি প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে নারীর সামাজিক মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার মতো শিক্ষার অন্যান্য স্তরেও রয়েছে সরকারের নানাবিধ প্রণোদনামূলক কর্মসূচি। ফলে প্রাথমিক-পরবর্তী স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা হলো যথাক্রমে ৫৫ শতাংশ, ৫০ শতাংশ এবং ৩৮ শতাংশ।

১.৩.৩ বাংলাদেশে নারী স্বাস্থ্যসেবার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রচলন প্রভৃতি কারণে নারীদের স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা বেড়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দেশের শূন্য থেকে ১৮ মাস বয়সি সব শিশু এবং ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি সন্তান ধারণে সক্ষম সকল নারীকে টিকাদানের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুহার হ্রাস, সংক্রামক রোগ প্রতিকার ও পঙ্গুত্ব রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন, ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালে প্রতি ১ লক্ষ জীবিত জন্মের বিপরীতে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত হচ্ছে ১৬৮, যা ২০১০-এ ছিল ২১৬ এবং ২০১৬ সালে ছিল ১৭৮। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে দেশে স্থাপিত কমিউনিটি ক্লিনিকে নারী ও শিশুর চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। সরকার প্রতি ৬ হাজার লোকের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪,৮৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ৮০ শতাংশ সেবাগ্রহীতা নারী ও শিশু।

১.৩.৪ বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি কাযর্ক্রম এবং দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির আওতায় পল্লি ও শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পুনর্বাসনে শতকরা ৫০ ভাগ নারী। এছাড়া, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং পল্লি মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসমূহে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় তা বার্ষিক গড়ে ২.১২ কোটি নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। সরকার দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি'র মাধ্যমে মাসিক ৮০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছে। এ কার্যক্রম জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুর জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১০০০ দিনে শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করছে।

১.৩.৫ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন, ২০২০ অনুযায়ী দেশের সব রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টিসহ তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় স্পিকারসহ সরকারের সকল শীর্ষ পর্যায়ে বর্তমানে নারীর সরব পদচারণা রয়েছে। দেশের নারীরা আজ সচিব, বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার পদে এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীতে উচ্চপদে দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।

১.৪ জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

১.৪.১ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) ২০০৬ সাল থেকে 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট'-এর মাধ্যমে জেন্ডার গ্যাপ সূচক প্রকাশ করে আসছে। অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন–এই ৪টি মাপকাঠিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হয়। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২২-এ ১৪৬টি দেশ অংশগ্রহণ করে। সূচকে একটি দেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয় ১ ভিত্তিক স্কেলে, যেখানে ১ মানে হচ্ছে পুরো সম-অধিকার, আর শূন্য মানে পুরোপুরি অধিকার বঞ্চিত। এ হিসাবে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২২-এ বাংলাদেশের মোট স্কোর ০.৭১৪, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বিশ্বে ৭১তম। এ বছর দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় এবং বিশ্বে ৯৬তম অবস্থানে থাকা নেপাল পেয়েছে ০.৬৯২ পয়েন্ট, দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় এবং বিশ্বে ১০৬তম অবস্থানে থাকা মিয়ানমারের প্রাপ্তি ০.৬৭৭। শ্রীলংকা দক্ষিণ এশিয়ায় চতুর্থ এবং বিশ্বে ১১০তম, যার স্কোর ০.৬৭০ পয়েন্ট। মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ায় পঞ্চম এবং বিশ্বে ১১৭তম, যার পয়েন্ট ০. ৬৪৮। ১২৬তম অবস্থানে থাকা ভুটানের প্রাপ্তি ০.৬৩৭। ভারত ১৩৫তম অবস্থানে, যার স্কোর ০.৬২৯ পয়েন্ট। পাকিস্তান ০.৫৬৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৪৫তম অবস্থানে, যা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে মধ্যে সবচেয়ে নিচে এবং বিশ্বের সর্বনিম্ন ১৪৬ নম্বর অবস্থানে আফগানিস্তান, যার স্কোর ০.৪৩৫ পয়েন্ট।

১.৫ বাজেট বরাদ্দে জেন্ডার সম্পৃক্ততা

১.৫.১ বাংলাদেশ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ততা নিরূপণ করে আসছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১,১০,৫২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ২৭,২৪৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ২৪.৬৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.৯৫ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত নারী উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শতকরা হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি পেয়েছে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে, ২৯.০৭ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি পেয়েছে ২০২০-২১ অর্থবছরে, ৪.৮৬ শতাংশ । ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ হলো ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ ২,৬১,৭৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৪.৩৭ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.২৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র পরিমাণ ৫০,০৬,৭৮২ কোটি টাকা।

১.৫.২ নিম্নের সারণিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বাজেট এবং বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

অর্থবছরভিত্তিক মোট বাজেট এবং জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ (কোটি টাকা)

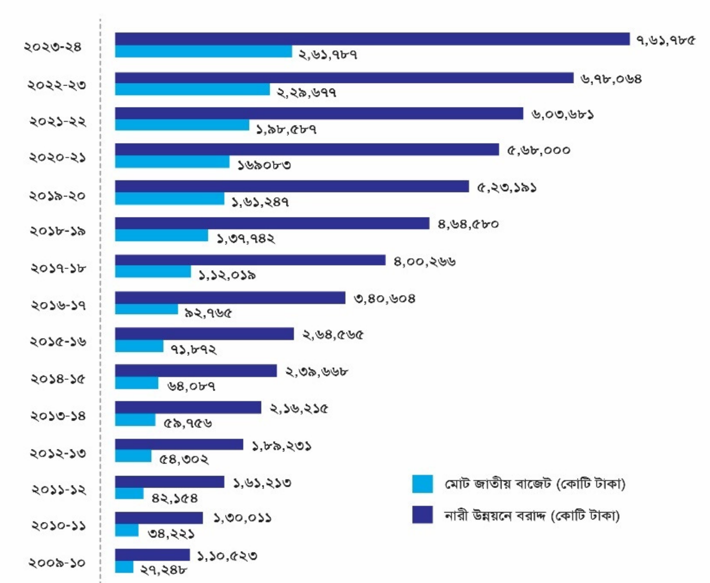

১.৫.৩ নিম্নের সারণিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বাজেট বরাদ্দে ও জিডিপি'তে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের হার দেখানো হয়েছে।

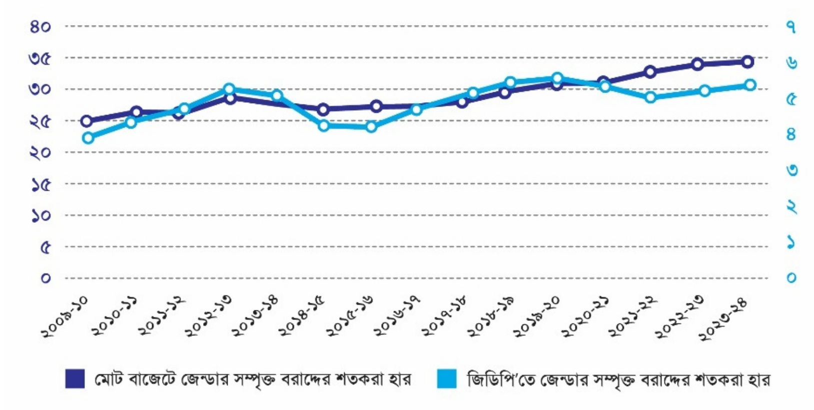

১.৫.৪ এ প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-১-এ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জেন্ডার বাজেট সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায়-২ : জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি, আওতা ও সীমাবদ্ধতা

২.১ বাংলাদেশ জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথাগত লাইন-আইটেম পদ্ধতি থেকে সরে এসে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা, নীতি-কৌশল, অগ্রাধিকার এবং সম্পদ বণ্টনের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে একটি মধ্যমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করা হয়। এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কৌশলগত পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাজেট পরিপত্র-১ জারি করা হয়। এ পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের বাজেট কাঠামো (এমবিএফ) প্রস্তুত করে এবং তিন বছরের জন্য তাদের আয় ও ব্যয়ের পরিকল্পনা করে থাকে। নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্যও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে এ পরিপত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়।

২.২ জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং নারী উন্নয়নসংক্রান্ত নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির সদস্য এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জেন্ডার গ্যাপ চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি প্রতিবেদনের রূপরেখা, নারী উন্নয়নে বরাদ্দকৃত বাজেট পরিমাপক মডেল এবং ব্যবহৃত মানদণ্ড নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। এছাড়া প্রতিবেদনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেন্ডার বাজেট বলতে একটি দেশের নারী বা পুরুষের মধ্যে যে অংশ পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বরাদ্দকে বাজেটকে বোঝানো হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে থাকার কারণে এ প্রতিবেদনে নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে এটি নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট নয় বরং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণপূর্বক (ex-post analysis) নারীর উন্নয়ন তথা নারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.৩ প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট, সাধারণ ও বিশেষ কার্যক্রম, প্রকল্প ও কমর্সূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিকতা বা জেন্ডার সংবেদনশীলতা নির্ণয় করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মবণ্টন (Allocation of Business) এবং মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারণী দলিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত ৩টি থিমেটিক গ্রুপে বিভাজন করে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে:

সারণি ২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমভিত্তিক থিমেটিক গ্রুপ

ক্রমিক নং	থিমেটিক গ্রুপ
১.	নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি
২.	উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ
৩.	সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি

২.৪ এ প্রতিবেদনে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উপরে বর্ণিত থিমেটিক গ্রুপে বিভাজন করে নিম্নের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২ থিমেটিক গ্রুপভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম

নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ	সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি	
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৩. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৬. খাদ্য মন্ত্রণালয় ৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮. কৃষি মন্ত্রণালয় ৯. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১০. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১১. স্থানীয় সরকার বিভাগ ১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৫. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৬. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২. নির্বাচন কমিশন ৩. আইন ও বিচার বিভাগ ৪. জননিরাপত্তা বিভাগ ৫. সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৭. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৮. তথ্য মন্ত্রণালয় ৯. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০. সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ ১১. শিল্প মন্ত্রণালয়	১২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১৪. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১৫. ভূমি মন্ত্রণালয় ১৬. রেলপথ মন্ত্রণালয় ১৭. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ১৮. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১৯. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ২০. বিদ্যুৎ বিভাগ ২১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২.৫ জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নে নারী উন্নয়নের অর্থপ্রবাহ (fund flow) নিরূপণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি অর্থায়নকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ তথা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট আলাদা করা হয়েছে। পরিচালন বাজেটের মধ্যে রয়েছে সাধারণ কার্যক্রম, সহায়তা কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম ও স্থানান্তর। অন্যদিকে, উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে রয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং এডিপি বর্হিভূত অন্যান্য কার্যক্রম।

২.৬ বাজেটের পরিচালন অংশের জেন্ডার বরাদ্দ নির্ধারণে অর্থ বিভাগ 'Recurrent, Capital, Gender and Poverty (RCGP)' মডেল প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এ মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে। এ মডেলের মাধ্যমে পরিচালন বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এছাড়া উন্নয়ন বাজেটে নারী উন্নয়নের বরাদ্দ বের করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল বা নারী উন্নয়নে কতটা প্রাসঙ্গিক তা যাচাইয়ের জন্য ১৬টি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এসকল মানদণ্ডের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ নারী উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা নির্ণয় করা সম্ভব। ১৬টি মানদণ্ডের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হয়েছে:

সারণি ২.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাই সংক্রান্ত ১৬টি মানদন্ড

ক্রমিক নং	মানদন্ড	ব্যাখ্যা
১.	নারীর প্রজনন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি ও পুষ্টির উন্নয়ন	নারীর প্রজনন এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? এছাড়াও গৃহীত ব্যবস্থাদির দ্বারা মহিলাদের বিশেষত গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির উন্নতিসাধন হবে কি না?
২.	নারীর অনুকূলে সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ	নারীর অনুকূলে সরকারি সম্পদ (যেমন : খাসজমি বরাদ্দ, জলাশয় ও সামাজিক বনায়ন) ও সেবা (যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি) প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে কি না?
৩.	নারী শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন	নারী/বালিকাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না বা সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে কি না?
৪.	নারীর সার্বিক কর্মঘণ্টা হ্রাস করা	নারীর দৈনিক সার্বিক কর্মঘণ্টা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ/কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না? হলে তা কি এবং কীভাবে কর্মঘণ্টা হ্রাস করতে পারে?
৫.	উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ	শ্রমবাজার এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রবেশ সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?
৬.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে নারীর অসহায়ত্ব, দুস্থতা ও ঝুঁকিহ্রাস	নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ এবং সম্ভাব্য অসহায়ত্ব ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না অথবা কী কী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের সম্ভাব্য অসহায়ত্ব ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে?
৭.	নারীর ক্ষমতায়ন	পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া উন্নয়ন/ উৎসাহিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না, নেয়া হলে কীভাবে নেয়া হয়েছে?
৮.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে নারীর অংশগ্রহণ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে নারী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ উত্থাপন/ অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?
৯.	নারীর নিরাপত্তা ও চলাফেরা নিশ্চিতকরণ	পাবলিক স্পেসসমূহে নারীর অবাধ চলাফেরা নিশ্চিত করা এবং পরিবারে ও সমাজে (পাবলিক ক্ষেত্রসমূহে) নারীর নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?
১০.	নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি	নারী-পুরুষ সমতাসংক্রান্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না? নেয়া হলে কীভাবে/কোন প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়েছে?

ক্রমিক নং	মানদণ্ড	ব্যাখ্যা
১১.	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না (উদাহরণস্বরূপ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি)
১২.	নারীর আইন ও বিচার প্রাপ্তি	আইনি সহায়তা ও বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অনুকূলে সুযোগ সৃষ্টি বা সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা/পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না?
১৩.	নারীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং তা ব্যবহারের সুযোগ	তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি এবং তা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না বা কীভাবে এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে?
১৪.	নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস	নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাসকল্পে কী পদক্ষেপ/ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা কীভাবে পারিবারিক ও পাবলিক স্পেসসমূহে নারীর সহিংসতা/নির্যাতন হ্রাস করা হয়েছে?
১৫.	জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগ প্রশমনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?
১৬.	নারীর গবেষণা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	গবেষণা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কি না বা নেয়া হয়ে থাকলে কীভাবে তা নেয়া হয়েছে?

২.৭ বর্ণিত ১৬টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রকল্প ব্যয়ের মোট কত শতাংশ নারী উন্নয়নে ব্যয় হয় তা উল্লেখ করা হয়। নারী উন্নয়নের কোনো প্রকল্প/কমর্সূচির যদি সরাসরি কোনো প্রভাব না থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলামে '০' প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি তা সম্পূর্ণরূপে নারী উন্নয়নে লক্ষ্যভিত্তিক হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট কলামে '১০০' প্রদান করা হয়। অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচির ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের ভিত্তিতে ১-৯৯ শতাংশ এর মধ্যে যেটি যুক্তিযুক্ত তা প্রদান করা হয়। নারী উন্নয়নের উপর প্রকল্প/কর্মসূচির প্রভাবের মাত্রা (Degree) নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২.৪ নারী উন্নয়নের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচির প্রভাবের মাত্রা (Degree)

নারী উন্নয়নের উপর মোট ব্যয়ের কত শতাংশ (%) ব্যবহার হবে	মাত্রা (Degree) নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
'০'	নারী উন্নয়নের ১৬টি মানদণ্ডের (সারণি ২.৩) ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ফেলবে না।
'১-৩৩'	উপরে বর্ণিত নারী উন্নয়নের মানদণ্ডসমূহের ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষভাবে ন্যূনতম/স্বল্প প্রভাব ফেলে সে সব প্রকল্পের ১-৩৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে।
'৩৪-৬৬'	উপরে বর্ণিত নারী উন্নয়নের মানদণ্ডসমূহের ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষভাবে মধ্যম প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে ৩৪-৬৬ শতাংশ প্রদান করতে হবে।

নারী উন্নয়নের উপর মোট ব্যয়ের কত শতাংশ (%) ব্যবহার হবে	মাত্রা (Degree) নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
'৬৭-৯৯'	উপরে বর্ণিত নারী উন্নয়নের মানদণ্ডসমূহের ভিত্তিতে যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি নারীর সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যক্ষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও টেকসই প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে ৬৭-৯৯ শতাংশ প্রদান করতে হবে।
'১০০'	প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নারী উন্নয়নে প্রভাব ফেলবে (শতভাগ নারী উপকারভোগী)।

২.৮ এ প্রতিবেদনে ভুল-ভ্রান্তি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বাজেট চূড়ান্ত হবার অব্যবহিত পরে বাজেট সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেহেতু জাতীয় বাজেট এবং এ প্রতিবেদন একই সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে সেহেতু প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল না। ফলে, প্রতিবেদনে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যৎ প্রকাশনায় এসব ভুল-ত্রুটি সংশোধনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া আগামী অর্থবছরে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত iBAS++ সফটওয়্যারে একটি সাব-মডিউল করে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অধ্যায়-৩ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের সার্বিক পর্যালোচনা

৩.১ বর্তমানে নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার গ্যাপ পূরণে বাংলাদেশ সরকারের ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জেন্ডার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে জেন্ডার সম্পৃক্ত খাতে সরকারের আর্থিক বরাদ্দ সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা লাভ করা যায়। তবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজের ধরন ও প্রকৃতি ভিন্ন হবার কারণে নারী উন্নয়ন ও নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রম ও অবদান বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নারীর হিস্যায় পার্থক্য দেখা যায়। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বাজেটে নারীর হিস্যা নির্ধারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ, ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেট ও সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের প্রকৃত ব্যয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে নারীর জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের জেন্ডার গ্যাপ পূরণ ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২ বিবেচ্য তিন অর্থবছরে (২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪) পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটে নারীর হিস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ বৃদ্ধি শুধু মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বরাদ্দ ক্ষেত্রেই নয় বরং মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা হিসেবেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.১ হতে দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরের পরিচালন বাজেট বরাদ্দে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয় ছিল ৩৬,২৪৩ কোটি টাকা যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭৩,৫১৬ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ৭৭,৭১৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭৮,১৪২ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয় হয়েছিলো ৭৯,৮৯৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে এ বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছিল যার পরিমাণ মূল বাজেটে ৯৩,৩৭১ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ৮৫,৩১৫ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৭,২০৮ কোটি টাকা।

সারণি ৩.১ পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, মোট পরিচালন বাজেটের মধ্যে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২৩ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল বাজেটে যা ছিল ৪০.৬ শতাংশ ও সংশোধিত বাজেটে ৪১.২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩৯.২ শতাংশ হলেও টাকার অংকে বরাদ্দ বেড়েছে। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের প্রকৃত ব্যয় ছিল ৪৩.৫ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল বাজেটে এ অংশের পরিমাণ ছিল ৩৮.৯ শতাংশ ও সংশোধিত বাজেটে ৩৮.৩ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায়েছে ৩৮.২ শতাংশ। লক্ষণীয় বিষয় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয়ের চেয়ে উন্নয়ন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। লেখচিত্র ৩.১-এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ এবং এর শতকরা হার তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৩.১ : জেন্ডার বাজেট সংশ্লিষ্ট পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ এবং ব্যয়

বাজেটের বিবরণ (জেন্ডার সম্পৃক্ত ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	বার্ষিক বরাদ্দ (কোটি টাকা)			
	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২
	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	প্রকৃত
পরিচালন বাজেট	১,৯৯,৪৯৩	১,৮৮,৮৩২	১,৮১,২৮০	১,৫৭,৭০০
জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ	৭৮,১৪২	৭৭,৭১৬	৭৩,৫১৬	৩৬,২৪৩
পরিচালন বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩৯.২	৪১.২	৪০.৬	২৩.০

বাজেটের বিবরণ (জেন্ডার সম্পৃক্ত ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	বার্ষিক বরাদ্দ (কোটি টাকা)			
	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২
	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	প্রকৃত
উন্নয়ন বাজেট	২,৫৪,৭১৮	২,২২,৬৭৬	২,৩৯,৭২৬	১,৮৩,৭৭২
জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ	৯৭,২০৮	৮৫,৩১৫	৯৩,৩৭১	৭৯,৮৯৮
উন্নয়ন বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩৮.২	৩৮.৩	৩৮.৯	৪৩.৫
মোট বাজেট	৪,৫৪,২১১	৪,১১,৫০৭	৪,২১,০০৫	৩,৪১,৪৭১
জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ	১,৭৫,৩৫১	১,৬৩,০৩২	১,৬৬,৮৮৭	১,১৬,১৪১
মোট বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩৮.৬	৩৯.৬	৩৯.৬	৩৪.০

* ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের হিসাব।

৩.৩ মোট বাজেট পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে নারীর অনুকূলে প্রকৃত ব্যয় ছিল ১,১৬,১৪১ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৬৬,৮৮৭ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ১,৬৩,০৩২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৭৫,৩৫১ কোটি টাকা (সারণি-৩.১)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ে নারী হিস্যা ছিল ৩৪.০ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেট ও সংশোধিত বাজেটে একই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৬ শতাংশ হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের শতকরা হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের ৩৮.৬ শতাংশ হয়েছে। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ ১২,৩১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর ও বিগত দুই বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট বরাদ্দের শতকরা হারে কিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও প্রতি বছরই টাকার অংকে মোট বাজেট বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাজেট বৃদ্ধির এ ধারা সংকটকালীন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে দৃঢ় সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

লেখচিত্র ৩.১ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দ

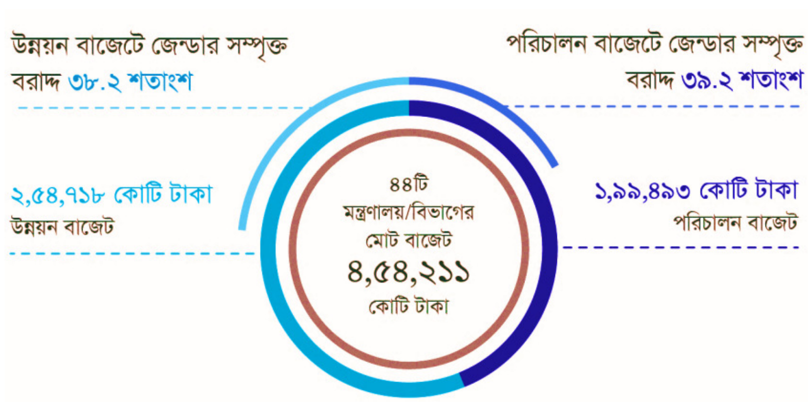

৩.৪ থিমেটিক গ্রুপ অনুসারে বরাদ্দ

এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারের ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে তিনটি থিমেটিক গ্রুপে বিভাজন করে নারীর হিস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। থিমেটিক গ্রুপগুলো হচ্ছে-১ : নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি; ২ : উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ এবং ৩ : সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি। সারণি ৩.২ হতে দেখা যায়, সরকারি বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তিনটি থিমেটিক গ্রুপের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদন,

শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। নারীর অধিকতর উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। এছাড়া সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি থিমেটিক গ্রুপেও বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩.২ থিমেটিক গ্রুপভিত্তিক বরাদ্দ

থিমেটিক গ্রুপ	জেন্ডার বাজেট সম্পৃক্ত বরাদ্দ (কোটি টাকা)			
	২০২৩-২৪	২০২২-২৩		২০২১-২২
	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	প্রকৃত
নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি (গ্রুপ-১)				
এ গ্রুপের ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট	২,২৮,১৩৯	২,০৫,৭৯৩	২,১০,৬৬৮	১,৬৫,১৭৭
এ গ্রুপের ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেট	১,০২,৪৬৯	৯৫,৬৫৮	৯৩,৪৪৭	৫৫,৭৮৯
এ গ্রুপের ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেটের শতকরা হার	৪৪.৯	৪৬.৫	৪৪.৪	৩৩.৮
জেন্ডার সম্পৃক্ত মোট বাজেটের মধ্যে গ্রুপ-১-এর শতকরা হার	৫৮.৪	৫৮.৭	৫৬.০	৪৮.০
উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ (গ্রুপ-২)				
এ গ্রুপের ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট	৩৪,৩৮৪	৩৭,৭৯৮	৩৪,১৩০	৩১,৫২১
এ গ্রুপের ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেট	১৪,১৩২	১৬,০৭৬	১৬,০১২	১৪,১০৮
এ গ্রুপের ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেটের শতকরা হার	৪১.১	৪২.৫	৪৬.৯	৪৪.৮
জেন্ডার সম্পৃক্ত মোট বাজেটের মধ্যে গ্রুপ-২ এর শতকরা হার	৮.১	৯.৯	৯.৬	১২.১
সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি (গ্রুপ-৩)				
এ গ্রুপের ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেট	১,৯১,৬৮৯	১,৬৭,৯১৬	১,৭৬,২০৮	১,৪৪,৭৭৩
এ গ্রুপের ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেট	৫৮,৭৫০	৫১,২৯৭	৫৭,৪২৭	৪৬,২৪৪
এ গ্রুপের ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেটের শতকরা হার	৩০.৬	৩০.৫	৩২.৬	৩১.৯
জেন্ডার সম্পৃক্ত মোট বাজেটের মধ্যে গ্রুপ-৩ এর শতকরা হার	৩৩.৫	৩১.৫	৩৪.৪	৩৯.৮
৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট	**১,৭৫,৩৫১**	**১,৬৩,০৩২**	**১,৬৬,৮৮৭**	**১,১৬,১৪১**
৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	**৩৮.৬**	**৩৯.৬**	**৩৯.৬**	**৩৪.০**

সারণি ৩.২-এ ২০২১-২২ অর্থবছরে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয়, ২০২২-২৩ অর্থবছর এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩টি থিমেটিক গ্রুপে বরাদ্দের হার দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে থিমেটিক গ্রুপ ১-এ (নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি) জেন্ডার সম্পৃক্ত মোট বাজেটের ৫৮.৪ শতাংশ, থিমেটিক গ্রুপ ২-এ (উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ) জেন্ডার

সম্পৃক্ত মোট বাজেটের ৮.১ শতাংশ এবং থিমেটিক গ্রুপ ৩-এ (সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি) জেন্ডার সম্পৃক্ত মোট বাজেটের ৩৩.৫ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে।

লেখচিত্র ৩.২ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩টি থিমেটিক গ্রুপে বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

৩.৪.১ থিমেটিক গ্রুপ ১ : নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

সরকারের ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থিমেটিক গ্রুপ ১ : "নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি"-এর আওতাভুক্ত। নিম্নে প্রদত্ত সারণি ৩.৩-এ এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয় ছিল ৫৫,৭৮৯ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৩,৪৪৭ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ৯৫,৬৫৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০২,৪৬৯ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত ব্যয় ছিল প্রকৃত ব্যয়ের ৩৩.৮ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল মোট বরাদ্দের ৪৪.৪ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে তা হয়েছে ৪৬.৫ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেট বরাদ্দের ৪৪.৯ শতাংশ।

সারণি- ৩.৩ : নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিন বছরের বরাদ্দ বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

	২০২৩-২৪			২০২২-২৩						২০২১-২২		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	প্রকৃত ব্যয়	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪৭২২.২	১৯৮৪১.৮	৫৭.১	২৭৭০১.১	১৭২৭৩.৫	৬২.৪	৩১৭৫৮.৬	১৯১১৫.১	৬০.২	২৩৪৬২.৩	২৯৮৮.৩	১২.৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪২৮৩৯.০	১৯৮৭৪.৯	৪৬.৪	৩৩৬৫১.৩	১৫৭৩৮.৬	৪৬.৮	৩৯৯৬১.৩	১৭৮৭৭.২	৪৪.৭	২৮৯৭০.৯	১১৩৬৭.১	৩৯.২
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২৯৪২৯.৬	৮২৮২.৯	২৮.১	২৩০৪১.৭	৫৫৫৩.৮	২৪.১	২৯২৮১.৭	৮৪৮৭.৩	২৯.০	২০৫০২.১	৫৯৮২.৯	২৯.২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৩৬৮.৪	৩৭৪.৫	১৫.৮	১৫৫৬.৭	২০৮.৫	১৩.৪	১৯১৫.৫	২৯৪.১	১৫.৪	১৬৪১.৭	২৭৬.৩	১৬.৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২২১৬.৮	৫৮০৩.৪	৪৭.৫	১০০২১.৮	৪৮৭৫.১	৪৮.৬	১০১৯৭.৯	৫০৪৯.৩	৪৯.৫	৮৭১৭.১	৩৯১৮	৪৪.৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৭৫৫.০	৩২৪২.৭	৬৮.২	৪৪০২.৬	৩০৩৭.৩	৬৯.০	৪২৯০.৫	২৯৮৪.৮	৬৯.৬	৩৮৯২.২	২৬২০.৪	৬৭.৩
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৬৭০৩.৯	২০৭১৩.৬	৪৪.৪	৪৫১৯৯.৩	২১২২৭.৮	৪৭.০	৪১৭০৭.৩	১৭৯৫৩.০	৪৩.০	৩৩৯১১.৯	১৩৫২৫.৩	৩৯.৯
কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫১২২.৫	১২২৬৫.২	৪৮.৮	৩৩৮০৯.৫	১৭৪৬০.৬	৫১.৬	২৪২২৪.১	১১৮২২	৪৮.৮	২১৩২৬	৯৯১৩.১	৪৬.৫
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪২৩৯.৯	১৮০০.৩	৪২.৫	৩৬৩৩.৫	১৬৪৯.১	৪৫.৪	৩৮০৮.১	১৬৬৭.১	৪৩.৮	২৪৮৩.৩	৪২২.৬	১৭.০

	২০২৩-২৪			২০২২-২৩						২০২১-২২		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	প্রকৃত ব্যয়	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬৫১৮.৪	৫২৭.৭	৮.১	৬৯২৬.৬	৭৯০.১	১১.৪	৬২১২.৭	৪৯৩.৪	৭.৯	৭৭৪৬.৬	৩৬১.৬	৪.৭
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১০৬০২.০	৪২৭৯.০	৪০.৪	৯১৫১.৬	৩৭১৭.৭	৪০.৬	৯৭২৭.৮	২৯০২.৯	২৯.৮	৭৯৯৭.১	২৪৬৭.৭	৩০.৯
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৮৬২০.৯	৫৪৬২.৮	৬৩.৪	৬৬৯৭.১	৪১২৬.৩	৬১.৬	৭৫৮২.২	৪৮০১.১	৬৩.৩	৪৫২৬.১	১৯৪৫.৩	৪৩.০
মোট/শতকরা হিসাব :	২২৮১৩৮.৬	১০২৪৬৮.৮	৪৪.৯	২০৫৭৯২.৮	৯৫৬৫৮.৪	৪৬.৫	২১০৬৬৭.৭	৯৩৪৪৭.৩	৪৪.৪	১৬৫১৭৭.৩	৫৫৭৮৮.৬	৩৩.৮

লেখচিত্র ৩.৩ হতে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে থিমেটিক গ্রুপ ১-এ (নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি) বর্ণিত ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের যথাক্রমে ৬৮.২ শতাংশ, ৬৩.৪ শতাংশ এবং ৫৭.১ শতাংশ। তবে অধিক জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হলো স্থানীয় সরকার বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

লেখচিত্র ৩.৩ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে মোট বরাদ্দ ও নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

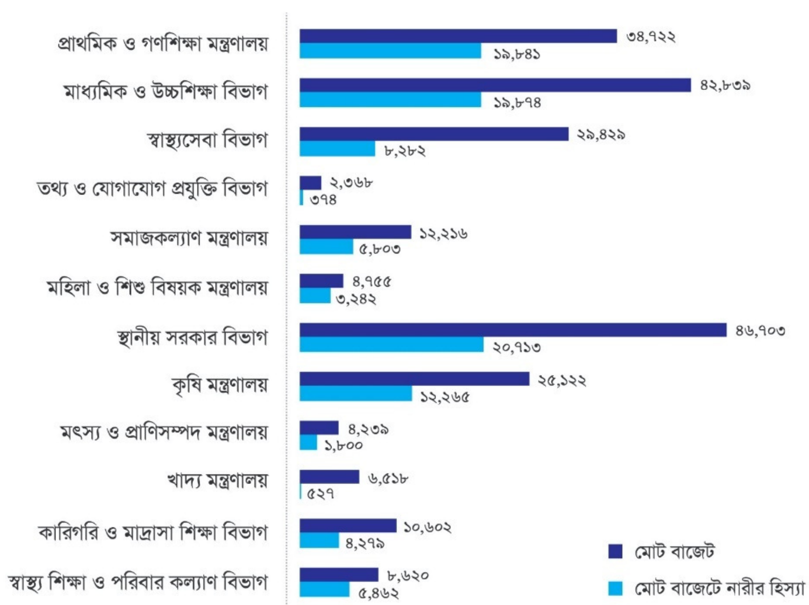

৩.৪.২ থিমেটিক গ্রুপ ২ : উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ

সরকারের ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে ৯টি মন্ত্রণালয় ও ২টি বিভাগ থিমেটিক গ্রুপ ২ : "উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ"-এর আওতাভুক্ত। এ গ্রুপের বিগত বছরগুলোর বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে নারীর অনুকূলে প্রকৃত ব্যয় ছিল ১৪,১০৮ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল বাজেটে এবং সংশোধিত বাজেটে তা বেড়ে হয় যথাক্রমে ১৬,০১২ কোটি টাকা এবং ১৬,০৭৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ হয়েছে ১৪,১৩২ কোটি টাকা (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪ : উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তিন বছরের বরাদ্দ বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

	২০২৩-২৪			২০২২-২৩						২০২১-২২		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	প্রকৃত ব্যয়	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪৫৬৬.৯	৭৩৫.৯	১৬.১	৩৫৫৫.৫	৭৬৮.১	২১.৬	৪০৭৪.৩	৬৯৪.৮	১৭.১	২৭৭৪.৩	৪০৪.৮	১৪.৬
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২৯৪৮.৯	৩৯৯.৪	১৩.৫	৩৩৫৫.৮	৫৯৯.৫	১৭.৯	২৮৫১.৯	৩৮২.২	১৩.৪	৪৮৪৪.৯	৭৭৭.৮	১৬.১
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৫৯৩.৭	১১০.২	১৮.৬	৪০২.১	৭৮.২	১৯.৪	৫৪৫	৯৮	১৮.০	২৫১.৭	৫০.৭	২০.১
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৪৬.৯	১৬৭.১	৪৮.২	৪৬৬.৭	১৩৬.৭	২৯.৩	৩৫৬.৬	১৪৯	৪১.৮	২৩৬.৩	৪৭.৩	২০.০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৩০৩.৩	২৭৯.৮	২১.৫	১৬২৮.২	৫০৮.৭	৩১.২	১২৭৫.৪	২৮৫.১	২২.৪	১১৪০.৮	২৪৫.৭	২১.৫
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৪৩৩.৩	৪০৩.৪	২৮.১	১৪৬৭.৮	৪৪৭.৫	৩০.৫	১৬৪৪.৮	৪৫৯.৪	২৭.৯	১৭৭০.২	২২১.৯	১২.৫
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১০১৮.৫	৩৪৭.১	৩৪.১	৫৯৯.২	২৪৪.২	৪০.৮	৯৯০.৩	৩৩৩.২	৩৩.৬	৪১২.২	১৬৭.১	৪০.৫
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬০৫.৮	১৫০.২	২৪.৮	৬০৩.০	১৩৮.৯	২৩.০	৬২৮.৪	১৫২.৪	২৪.৩	৭৮২.৪	৭০.৭	৯.০
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০২৪৪.১	৩৭৯২.৪	৩৭.০	১৩৫৫৫.২	৪৬৬৭.১	৩৪.৪	১০১৯৬.১	৫৫৪৩.৩	৫৪.৪	৯৪০০.২	৪৫৭৫.০	৪৮.৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০১১৭.৮	৭১৯৬.৬	৭১.১	১০৭৬৪.০	৭৭০৯.০	৭১.৬	১০২২৮.৯	৭২৭৩.৭	৭১.১	৮৬৪৭.১	৬৮২৮	৭৯.০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২০৪.৬	৫৫০.১	৪৫.৭	১৪০০.৮	৭৭৮.৫	৫৫.৬	১৩৩৭.৯	৬৪০.৮	৪৭.৯	১২৬০.৮	৭১৯.৩	৫৭.১
মোট/ শতকরা হিসাব :	**৩৪৩৮৩.৮**	**১৪১৩২.২**	**৪১.১**	**৩৭৭৯৮.৩**	**১৬০৭৬.৪**	**৪২.৫**	**৩৪১২৯.৬**	**১৬০১১.৯**	**৪৬.৯**	**৩১৫২০.৯**	**১৪১০৮.৩**	**৪৪.৮**

লেখচিত্র ৩.৪-এ উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট থিমেটিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট বাজেট ও নারীর হিস্যা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার পরিমাণ ৭,১৯৭ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যার পরিমাণ ৩,৭৯২ কোটি টাকা। এ গ্রুপভুক্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। এ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা হলো ১১০ কোটি টাকা। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তিনটি (০৩) থিমেটিক গ্রুপের মধ্যে থিমেটিক গ্রুপ ২-এ নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার গ্যাপ পূরণে অপেক্ষাকৃত কম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং শ্রম বাজারে নারীর অধিকতর অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ গ্রুপের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে এ খাতে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে এবং নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

লেখচিত্র ৩.৪ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে মোট বরাদ্দ ও নারীর হিস্যা

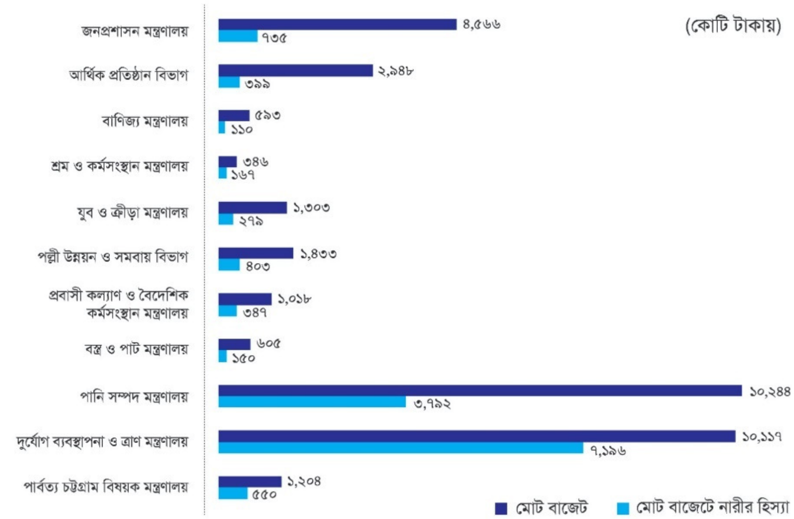

৩.৪.৩ থিমেটিক গ্রুপ ৩: সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি

সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়টিতে সরকারের ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে ১২টি মন্ত্রণালয়, ৭টি বিভাগসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থিমেটিক গ্রুপ ৩ এর আওতাভুক্ত। 'সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধির' ক্ষেত্রেও মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গত ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় ছিল ৪৬,২৪৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে এ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৭,৪২৭ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ হয়েছে ৫৮,৭৫০ কোটি টাকা।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩৯.৮ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে হয়েছে ৩৪.৪ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার হবে ৩৩.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, কোভিড পরবর্তী সময়ে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও জেন্ডার সম্পৃক্ত বাজেটের এ শতকরা হার অত্যন্ত সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৫ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিন বছরের বরাদ্দ বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

	২০২৩-২৪			২০২২-২৩						২০২১-২২		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	প্রকৃত ব্যয়	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪৪৫২.১	৪৮১.২	১০.৮	৪৭৪৪.৯	৩৬৯.৩	৭.৮	৫৭৭৪.৯	৬২৬.১	১০.৮	৩৮৬১.৯	২৭৪.৫	৭.১
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	২৪০৬.৫	১৩০১.৪	৫৪.১	১৪২৩.১	৫১৭.৫	৩৬.৪	১৫৩৮.৯	৮৩১.৭	৫৪.০	১৬৬০.২	৬২১.৩	৩৭.৪
আইন ও বিচার বিভাগ	১৯৪২.৯	২১২.৩	১০.৯	১৭৫৩.১	২২২.০	১২.৭	১৯২৩.৮	১৯৭.৬	১০.৩	১৩৫১.৫	৫৯.৫	৪.৪
জননিরাপত্তা বিভাগ	২৫৬৯৪.৮	১৮৫২.২	৭.২	২২৫৭৫.৩	১৪৯৪.০	৬.৬	২৪৫৯৪	১৭৬১.৪	৭.২	২১৪৪৮.৮	১২৬৪.৬	৫.৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩৬০৭.৪	২৯৭.৩	২.২	১২৮২১.২	২১৬.৩	১.৭	১৬৬১৩.৮	৩২০	১.৯	১৫০৭০.৫	১৭৩.৭	১.২

	২০২৩-২৪			২০২২-২৩						২০২১-২২		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	বাজেট	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বাজেট	শতকরা হার	প্রকৃত ব্যয়	নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৭৪২৮.২	১১৩৬.৯	১৫.৩	৮৬৯৭.২	১০৯৩.৭	১২.৬	৬৮২০.৮	১০২৫.৫	১৫.০	৬৫২৫.২	৩৪২.৮	৫.৩
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১০৫০.৫	৫০৫.৩	৪৮.১	১৩৭৫.৫	৮৯৩.৮	৬৫.০	১০৯৮.৭	৫২৪.৩	৪৭.৭	৯৭৫.৪	৫১০.২	৫২.৩
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৯৮.৮	১৭০	২৪.৩	৬৬১.৭	১৩৬.০	২০.৬	৬৩৬.৮	১৫২.৪	২৩.৯	৫৫৬.৫	১৩০.৭	২৩.৫
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫০৯.২	৫২.৪	২.১	৪০৬০.৮	৭২.১	১.৮	২৩৫৩.১	৪৭.৬	২.০	২৪৬৪.৫	৪৬.৮	১.৯
শিল্প মন্ত্রণালয়	৩০২৩.৭	৭০৮.৩	২৩.৪	২২২২.৫	৩৪০.৭	১৫.৩	১৫২১.২	৩৫৪.৩	২৩.৩	২১৩৪.৭	১১৯.১	৫.৬
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৯৯৪.১	৫২৩.৯	৫২.৭	১৮৫১.৫	২০২.৩	১০.৯	১৮৬৯.৭	১০৫০.১	৫৬.২	১৩৪১.৭	৮৫১.৪	৬৩.৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১৬৩৮.১	৯৫৬.৮	৫৮.৪	১৩৫৬.১	৮৭৮.২	৬৪.৮	১৫০১.৩	৮৭৫.৩	৫৮.৩	১০৫১.২	২৭৪.৯	২৬.২
ভূমি মন্ত্রণালয়	২৪৫৮.৭	৩০৬.৯	১২.৫	১৯৪৬.৪	২৭০.০	১৩.৯	২৩৮০.৫	২৯২.৬	১২.৩	১৫৪২.৮	৬৪.৯	৪.২
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৯৭০৯.৯	১৭৪৩১.৪	৪৩.৯	৩৫২৪৮.১	১৭৭৬৬.১	৫০.৪	৩৬৬৪৭.৭	১৭৬২৯.৯	৪৮.১	২৯৮৫১.৬	১১১৯৫.৭	৩৭.৫
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৯০১০.৩	১১৭২০.২	৬১.৭	১৬৪৭৬.৮	১০১২৩.২	৬১.৪	১৮৮৫১.৮	১২৮৭০.৬	৬৮.৩	১৪৮০২.৬	৯৪৫২.৯	৬৩.৯
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	১০৮০১.০	২৪৭২.০	২২.৯	৫৪৭৪.০	১১২৫.৮	২০.৬	৭২২৪.০	১৫৩৩.৩	২১.২	৪১৪১.১	৯৭০.১	২৩.৪
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৬৫৯৬.৮	৬৫.৮	১.০	৫৬২৮.৩	১৫.৪	০.৩	৭০০৩.৬	৫৪.২	০.৮	৪৩৬৮.৮	১৬.২	০.৪
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২৪৩৪.০	৫০০.০	২০.৫	৩০৪৩.৯	৪৬২.৬	১৫.২	২৪৮৬.৫	৫০১.৮	২০.২	১৪৪৭.৭	৩৯.৯	২.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩৩৮২৫.০	১৬৩৬২.৮	৪৮.৪	২৫৩০৯.৩	১৩০৬৮.২	৫১.৬	২৪১৯৫.৮	১৫১৩০.৬	৬২.৫	২০৭০৬.৯	১৮৬০৯.৭	৮৯.৯
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭২৪৩.৫	৯৭৯.১	১৩.৫	৮০৬১.২	১৪২১.৩	১৭.৬	৬৯৮৪.২	৯৪১.৪	১৩.৫	৬৪০৭.৩	৮৮২.১	১৩.৮
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪১৬৩.৪	৭১৩.৩	১৭.১	৩১৮৫.৩	৬০৮.২	১৯.১	৪১৮৭.০	৭০৬.৬	১৬.৯	৩০৬১.৯	৩৪৩.১	১১.২
মোট/ শতকরা হিসাব :	১৯১৬৮৮.৯	৫৮৭৪৯.৫	৩০.৬	১৬৭৯১৬.২	৫১২৯৬.৭	৩০.৫	১৭৬২০৮.১	৫৭৪২৭.৩	৩২.৬	১৪৪৭৭২.৮	৪৬২৪৪.১	৩১.৯

লেখচিত্র ৩.৫-এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে থিমেটিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মোট বরাদ্দ ও নারীর হিস্যা দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে তুলনামূলকভাবে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের হিস্যা সর্বাধিক। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ ১১,৭২০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬১.৭ শতাংশ। এছাড়া পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৯৫৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এ গ্রুপের মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ উন্নয়ন প্রকল্পের সিংহভাগ গ্রহণ করে বিধায় এ মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৫ : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে মোট বরাদ্দ ও নারীর হিস্যা

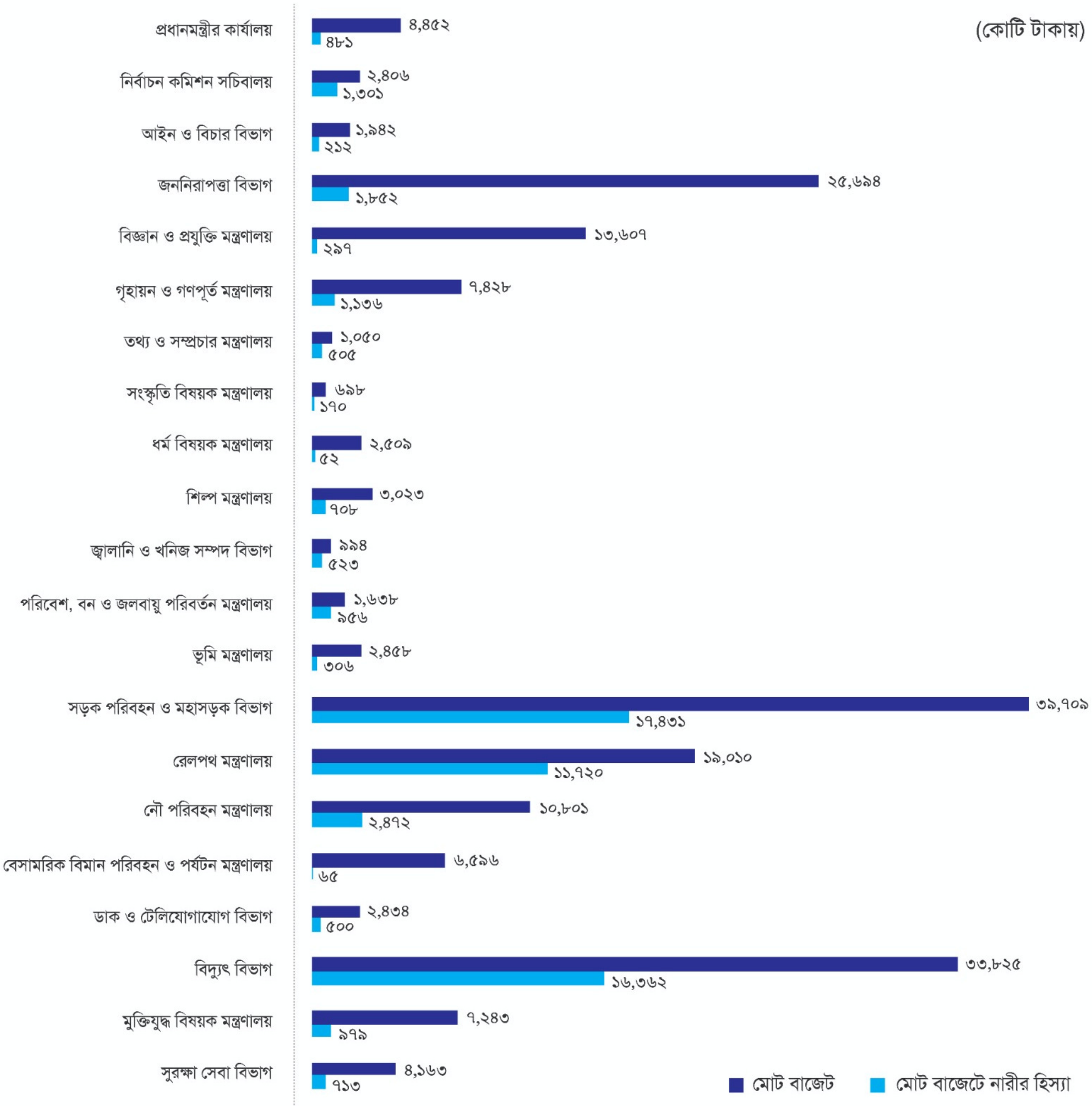

এ গ্রুপের মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বাজেটে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের হিস্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এসব মন্ত্রণালয়ের মধ্য হতে আইন ও বিচার বিভাগ নারীর জন্য ন্যায়বিচার লাভে সুযোগের সমতাবিধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমির মালিকানা নিশ্চিতকরণ ও ভূমিসংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধর্ম মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধর্মের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নারীর প্রতি কুসংস্কার দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বাজেটে বরাদ্দের মধ্যে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের হিস্যা আরো বৃদ্ধির মাধ্যমে জেন্ডার গ্যাপ পূরণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

অধ্যায়-৪
মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

থিমেটিক গ্রুপ-১

নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

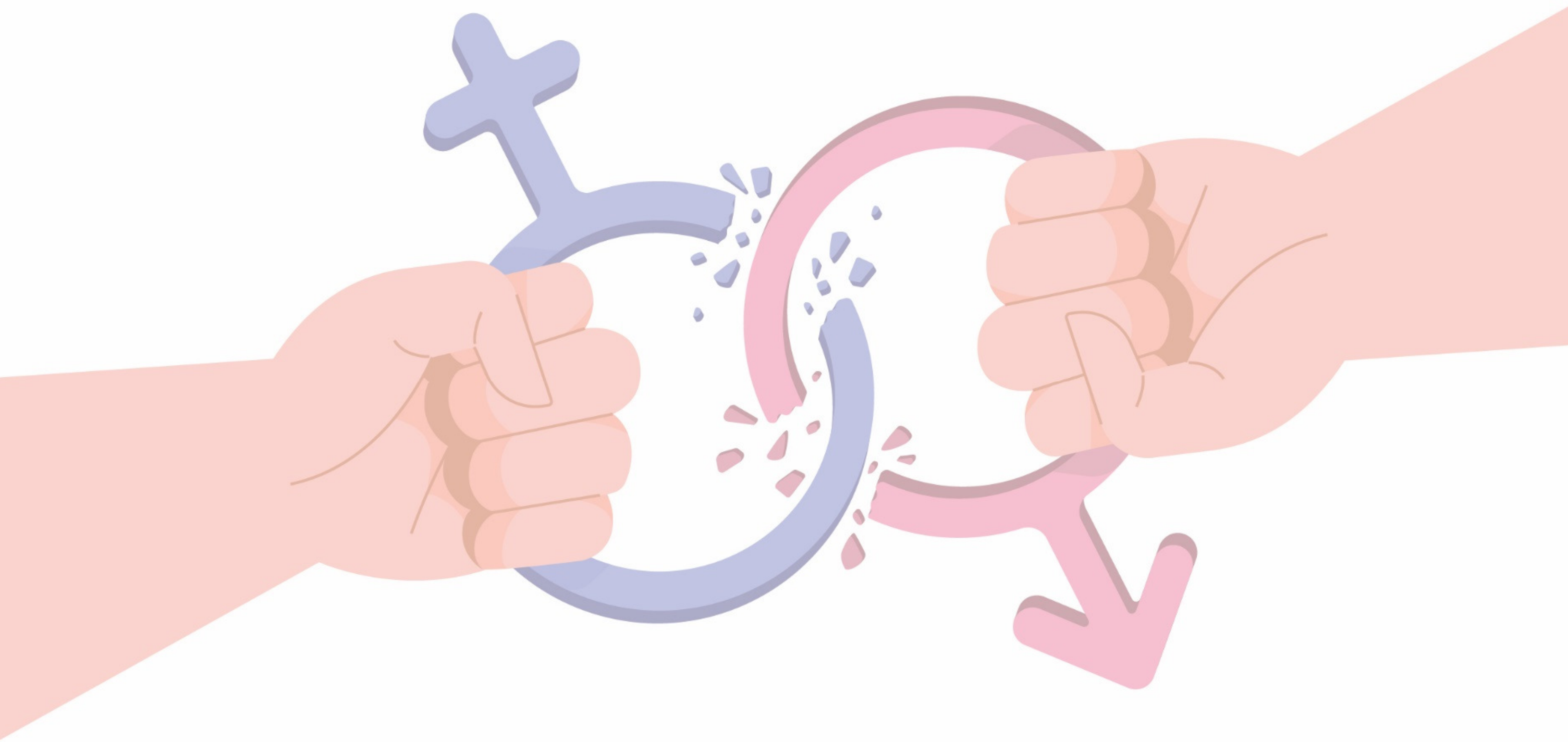

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন, যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫,৫৬৬টিসহ মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,১৮,৮৯১ এবং এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,০১,০০,৯৭২ জন। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতসহ গুণগত শিক্ষা প্রদান, স্কুল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উপকারভোগী হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) নীতিমালা, শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা, শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা, উপবৃত্তি নীতিমালা, জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব নীতিমালায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাসহ শিক্ষক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর ও অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় পাঠক্রম উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে এ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (CEDAW) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩। উক্ত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে—কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারীর পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

শিক্ষানীতি-২০১০-এ নারী অগ্রগতি এবং অধিকার রক্ষায় যেসকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো—শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানো, ঝরে-পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরা, স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা এবং নিচের শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা। মেয়েশিশুদের মধ্যে ঝরে-পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়োগ নীতিমালার আলোকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ নারীশিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং নারীশিক্ষকের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে পারিবারিক সুবিধা (যেমন–ক্ষেত্রমতে স্বামীর কর্মস্থল/পিতা-মাতার বাসস্থান ইত্যাদি) বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৯৭	৭৯	১৮	১৮.৬
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৬,১৯৭	৫,১৬১	১,০৩৬	১৬.৭
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৩৯	৩৫	৪	১০.৩
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২১৪	১৮৭	২৭	১১.৬
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	৫৭	৪৮	৯	১৫.৮
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	১,১৬৮	৪৮২	৬৮৬	৫৮.৭
মোট :	**৭,৭৭২**	**৫,৯৯২**	**১,৭৮০**	**২২.৯**

শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ও হার

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩,৫৯,০৯৫	১,২৭,৮০৯	২,৩১,২৮৬	৬৪.৪
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯,৯৩৫	৬,৭৭২	১৩,১৬৩	৬৬.০
এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যালয়	১৮,৬০৯	১৩,১১১	৫,৪৯৮	২৯.৫
কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়	২,০০,৪৬৭	৭৯,৩৪১	১,২১,১২৬	৬০.৪
এনজিও বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫)	৯,২৮৬	১,৯৫৭	৭,৩২৯	৭৮.৯
মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয়	১৬,১১৪	১৩,১৪২	২,৯৭২	১৮.৪
উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন	১৬,৮৫৪	৭,৫২৩	৯,৩৩১	৫৫.৪
শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল	১,১৮০	৪১৪	৭৬৬	৬৪.৯
অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র	২,৩৪০	২৬৯	২,০৭১	৮৮.৫
অন্যান্য	১৩,৩২৩	৩,৬৭৪	৯,৬৪৯	৭২.৪
মোট :	**৬,৫৭,২০৩**	**২,৯৩,৪৯৮**	**৪,০৩,১৯১**	**৬১.৪**

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-২০২১ (১ম-৫ম)

প্রতিষ্ঠান	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রীর শতকরা হার
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,১৯,১৪,০১০	৬০,৫৩,৮৯৩	৫৮,৬০,১১৭	৪৯.২
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪,১৭,৮৩২	২,০৪,৫৬৮	২,১৩,২৬৪	৫১.০
এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যালয়	৩,৯১,৪১৩	১,৯৭,৪৪২	১,৯৩,৯৭১	৪৯.৬
কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়	২৩,৪৮,০৩৮	১১,৮৯,৩৪৩	১১,৫৮,৬৯৫	৪৯.৩
এনজিও বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫)	৩,৬৯,৪২৬	১,৮৪,৬৬৬	১,৮৪,৭৬০	৫০.০
মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয়	৪,৯২,৯৩৬	২,৪৮,৬৮৫	২,৪৪,২৫১	৪৯.৬
উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন	৫,৯৩,৩৬২	২,৮৭,১৩১	৩,০৬,২৩১	৫১.৬
শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল	৩১,৫৭৩	১৫,৭৪৬	১৫,৮২৭	৫০.১
অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র	৯৭,৬৭৬	৪৮,৬৩৫	৪৯,০৪১	৫০.২
অন্যান্য	৩,০৮,৭০১	১,৫৩,২১৪	১,৫৫,৪৮৭	৫০.৪
মোট :	**১,৬৯,৬৪,৯৬৭**	**৮৫,৮৩,৩২৩**	**৮৩,৮১,৬৪৪**	**৪৯.৪**

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৩৪৭২২.২	১৯৮৪১.৮	৫৭.১	২৭৭০১.১	১৭২৭৩.৫	৬২.৪	৩১৭৫৮.৬	১৯১১৫.১	৬০.২	২৩৪৬২.৩	২৯৮৮.৩	১২.৭
উন্নয়ন বাজেট	১২০১৮.৪	২৮৪৫.৪	২৩.৭	৭৭৮৪.৭	১৯৫৮.১	২৫.২	১১৬৪১.৬	৩২৭১	২৮.১	৭০৩৯.৭	২৩৩২.৬	৩৩.১
পরিচালন বাজেট	২২৭০৩.৮	১৬৯৯৬.৪	৭৪.৯	১৯৯১৬.৪	১৫৩১৫.৪	৭৬.৯	২০১১৭	১৫৮৪৪.১	৭৮.৮	১৬৪২২.৬	৬৫৫.৭	৪.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
শিক্ষক-শিক্ষিকার দক্ষতা উন্নয়ন	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ। বছরে গড়ে ১৫,০০০ শিক্ষক ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, যার মধ্যে প্রায় ৬৪% শিক্ষিকা। প্রতিবছর শিক্ষকদের আইসিটিসহ বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে পাঠদানে শিক্ষক বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার	পিইডিপি-৪-এর মাধ্যমে ৫০,০০০ চাহিদাভিত্তিক নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও অন্য ২টি প্রকল্পের আওতায় ৬৫,০০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রতিবছর ৪৫,০০০ বিদ্যালয় সংস্কারের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬৪% মহিলা কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা সরাসরি নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	দরিদ্র প্রান্তিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ এবং পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ বর্তমানে চলমান। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে চালুকৃত স্কুল ফিডিং প্রকল্প গত ৩০শে জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। যার আওতায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের সুবিধা ভোগ করেছে।
দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি/শিক্ষা ভাতা প্রদান	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করছে। এ উপবৃত্তি প্রদানের ফলে বিদ্যালয়ে নীট ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম	সাক্ষরতা শিক্ষা কার্যক্রমের ৪৫ লক্ষ সুফলভোগীর অর্ধেকই নারী। ফলে এ কর্মসূচি শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষকের হার (GPS)	%	৬৪.৬	৬৪.২	৬৪.৪
২.	মেয়েশিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার		৫০.৬	৫১.২	৪৯.৫

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ পরিচালনা করছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ৭০% শিক্ষা লাভ করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ৪৯.৫% কন্যাশিশু শিক্ষা লাভ করায় কন্যাশিশুদের শিক্ষা লাভের এ সুযোগ তাদেরকে উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা নির্ধারিত থাকায় শিক্ষিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শতভাগ ভর্তি এবং শিক্ষাচক্র সম্পন্নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ‘মা দিবস’ আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া স্কুল ফিডিং (মিড ডে মিল) কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মা’দের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের মা’দের নিকট প্রদানের সুযোগ রেখে উপবৃত্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে এবং মোবাইল অ্যাপস ‘নগদ’-এর মাধ্যমে সরাসরি মা’দের মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- বিদ্যালয়ে কার্যকর স্কুল হেলথ কর্মসূচি না থাকা;
- কিশোরীদের শারীরিক/মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং না থাকায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- ইভটিজিংয়ের কারণে অনেকক্ষেত্রে ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; এবং
- পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে অর্থ ঘাটতি।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- মেয়েশিশুসহ সকল শিশুকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, পোশাক ও স্কুল ব্যাগ দেয়া;
- সহজ গমনে প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কারিকুলাম পরিমার্জন-সংশোধন-সংযোজনের সময় নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা; এবং
- শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়েশিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১-এ বলা হয়েছে যে, পরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতের কৌশল হবে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। সে লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনসাধারণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সৃজনশীল, কর্মমুখী, বিজ্ঞানধর্মী, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ভর্তির হার ৬১%। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৫:৫৫। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এ নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮-এ নারী উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার্থীদের আইসিটিবিষয়ক সম্যক ধারণা দেয়ার নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাখাতের সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে এ বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রেখেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট জিডিপির শতকরা হারে প্রায় ০.৯%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেটের শতকরা হারে এ বিভাগের বাজেট প্রায় ৫.৯%।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা হতে শুরু করে শিক্ষার উচ্চ স্তর (tertiary level) পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নীতিকৌশল প্রণয়ন করে থাকে। Allocation of Business অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। বিশেষ করে কন্যাশিশু ও নারীসমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। এছাড়া কন্যাশিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা এবং মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষাকে 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষানীতি-২০১০-এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা, নারীকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা, মহিলা শিক্ষকদের চাকুরিতে নিয়োগে বৈষম্য না রাখা এবং সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২০০	১৫৩	৪৭	২৩.৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৫,৬৮৬	৩,৩৬৪	২,৩২২	৪১.০
আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসসমূহ	১৬২	১১৬	৪৬	২৮.০

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ	৬১৭	৪৭১	১৪৬	২৪.০
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ	২,১৪৭	১,৯০০	২৪৭	১২.০
সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ	৮২৮	৬০২	২২৬	২৭.০
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	৯,৫০১	৬,৫৮৬	২,৯১৫	৩১.০
সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহ	৮৫০	৬১৮	২৩২	২৭.০
সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ	১৮,৮৯৬	১৪,১২২	৪,৭৭৪	২৫.০
বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ	৯২,৭৮৫	৬৭,৮৮৮	২৪,৮৯৭	২৭.০
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	২,৬৯,৭২২	১,৮৪,২৪১	৮৫,৪৮১	৩২.০
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ	১৮৭	১৪৩	৪৪	২৪.০
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	৩২৯	২৮৫	৪৪	১৪.০
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	৪৫,৪৪৫	৩৩,৯৮৬	১১,৪৫৯	১৬.০
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১,৪২৮	১,৩০৪	১২৪	১১.৫
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮৪	৬৮	১৬	১৯.১
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	১৩৯	১১৪	২৫	১৮.০
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৬১০	৫৪২	৬৮	১১.১
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন	২২	১৪	৮	৩৬.৪
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	২০৭	১৭৯	২৮	১০.১
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	২৭	২৪	৩	১১.০
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)	৩৯	২৮	১১	২৮.২
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল	৪৮	৩৯	৯	২৩.১
মোট :	**৪,৪৯,৯৫৯**	**৩,১৬,৭২৭**	**১,৩৩,১৭২**	**২৯.৬**

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা (সরকারি)	১৫,১৬৪	১০,৪০৪	৪,৭৬০	৩১.৪
স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা (বেসরকারি)	২,৬৩,৪৪৪	১,৮২,৭৬৯	৮০,৬৭৫	৩০.৬
কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা (সরকারি)	৩০,৬১৮	২২,১৯৫	৮,৪২৩	২৭.৫
কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা (বেসরকারি)	১,১২,৩৮৯	৮২,২০৮	৩০,১৮১	২৬.৯
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১৫,২৩৬	১১,০১০	৪,২২৬	২৭.৭
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১৫,৬৬৩	১০,৬৮৪	৪,৯৭৯	৩১.৮
মোট :	**৪,৫২,৫১৪**	**৩,১৯,২৭০**	**১,৩৩,২৩৬**	**২৯.৪**

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২২ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- স্কুল পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ১,০১,৩৩,১৪৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫৪১৭১২ জন (৫৫%);
- কলেজ পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ৪৮,৩২,১৭০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৪২৯২২৮ জন (৫০%);
- শিক্ষক প্রশিক্ষণে মোট ৩৩,৯৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪,৭৬৩ জন (৪৩%);
- পেশাগত শিক্ষায় মোট ১,৭৪,৮৮৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৭,৫৩৯ জন (৬২৯%) নারী শিক্ষার্থী;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মোট ১০,৩৪,৩২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৩,৮৮,৬৬২ (৩৮%)।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪২৮৩৯	১৯৮৭৪.৯	৪৬.৪	৩৩৬৫১.৩	১৫৭৩৮.৬	৪৬.৮	৩৯৯৬১.৩	১৭৮৭৭.২	৪৪.৭	২৮৯৭০.৯	১১৩৬৭.১	৩৯.২
উন্নয়ন বাজেট	১৬৯০৫.৭	৭৬৩৫.৮	৪৫.২	১০০৬৪.৬	৪৫১৭.২	৪৪.৯	১৬৬০০.৫	৬৬৭৯.৯	৪০.২	৮৪৪৩.৬	৪১০৯.৮	৪৮.৭
পরিচালন বাজেট	২৫৯৩৩.৩	১২২৩৯.১	৪৭.২	২৩৫৮৬.৭	১১২২১.৪	৪৭.৬	২৩৩৬০.৮	১১১৯৭.৩	৪৭.৯	২০৫২৭.৩	৭২৫৭.৩	৩৫.৪

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইজলাইন সার্ভে, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মডেল বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করে থাকে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।
সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংস্কার এবং অনগ্রসর এলাকায় নতুন ভবন স্থাপন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখছে। বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ছাত্রীদের আবাসনের জন্য সরকারি কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ, টয়লেট এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‌্যাম্প নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা নারীবান্ধব কর্ম ও শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করছে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত	অনুপাত	৪৫:৫৫	৪৭:৫৩	৪৫:৫৫
২.	উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার	%	২০.৪৮	২০.৩২	১৭.১৯

মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২১ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০১,৯০,০২২ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৫৫,৭১,৩৭২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৫:৫৫। ২০২২ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০১,৩৩,১৪৩ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৫৫,৪১,৭১২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৭:৫৩। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ২০২১ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮,৭৯,৯৩৯ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ১৭,২৩,৮৭২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৫৫:৪৪। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ২০২২ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮,১২,৪১৪ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ১৭,১৬,৭৭২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৫৫:৪৫।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে স্কুলসমূহে ভর্তিকৃত মোট ১,০১,৩৩,১৪৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৫৫,৪১,৭১২ জন (৫৪.৬৯%)। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরি ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ সুফল নারীশিক্ষকগণ ভোগ করছে। শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক সকল স্তরে ২৩,৮২,৬২,৯৫৯ কপি এবং ব্রেইল বই ৭,৬২৯ কপিসহ মোট ২৩,৮২,৭০,৫৮৮ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার অর্ধেকাংশের বেশি ছাত্রী এ সুবিধা পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৪,৭৫,৪২,১২৭ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ১১,২৯১.৩৪ কোটি টাকা উপবৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে ৩০শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ১,৫৫,২৯,৭৯৯ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৮৩২,৯৮,৩৮,৮৬০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রী ৭৫ শতাংশ। নারীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে Asian University for Women নামীয় একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নিয়োগকালে মফস্বল এলাকায় সর্বদা যোগ্যতাসম্পন্ন নারী প্রার্থী না পাওয়া;
- দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে;
- বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অনেকটা কমে আসলেও এখনো পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি; এবং
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত সহশিক্ষা (Co-education) প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন ও পানীয় জল, কমন রুম, আবাসন সুবিধা ইত্যাদি না থাকা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
- উচ্চ শিক্ষায় বিদ্যমান হারে মেয়েদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিকসংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
- দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ; এবং
- উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গা সমতা আনয়ন করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের কোটা বৃদ্ধি, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন করা।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মানবসম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) পদ্ধতি উন্নত করার কার্যক্রম গ্রহণ করে মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০২২)-এর ৪.২.২-এর আলোকে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ১৫.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যেখানে নারী শিক্ষার্থীর হার ২৭ শতাংশ। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে এ বিভাগ গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষানীতির সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০২২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) উন্নয়ন পরিকল্পনা' অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

Allocation of Business অনুযায়ী নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রেড এবং টেকনোলজিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, নারী শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা, কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধিতে নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, নারী বান্ধব ট্রেড ও টেকনোলজি চালুকরণ, নতুন ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ এবং সকল প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কমনরুম ও টয়লেট স্থাপনের মতো কার্যক্রমসমূহের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ বিধৃত নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এসএসডিপি-২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ভর্তির জন্য নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা শিথিল করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ২০২৩ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষানীতি-২০১০ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশনা রয়েছে। সেগুলো হলো—কারিগরি শিক্ষায় নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা এবং নারীকে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা, কারিগরি প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষম্য না রাখা এবং সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১১৯	৯৬	২৩	১৯.৩
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	৭৯	৬৬	১৩	১৬.৫
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০,৬৭৬	১৭,৪৯৬	৩,১৮০	১৫.৪
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১০১	৮৭	১৪	১৩.৯
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	৫,১৮৬	৪,৯৫১	২৩৫	৪.৫
কারিগরি স্কুল ও কলেজ	২,৪৭৩	২,০৬৩	৪১০	১৬.৬
অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ	১২৪	১০১	২৩	১৮.৫
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩০	২০	১০	৩৩.৩
সরকারি মাদ্রাসাসমূহ	১২৫	৮৪	৪১	৩২.৮
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৯	২৬	৩	১০.৩
বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	১,৬৫,০৫৬	১,৪৩,১৯৯	২১,৮৫৭	১৩.২
জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার)	৮৫	৮১	৪	৪.৭
মোট :	**১,৯৪,০৮৩**	**১,৬৮,২৭০**	**২৫,৮১৩**	**১৩.৩**

সূত্র : ব্যানবেইস।

৩.২ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (সরকারি)	১০,৬৮৩	৮,৯৩০	১,৭৫৩	১৬.৪
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (বেসরকারি)	৪৪,৬২১	৩৫,০২৮	৯,৫৯৩	২১.৫
মাদ্রাসা শিক্ষা (সরকারি)	৮১	৭১	১০	১২.৪
মাদ্রাসা শিক্ষা (বেসরকারি)	১,১৮,৯২৭	৯৫,৯৩০	২২,৯৯৭	১৯.৩
মোট :	**১,৭৪,৩১২**	**১,৩৯,৯৫৯**	**৩৪,৩৫৩**	**১৯.৭**

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১,৭৫৩ জন নারীশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন, যেখানে নারীশিক্ষককের হার ১৬.৪ শতাংশ। এছাড়াও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষককের হার ২১.৫ শতাংশ এবং সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষকের হার যথাক্রমে ১২.৪ শতাংশ ও ১৯.৩ শতাংশ।

৩.৩ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	নারীর শতকরা হার
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (স্কুল)	৩,৪৭,৩০৮	২,৩৪,২৮৮	১,১৩,০২০	৩২.৫
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (কলেজ) (ডিপ্লোমাসহ)	৮,৮১,৮৯৫	৬,৬১,৫০৬	২,২০,৩৮৯	২৫.০

কর্মসূচি	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	নারীর শতকরা হার
মাদ্রাসা	২৭,৬২,২৭৭	১২,৮৪,৩০৭	১৪,৭৭,৯৭০	৫৩.৫
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (ভর্তিকৃত)	১২,২৯,২০৩	৮,৯৫,৭৯৪	৩,৩৩,৪০৯	২৭.১
শিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিটিটিসি ও ভিটিটিআই)	২,৮৭৪	২,৬২৯	২৪৫	৮.৫
মোট :	**৫২,২৩,৫৫৭**	**৩০,৭৮,৫২৪**	**২১,৪৫,০৩৩**	**৪১.১**

সূত্র : ব্যানবেইস।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১০৬০২	৪২৭৯	৪০.৪	৯১৫১.৬	৩৭১৭.৭	৪০.৬	৯৭২৭.৮	২৯০২.৯	২৯.৮	৭৯৯৭.১	২৪৬৭.৭	৩০.৯
উন্নয়ন বাজেট	২৮২২.৮	২৯৩	১০.৪	২০৮৬	১৬২.৮	৭.৮	২৫৫৭	৪৯৩.৭	১৯.৩	২০৬৮.৭	৫৮.২	২.৮
পরিচালন বাজেট	৭৭৭৯.২	৩৯৮৬	৫১.২	৭০৬৫.৬	৩৫৫৪.৯	৫০.৩	৭১৭০.৮	২৪০৯.২	৩৩.৬	৫৯২৮.৪	২৪০৯.৫	৪০.৬

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
অবকাঠামো উন্নয়ন	কারিগরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেমন—৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে, ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টিএসসি স্থাপন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি মোট ১০,৮৫৬টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ২০৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ভর্তির হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪,১৫৩ জন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,০২৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ASSET শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,৫১,০০০ জন যুবক ও যুব মহিলার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
শিল্পকারখানার সাথে সংযোগ স্থাপন	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা ও চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দেশের সকল সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিতভাবে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। জব ফেয়ারের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীরা দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিকনং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৯ম-১০ম)	অনুপাত	৬৭:৩৩	৬৭.৫:৩২.৫
২.	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (১১শ-১২শ)	অনুপাত	৭১:২৯	৭১:২৯
৩.	কারিগরি শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত	অনুপাত	৭৩:২৭	৭৩:২৭
৪.	দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৬ষ্ঠ-১০ম)	অনুপাত	৪২:৫৮	৪৩.৪:৫৬.৬
৫.	আলিম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (১১শ-১২শ)	অনুপাত	৫০:৫০	৫০:৫০
৬.	মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত	অনুপাত	৪৫:৫৫	৪৫.৭:৫৪.৩

সূত্র : ব্যানবেইস।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিদ্যমান পলিটেকনিকসমূহে নারী শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০%-এ উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ডিপ্লোমা ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি নীতিমালা-২০২২ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী ভর্তির হার ইতোমধ্যে ১৫.৮%-এ উন্নীত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৭% নারী শিক্ষার্থী। উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে G2P Payment System-এ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি সকল কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১০০% নারী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৭৫৫টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬,৪১,৩০০ জন কারিগরি শিক্ষার্থীকে ১৬৭.৯৬ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১২,৩৩,৪৮২ জন শিক্ষার্থীকে ৩৪৫.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- প্রথাগত পশ্চাৎপদ ধারণাগত কারণে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর অনাগ্রহ;
- বিরাজমান সামাজিক ও রক্ষণশীল মানসিকতা এবং বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থা;
- নারী-পুরুষ বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক জীবনধারায় অভিন্ন মানসিকতার অভাব; এবং
- মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের ধীরগতি।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫০%-এ উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া;
- মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ছাত্রীদের জন্য নারীবান্ধব পরিবেশের ব্যবস্থা করা;
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করা; এবং
- নারীবান্ধব ট্রেড এবং টেকনোলজি প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। প্রচলিত কারিগরি ট্রেডসমূহে মেয়েশিক্ষার্থীরা ততটা আগ্রহী হয় না বিধায় ফুড প্রসেসিং, টেইলরিং, বিউটি টেকনিশিয়ান এবং ক্ষেত্রবিশেষে অ্যাগ্রো ফার্মিং ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স চালু করা।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল একটি সুস্থ জনগোষ্ঠী। দারিদ্র্য বিমোচন ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য শক্তিশালী এবং কার্যকরী স্বাস্থ্যখাতের বিকল্প নেই। সুস্থ সবল ব্যক্তিরাই কেবল রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনবল সৃষ্টির প্রয়াসেই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে। নারী-পুরুষ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাতে উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ যাবতীয় পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করছে এবং অধীন সংস্থা ও বিভাগসমূহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করছে। নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমরূপী ও সমপরিমাণ সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবে সেবিকা হিসেবে এমনকি অস্ত্রোপচারকারীর ভূমিকায়ও নারীর স্বাচ্ছন্দ্য অংশগ্রহণের প্রতি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। নারী সেবাদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিকমাত্রায় নারীদের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ক) এবং ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে সকলের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিধান করা হয়েছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সমভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় অন্যান্য যে নীতিসমূহ প্রণয়ন করেছে সেগুলো হলো—National Population Policy-2012, Healthcare Financing Strategy 2012-2032, Gender Equity Strategy-2014, National Nutrition Policy-2015, National Drug Policy-2016, Bangladesh National Strategy for Maternal Health 2015-30, National Strategy for Adolescent Health-2017।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় লিঙ্গ সমতা এবং বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

National Population Policy-2012 নারীর অগ্রযাত্রায় নিম্নের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে :

১) শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নততর করা;

২) লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে লিঙ্গ বৈষম্য নিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জোরদার করা;

৩) সকল সরকারি এবং বেসরকারি কর্মসূচিতে লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মকৌশল প্রণয়ন করা;

৪) নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা রোধ করা এবং একই সাথে নারী ও শিশু পাচার এবং তাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা; এবং

৫) পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে নারী এবং পুরুষের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সিভিল সার্জন	৫৭	৫৪	৩	৫.৩
ডেপুটি সিভিল সার্জন	২১	২০	১	৪.৮
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৪৬৭	৪৩৭	৩০	৬.৪
আবাসিক মেডিকেল অফিসার	১৬৫	১৫৩	১২	৭.৩

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
ডেন্টাল সার্জন	৩৩৬	২০৪	১৩২	৩৯.৩
মেডিকেল অফিসার	১৭	১৪	৩	১৭.৭
নার্স	১,৫৪৫	২৮	১,৫১৭	৯৮.২
মোট :	**২,৬০৮**	**৯১০**	**১,৬৯৮**	**৬৫.১**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

চলমান অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০,৫৮৬ জন। তন্মধ্যে ৬,২৩৬ জন নারী অর্থাৎ মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ নারী। নার্সিং-এ মাস্টার্স, বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সে সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও ইনস্টিটিউটে মোট ৪০,৮৬০টি আসনের মধ্যে ৩৬,৭৭৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যা মোট আসনের ৯০ শতাংশ।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৯৪২৯.৬	৮২৮২.৯	২৮.১	২৩০৪১.৭	৫৫৫৩.৮	২৪.১	২৯২৮১.৭	৮৪৮৭.৩	২৯.০	২০৫০২.১	৫৯৮২.৯	২৯.২
উন্নয়ন বাজেট	১২২০৯.১	৫৯৪৩.১	৪৮.৭	৯৭৮১	৩৬১৪.৫	৩৭.০	১৫৮৫১.৫	৬২৫৫.২	৩৯.৫	১০০৫৭.৭	৫৮১৭.৯	৫৭.৮
পরিচালন বাজেট	১৭২২০.৫	২৩৩৯.৮	১৩.৬	১৩২৬০.৭	১৯৩৯.৩	১৪.৬	১৩৪৩০.২	২২৩২.১	১৬.৬	১০৪৪৪.৪	১৬৫	১.৬

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান	কমিউনিটি ক্লিনিককেন্দ্রিক কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ কার্যকর করায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা	সাধারণ জনগণের পাশাপাশি নারীদেরও সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা	সাধারণ জনগণের পাশপাশি নারীদেরও উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নারীরা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	শিশুমৃত্যুর হার (৫ বছরের নিম্নে)	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	২৮	২৮	২৮
২.	মাতৃমৃত্যুর হার	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	১.৬৫	১.৬৩	১.৬৭
৩.	দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	প্রতি একশত	৫৯	৫৯	৫০

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
৪.	মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	প্রতি মহিলা	২.০৪	২.০৪	২.০২
৫.	শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নিচে)	প্রতি একশত	২৮	২৮	২৮
৬.	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	শতকরা হার	৮৩.৯	৮৩.৯	৯৯.৮

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে চলছে। এ পর্যন্ত ১৪,৮৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ সেবাগ্রহীতা নারী ও শিশু। ১,১২৬টি ক্লিনিকে নরমাল ডেলিভারি হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এর হার বাড়ছে। নার্সিং পেশার গুরুত্ব বিবেচনায় নার্সদের গ্রেড এক ধাপ উন্নত করে ২য় শ্রেণি করা হয়েছে। ৩২টি সরকারি হাসপাতালে 'নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি' চালু করা হয়েছে যেখানে মহিলাদের জন্য দ্রুত মানসম্মত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি রায়ের প্রেক্ষিতে Health Care Protocol প্রস্তুত করা হয়েছে যা Health Sector Response to Gender Based Violence-Protocol নামে অভিহিত। এ প্রটোকলটি মৌলভীবাজার ও জামালপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রটোকলের মাধ্যমে Gender Based Violence সম্পর্কিত সেবার বিষয়ে 'Encouragement' থেকে 'Enforcement'-এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য সেক্টরে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে, পাশাপাশি Medico-legal পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আসবে সময়োপযোগী পরিবর্তন।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন;
- ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদানকারী কেন্দ্রের অপ্রতুলতা, বেসরকারি কেন্দ্রে C-Section-এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া, বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত সেবার অনিশ্চয়তা এবং কার্যকর রেফারেলের অভাব;
- বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক ঝুঁকি। উপরন্তু এটি প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ যা কি না মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ায়;
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা খাতের সক্ষমতা আশানুরূপ নয় যা কি না HNP সেবা উন্নতির বাধাস্বরূপ; এবং
- কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সংশ্লিষ্টতা কম।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে আরও অর্থের সরবরাহ বাড়িয়ে মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ ব্যয় কমিয়ে আনা। নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা;
- কিশোরী স্বাস্থ্যসেবাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি করা, দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- নীতি নির্ধারকদের সুবিধার্থে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নিয়মিত করা এবং এর ব্যবহার পরিধি বাড়ানো;
- নারীদের জন্য যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মস্থল ও কর্ম পরিবেশ; এবং
- দুর্গম এলাকায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত ও চলমান রাখার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু করা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১. ভূমিকা

চিকিৎসা শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, যা নিরাপদ ও উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তি ও চালিকাশক্তি। এই স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সূতিকাগার হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা গবেষণা তিন লক্ষ্যের সমন্বয়ে রোগীদের উচ্চমান ও সর্বশেষ আধুনিক চিকিৎসা প্রদান, উচ্চ দক্ষতার চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক পেশাজীবী এবং গবেষক তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এই চিকিৎসা শিক্ষায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান অগ্রাধিকার পাচ্ছে, এতে চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবে, সেবিকা হিসেবে এমনকি অস্ত্রোপচারকারীর ভূমিকায়ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে অধিকমাত্রায় নারীদের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করেছে। অনুচ্ছেদ ১৮(১)-এ জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। Allocation of Business-এ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য প্রণীত কার্যক্রমের মধ্যে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম হলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইনস্টিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এসব কার্যক্রমের সুফলভোগীদের অধিকাংশই নারী।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জন বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন সাধনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১-এর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত দুটি লক্ষ্য বিনির্দেশ করা হয়েছে। তার একটি হলো—যুগোপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং অন্যটি হলো—প্রজনন স্বাস্থ্যে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১ তে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ, গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য করা, স্বাস্থ্যসেবা সহায়কদের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ তাই পুরুষের পাশাপশি নারীর স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য মানসম্মত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে যেসকল লক্ষ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট, সেগুলো হলো—নারীদের জন্য পুষ্টি সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; প্রাণঘাতী রোগ যেমন—AIDS প্রতিরোধে গবেষণা পরিচালনা করা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৫৮	১৩৭	২১	১৩.৩
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের জনবল)	৪০,২০৯	১১,৩৬৫	২৮,৮৪৪	৭১.৭

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসমূহ, ম্যাটস এবং আইএইচটিসমূহ)	৯,৭০১	৬,৭৮৮	২,৯১৩	৩০.০
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৪২০	২৮৮	১৩২	৩১.৪
নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর	২,৩৫৯	১,৩১৯	১,০৪০	৪৪.১
মোট :	**৫২,৮৪৭**	**১৯,৮৯৭**	**৩২,৯৫০**	**৬২.৪**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী	১০,৫৮৬	৪,৩৫০	৬,২৩৬	৫৫.০
নার্সিং-এ মাস্টার্স, বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৪০,৮৬০	৪,০৮৬	৩৬,৭৭৪	৯০.০
মোট :	**৫১,৪৪৬**	**৮,৪৩৬**	**৪৩,০১০**	**৮৩.৬**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৮৬২০.৯	৫৪৬২.৮	৬৩.৪	৬৬৯৭.১	৪১২৬.৩	৬১.৬	৭৫৮২.২	৪৮০১.১	৬৩.৩	৪৫২৬.১	১৯৪৫.৩	৪৩.০
উন্নয়ন বাজেট	৩২৫৪	২৯৮৯.৮	৯১.৯	২৩৯২.৮	২০১৩.৭	৮৪.২	২৮১৩.৮	২৬০৯.৫	৯২.৭	১৪০৬.৮	১৩৪৫.৫	৯৫.৬
পরিচালন বাজেট	৫৩৬৬.৯	২৪৭৩	৪৬.১	৪৩০৪.৩	২১১২.৬	৪৯.১	৪৭৬৮.৪	২১৯১.৬	৪৬.০	৩১১৯.৩	৫৯৯.৮	১৯.২

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান	তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা	পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মাঠকর্মীদের বাড়ি বাড়ি সেবা, প্রজনন সেবা মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা মা ও কিশোরীদের অকাল মৃত্যুরোধে ভূমিকা রাখছে। সেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ফলে মহিলারা বিশেষ করে গরিব মহিলারা সঠিক সময়ে সন্তান ধারণ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী ও কিশোরীরা অধিক হারে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
হাসপাতালভিত্তিক মাতৃস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্যবিষয়ক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশুদের সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
চিকিৎসা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	এর মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য সহকারী তথা একটি দক্ষ নারী স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	শিশুমৃত্যু হার (৫ বছরের নিম্নে)	প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম	২৮	২৮	২৮ (এসভিআরএস ২০২০)
২.	মাতৃমৃত্যু হার	প্রতি হাজারে জীবিত জন্ম	১.৬৫	১.৬৩	১.৬৩ (এসভিআরএস ২০২০)
৩.	দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	প্রতি একশত	৫৯	৫৯	৫৩.০০ (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)
৪.	মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	প্রতি একশত	২.০৪	২.০৪	২.০৪
৫.	শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নিচে)	প্রতি একশত	২৮	২৮	২৮ (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)
৬.	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	শতকরা হার	৮৩.৯	৮৩.৯	৯৩

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)-সমূহের প্রত্যেকটিই নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে 'মাতৃমৃত্যু হার' এবং 'দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব' এই দুটি কর্মকৃতি সরাসরি এবং শুধু নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১.৬২ হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ছিল ১.৯৪। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার আওতায় ৫,২৬,১০৬টি স্বাভাবিক প্রসব ও ১৮,১৩১টি সিজারিয়ান অপারেশন সম্পাদন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭টি যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭টি হয়েছে। ২০০৯ সালে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৪০টি যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২টি হয়েছে। সরকারি ডেন্টাল কলেজ ০১টি, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ১২টি হয়েছে। বর্তমানে সরকারি আইএইচটি ০৭টি বৃদ্ধি পেয়ে ২৩টি, সরকারি ম্যাটস ০৫টি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬টি হয়েছে। এতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫৫ শতাংশই নারী। নার্সের অপ্রতুলতার কারণে ২০১৯ সনে নার্সিং কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে নারীদের অধিক হারে নার্সিং কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসক, নার্স ও প্রযুক্তিবিদের ঘাটতি;
- দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে সহজে সেবা প্রদানকারীর কাছে পৌঁছাতে না পারা; এবং
- ধর্মীয় প্রভাব, রোগীর প্রতি চিকিৎসা কর্মীদের সংবেদনশীল আচরণের অভাবে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর জরুরি সেবা কার্যক্রম এবং দক্ষ ধাত্রী ও মিডওয়াইফারি সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- পরিবার পরিকল্পনার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে সক্ষম দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান আরো জোরদার করা;
- কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বিস্তৃত করা;
- নারী রোগীদের প্রতি চিকিৎসাকর্মীদের সংবেদনশীল আচরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে দক্ষ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী এবং এদের অনেকেই দরিদ্র ও নিম্নআয়ের। এই জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় নারীসহ দেশের সকল জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ খাদ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ওএমএস ও লক্ষ্যমুখী কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য (চাল ও আটা) বিতরণ এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে শুভেচ্ছামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ভেজালমুক্ত ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরবরাহ, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ দরিদ্র নারী ও শিশু উপকৃত হচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

Allocation of Business অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ হচ্ছে—সম্ভাব্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় রেখে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি এবং খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ, মজুদ, বিতরণ ও চলাচল নিশ্চিতকরণ। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যশস্যের সরকারি ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ, খাদ্যের মান পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য পরিকল্পনা, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এর আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন এবং যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি-২০২০-এর কৌশল ৪.৩-এ জীবনচক্রব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর দ্বারা সকল মানুষ বিশেষত নারীর জীবন চক্রের নানা পর্যায়ের (যেমন—বয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী) খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয় কৌশল গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি (০১) আইন, তিনটি (০৩) বিধি ও এগারোটি (১১) প্রবিধানমালা রয়েছে, যা দ্বারা খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালানো হয়।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর দ্বিতীয় বিভাগের অনুচ্ছেদ ৩০-এ নারীর নিরাপত্তাসহ দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

SDG-এর ২.১ Target অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। SDG-এর ২.২ অনুচ্ছেদ-এ কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান করার ম্যান্ডেট রয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৩৮	১০৫	৩৩	২৩.৯
খাদ্য অধিদপ্তর	৭,২৫৫	৬,০১৪	১,২৪১	১৭.১
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৩০৩	২৪৭	৫৬	১৮.৫
মোট :	**৭,৬৯৬**	**৬,৩৬৬**	**১,৩৩০**	**১৭.৩**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট (লক্ষ)	পুরুষ (লক্ষ)	নারী (লক্ষ)	নারীর শতকরা হার
ওএমএস (১৬.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	২১৩.৫	১০২.০	১১১.৫	৫২.২
খাদ্যবান্ধব (১৩.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	৪৩.২	২৮.২	১৫.০	৩৪.৭
মোট :	**২৫৬.৮**	**১৩০.২**	**১২৬.৫**	**৪৯.৩**

- খাদ্যশস্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার একদিকে যেমন উৎপাদন মৌসুমে প্রণোদনা মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকে, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের বাজারদর উর্ধ্বমুখী হলে লক্ষ্যভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়। এমনি একটি বিতরণ কর্মসূচি হলো OMS বা খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রম। OMS-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়। আর এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই হচ্ছে নারী। ফলে OMS কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বল্প আয়ের নারীদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে। এটি একটি নারীবান্ধব কার্যক্রম।
- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৫.১৯ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের অধিকাংশই নারী।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৬৫১৮.৪	৫২৭.৭	৮.১	৬৯২৬.৬	৭৯০.১	১১.৪	৬২১২.৭	৪৯৩.৪	৭.৯	৭৭৪৬.৬	৩৬১.৬	৪.৭
উন্নয়ন বাজেট	৯৩২.১	১৮৫.৫	১৯.৯	৯৮৭	২৩৯.৫	২৪.৩	১৩৩৬.৫	২৯৪.৯	২২.১	৬১৩.৩	২১৯.১	৩৫.৭
পরিচালন বাজেট	৫৫৮৬.৩	৩৪২.২	৬.১	৫৯৩৯.৬	৫৫০.৬	৯.৩	৪৮৭৬.২	১৯৮.৫	৪.১	৭১৩৩.৩	১৪২.৫	২.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
দরিদ্র বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে ওএমএস কর্মসূচি	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (OMS) একটি নারীবান্ধব কর্মসূচি। দুস্থ নারীরা সরাসরি স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুযোগ পান। এতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।
দরিদ্র বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	এ কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামের বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যেসব দুস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, যারা নারী, তারা সরাসরি উপকৃত হয়।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৫.১৯ লাখ মে.টন চল বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় । OMS বা খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়। আর এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই হচ্ছে নারী। ফলে OMS কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বল্প আয়ের নারীদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে । খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে উপকারভোগী হিসেবে প্রায় ২৭% নারী অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে ২৫% নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা না থাকায় নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিশুরা নানারূপ ভোগান্তির স্বীকার হয়; এবং
- নারীরা পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (OMS) কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা;
- দুস্থ নারীদের চিহ্নিতকরণ ও খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা;
- ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণ ও নারী লক্ষ্যভিত্তিক করা;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থায়/মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা; এবং
- নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় দুস্থ নারীদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

নারী উন্নয়ন বিশেষত নারীশিক্ষা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারীশিক্ষা বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিবেচনায় ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৬ সালে বিশ্বের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম এবং ২০২২ সালে তা উন্নীত হয়ে ১৫৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম অবস্থানে এসেছে। এ অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে। একই প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বের মধ্যে নবম।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার প্রতিফলিত। বিশেষত ২৮(৪) অনুচ্ছেদে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

Allocation of Business অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ নারীর সার্বিক উন্নয়ন করা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট (Women in Development-WID) ও শিশু সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এমন একটি দেশ গঠনের কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন-২০১৪ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইনসমূহে কন্যাশিশুর উন্নয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ ও নিরাপত্তা বিধান, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন—খেলাধুলা, নারীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, যৌতুক, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিসংতা দূরীকরণের বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ তে কন্যাশিশুর সুরক্ষা দেয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কাউন্সেলিং, কন্যাশিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা, দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৭৭	৪৯	২৮	৩৬.৪
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২,৩৯৯	১,০১২	১,৩৮৭	৫৭.৮
ডিএনএ ল্যাবরেটরী অধিদপ্তর	৪	৪	-	-
জাতীয় মহিলা সংস্থা	৫১৫	৩৩২	১৮৩	৩৫.৫
জয়িতা ফাউন্ডেশন	৪১	১৯	২২	৫৩.৭
মোট :	**৩,০৩৬**	**১,৪১৬**	**১,৬২০**	**৫৩.৪**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	১৩,০৪,০০০	-	১৩,০৪,০০০	১০০.০০
ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট (ভিডব্লিউবি)	১০,৪০,০০০	-	১০,৪০,০০০	১০০.০০
মোট :	**২৩,৪৪,০০০**	**-**	**২৩,৪৪,০০০**	**১০০.০০**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪৭৫৫	৩২৪২.৭	৬৮.২	৪৪০২.৬	৩০৩৭.৩	৬৯.০	৪২৯০.৫	২৯৮৪.৮	৬৯.৬	৩৮৯২.২	২৬২০.৪	৬৭.৩
উন্নয়ন বাজেট	৯৭৬.৩	৪১৭.২	৪২.৭	৭৯৪.৫	৩৪২.৬	৪৩.১	৭৮৩.৪	৩৩৪.১	৪২.৬	৭৭০.৯	২৭২.২	৩৫.৩
পরিচালন বাজেট	৩৭৭৮.৭	২৮২৫.৫	৭৪.৮	৩৬০৮.১	২৬৯৪.৭	৭৪.৭	৩৫০৭.১	২৬৫০.৭	৭৫.৬	৩১২১.৩	২৩৪৮.২	৭৫.২

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
দুস্থ মহিলাদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিডব্লিউবি)	ভিডব্লিউবি কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা দূর হচ্ছে এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	এ কর্মসূচি গর্ভধারিণী মা ও নবজাতক শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে। তাই মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি	এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সামাজিক সম্পৃক্ততা, সার্বিক বিকাশ সাধন ও শিশু অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়া কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
মহিলাদের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান	মহিলাদের কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা নারী উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে।
মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনগত সহায়তা প্রদান	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতনের শিকার নারীদের অধিকতর উন্নত সেবা (যেমন—আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয়, সামাজিক পুনর্বাসন প্রদান এবং সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর কভারেজ				
ক.	ভিডব্লিউবি কভারেজের হার (৮৭,৭১,০০০ জন)	%	৬৭.৩	৭৮.৭	৭৮.৭
খ.	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি'র ভাতা প্রদানের কভারেজের হার (৮৫,০০,৭৬৭ জন)	%	৩০.৪	৩৩.১	৩৫.২
২.	সিভিক সংগঠন কর্তৃক মহিলা জনপ্রতিনিধি দলনেতাদের প্রশিক্ষণের কভারেজ (৩১,৮৮৬ জন)	%	১৩.৫	১৩.৫	১৩.৫

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারীকে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১২ লক্ষ ৫৪ হাজার নারীকে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ১ কোটি ৮৮ লক্ষ নারীকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ১ লক্ষ ৬০ হাজার নারীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ৫ হাজার ২২২ জন মহিলার নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৬৭ হাজার নির্যাতিত মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা এবং কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হয়, এতে দাপ্তরিক কার্যক্রমে অসুবিধা হয়;
- মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংকট;

- মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব; এবং
- ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, অধিকার বিষয়ে নারীর অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাধা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-৩০)-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন করা;
- ভিডব্লিউবি কার্যক্রম এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির' আওতা সম্প্রসারণ;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু সুরক্ষায় সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা;
- দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদানের Referral System তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা; এবং
- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল-এর ডাটাবেইজ তৈরি করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬ শতাংশ কৃষি ও কৃষিকাজে নিয়োজিত বিধায় এ খাতের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং জাতীয় কৃষিনীতির আলোকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অবদান রাখছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের পূর্ণবয়স্ক নারীদের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। মন্ত্রণালয়ের নীতি-দলিলসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

Allocation of Business অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি, বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিতরণ, উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট।

জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এ কৃষিশিক্ষা, গবেষণা সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। পাশাপাশি কৃষিপ্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন—প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা নীতিমালায় রয়েছে। কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন—বসতবাড়িতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারি, মৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্য কৃষকের সাথে নারীকেও ঋণ সহায়তা প্রদান করবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ আছে। সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করার কথা নীতিমালায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বিত কার্যক্রম এবং বাজার সংযোগ ব্যবসার ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক অংশগ্রহণ, গৃহস্থালি কৃষিতে মূল্য সংযোজনের সহায়ক কৌশল, কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক নিয়োগ এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজের সময় মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার কথা বলা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সারাবছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা, ২০২৫ সালের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ২০৩০ সালের

মধ্যে সকল প্রকার অপুষ্টি দূরীকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী, পশু ও মৎস্যচাষিদের কৃষিজ উৎপাদন ও আয় দ্বিগুণ করা এবং অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২১৮	১৬৭	৫১	২৩.৪
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৮,৮৭১	১৬,১৮১	২,৬৯০	১৪.৩
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	৩০৩	২৩৭	৬৬	২১.৮
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৫৩০	৪৭৪	৫৬	১০.৬
কৃষি তথ্য সার্ভিস	২২৩	১৮৯	৩৪	১৫.২
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৫১৪	৪৩৭	৭৭	১৫.০
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৫৯৯	৪৮৪	১১৫	১৯.২
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	১২৭	৯৪	৩৩	২৬.০
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮,০৮৭	৭,০১৮	১,০৬৯	১৩.২
মোট :	**২৯,৪৭২**	**২৫,৩০১**	**৪,১৯১**	**১৪.২**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণগ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা ২৩,৪৪,৭১১, যার মধ্যে ৫,০৫,৮৬৫ জন (২১.৬%) নারী;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২,২৫,৯৯৫ জন কিষান-কিষানিকে ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৭,৭৯৯ জন (৩০%) নারী; এবং
- বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬৬,৫১৭ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ২৮,১৪৮ জন (৪২.৮০%) নারী।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৫১২২.৫	১২২৬৫.২	৪৮.৮	৩৩৮০৯.৫	১৭৪৬০.৬	৫১.৬	২৪২২৪.১	১১৮২২	৪৮.৮	২১৩২৬	৯৯১৩.১	৪৬.৫
উন্নয়ন বাজেট	৪৩৪৮	৭৭৩.৩	১৭.৮	৪১০০.৪	৫৯৮.৯	১৪.৬	৪৩৩৮.৮	৬৫৭.৫	১৫.২	৩১১৯.১	২৫৯.৮	৮.৩
পরিচালন বাজেট	২০৭৭৪.৫	১১৪৯১.৯	৫৫.৩	২৯৭০৯.১	১৬৮৬১.৭	৫৬.৮	১৯৮৮৫.৩	১১১৬৪.৫	৫৬.১	১৮২০৬.৯	৯৬৫৩.৩	৫৩.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজের সঠিক মান নির্ধারণ	অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন ও পারিবারিক পুষ্টি বাগান কার্যক্রমে প্রায় ৩০ শতাংশ নারী শ্রমিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‍্যালি, মেলা, গণমাধ্যমে প্রচার)	উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি চাষি পর্যায়ে পৌঁছানো, খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রদর্শনী-মেলা-র‍্যালি-সেমিনার-কর্মশালায় ৫০ শতাংশ নারীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।
ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে নারী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও ১৬টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬৪টি জেলায় ৩৮,০৮৫ জন নারীকে মাশরুমভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 'নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬০টি Growers Market এবং ১৫টি Wholesale Market-এ নারীদের জন্য আলাদাভাবে দোকানের জায়গা (Women's Corner) বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পুরুষের পাশাপাশি দলগতভাবে প্রায় ৩,০০০ জন নারীকে কৃষিপণ্য বিপণনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- কৃষিকাজে সম্পৃক্ত নারীদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে কৃষিঋণ সুবিধা প্রাপ্তির স্বল্পতা;
- বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান কম থাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা;
- কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব;
- কৃষিপণ্যের উৎপাদনে কৃষি যন্ত্রপাতি কমদামে প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার কৃষি সহায়তা সেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা; এবং
- কৃষিকাজে সম্পৃক্ত নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রমের উপর বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নারীসমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় নারীর অংশগ্রহণ এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খামার, শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করা;
- পরিবারে ও উৎপাদনশীল কাজে নারী ও পুরুষ যাতে সমানভাবে দায়িত্ব পায় সেদিকে গুরুত্বারোপ করে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান, তাদের উদ্যোগী ও প্রশংসিত কাজ নিয়ে প্রচারণা চালানো এবং কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এগুলো প্রদর্শন করা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য উপখাতের অবদান ২.১ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২ কোটি জন গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালনে নিয়োজিত যাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ নারী। এছাড়া মোট প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৯০ শতাংশ আসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে। শ্রমঘন ও দ্রুত আয় সৃষ্টিকারী এ খাত দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries & Aquaculture-2022-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়া ইলিশ উৎপাদন হয় এমন ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ায় ৩য় স্থান দখল করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মন্ত্রণালয়ের আইন ও নীতিমালায় বেকার যুবক-যুবতিদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্য চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয় এবং মৎস্যচাষ ও পোল্ট্রি খাতে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে তা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১)-এ জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে খাদ্য, কর্মের অধিকার, বেকারত্ব দূরীকরণের বিষয়াবলি বিধৃত রয়েছে। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

Allocation of Business অনুযায়ী আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য ও পশুপুষ্টি এবং কৃত্রিম প্রজনন, দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট।

মৎস্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রণীত এ মৎস্য নীতিমালায় বেকার যুবক-যুবতিদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল-২০০৬-এর আলোকে ইতোমধ্যে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯, ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা-২০১১, চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪ এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে মৎস্যচাষ ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য Strategic Goal ও Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালা-২০০৭-এ প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—ডেইরি খামার উন্নয়ন ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, পোল্ট্রি উন্নয়ন, প্রাণিস্বাস্থ্য ও

চিকিৎসা উন্নয়ন, প্রাণিখাদ্য ও ব্যবস্থাপনা, ব্রিড উন্নয়ন, হাইড ও স্কিন, প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ, এ খাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ঋণ ও বীমার সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া। এসকল কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা- ২০০৮, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ নীতিমালা-২০১১সহ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতিসমূহের আলোকে নানামুখী কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ তথা নারীর সুফলপ্রাপ্তি এবং সুফলভোগী হিসেবে নারীর হিস্যা সুনিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর ৩৬.৩ অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু পালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ অনুযায়ী মৎস্য ও গবাদিপশু পালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ, বিনামূল্যে কৃষি, মৎস্য ও গবাদিপশু খাতে উপকরণ সহায়তা এবং এ খাতে ভর্তুকি ও উৎসাহ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সার্বিকভাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলা, নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নারীদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান ক্ষেত্রসমূহে কাজ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২০০	১৫২	৪৮	২৪.০
মৎস্য অধিদপ্তর	৩,০০০	২,৫০৪	৪৯৬	১৬.৫
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩,৮০৫	৩,৩১৭	৪৮৮	১২.৮
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	২০০	১৮৫	১৫	৭.৫
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	২০০	১৮৭	১৩	৬.৫
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০০	১৭২	২৮	১৪.০
মোট :	**৭,৬০৫**	**৬,৫১৭**	**১,০৮৮**	**১৪.৩**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- মাছচাষে নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮ শতাংশ মহিলা। বর্তমানে মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই নারী;
- মাছ ধরার জাল ও সরঞ্জাম তৈরিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ ৪৫ শতাংশ। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ নারী। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা ক্রমাগত বাড়ছে এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
- দেশে প্রায় ১,৫০,০০০টি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার রয়েছে। তাছাড়া বাণিজ্যিকভাবে ১ লক্ষ ছাগল, গরু ও ভেড়া খামার স্থাপন চলছে যা নারীর জীবনমানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪২৩৯.৯	১৮০০.৩	৪২.৫	৩৬৩৩.৫	১৬৪৯.১	৪৫.৪	৩৮০৮.১	১৬৬৭.১	৪৩.৮	২৪৮৩.৩	৪২২.৬	১৭.০
উন্নয়ন বাজেট	২৪২৭.২	৪৪৫.৪	১৮.৪	১৯৬৫.৪	৩৭৫	১৯.১	২০৮১.৫	৩৮৩.৬	১৮.৪	১৪৭৪.২	৩২৪.৮	২২.০
পরিচালন বাজেট	১৮১২.৭	১৩৫৪.৯	৭৪.৭	১৬৬৮.১	১২৭৪.১	৭৬.৪	১৭২৬.৬	১২৮৩.৫	৭৪.৩	১০০৯.১	৯৭.৮	৯.৭

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	মাছচাষ, গাভিপালন, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, কাঁকড়া চাষ, মৌমাছি চাষ এবং গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ৩,৮৩৭ জন সুফলভোগী নারী আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ৯৯৮ জন সুফলভোগী নারী কারিগরি/ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। একইসাথে সুফলভোগী নারীদের ৩১,৫৬০ জন প্রকল্পের ঘূর্ণায়মান তহবিল (revolving fund) থেকে ঋণ গ্রহণ করে তারা আইজিএ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (প্রাণিসম্পদ অংশ) প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯২,০০০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মহিলা ৩১,২০০ জন (৪২.৯%)। উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৪৪০৮ জন যার মধ্যে নারী সুফলভোগীর সংখ্যা ৩০,৯৬৭ জন (৯০%)। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে ২৫ জন করে ২০টি এলএফজি (লাইভস্টক ফার্মারস গ্রুপ) গঠনপূর্বক তাদের হাঁস, মুরগি ও ভেড়া পালন বিষয়ে ৩দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভেড়া পালনে ৫০% এবং হাঁস ও মুরগি পালনে ১০০% নারী।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর কর্মসংস্থান	জন (লক্ষ)	১৬.৫৩	১৬.৫৫	১৬.৫৬
২.	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ	জন (লক্ষ)	৫.২৫	৫.৪২	৫.৫০

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে খাস জমি, খাল-বিল, পুকুর, দিঘি লিজ নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ১৪ লক্ষাধিক নারী এ সেক্টরে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কমিটিতে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমে নারী সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন অধিকতর সুসংহত হয়েছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালনের মতো কার্যক্রমে নারীরা পূর্ব থেকেই নিয়োজিত আছেন। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মনোনীত খামারির প্রায় ৬০-৯০ শতাংশ নারী। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৮ জন মহিলা ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং বর্তমানে মোট ১২ জন মহিলা ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছেন। এছাড়া প্রথম ১০টি ব্যাচে ৬০ জন মহিলা ক্যাডেট সফলভাবে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করে কাজে নিয়োজিত আছেন।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মৎস্যচাষ ও গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নারী-পুরুষ সম্মিলিত প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা;
- মৎস্য ও পোল্ট্রি খাতে মহিলা সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;
- মৎস্য ও পোল্ট্রিখাতে নারীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ না থাকা;
- নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতির অপর্যাপ্ততা ও বিদ্যমান নীতি প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব; এবং
- মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য হতদরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা ও বেকার নারীদেরকে প্রণোদনা প্রদান ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিনামূল্যে মৎস্যচাষ ও গবাদি পশুপালনে উপকরণ সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ভর্তুকি এবং উৎসাহ প্রদান;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলা;
- শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-ঋণ সহায়তাসহ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অবদান রাখতে বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সক্ষমতার কারণে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নয়ন মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাক্কালে অর্থনীতির সহজাত কাঠামোগত পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের আয় বন্টনে বৈষম্য রয়েছে। এ বৈষম্যকে দূর করার প্রয়াসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদিসহ প্রায় অর্ধ-শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা দরিদ্র, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, প্রবীণ, দুস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এসব কর্মসূচির সেবা ও সুবিধা ভোগ করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার সকল কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বর্তমানে বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। নারীদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ থেকে সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাস করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকলের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করে কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে মোকাবেলা করে এবং বিস্তৃত মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়কে (১) সামাজিক সহায়তা (২) সামাজিক বীমা (৩) সামাজিক সুরক্ষা সিস্টেমের প্রশাসনিক সংস্কার—এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে সামাজিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা সিস্টেমের প্রশাসনিক সংস্কারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, দুর্বল, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ নেয়ার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ফেইজ-২ (২০২১-২৬) বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় শিশু আইন-২০১৩, এতিমখানা ও বিধবা সনদ আইন-১৯৪৪, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন-২০০৬ প্রভৃতি আইনে নির্দেশিত পন্থায় নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে নিয়মিতভাবে কাজ করছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৮৫	৬৭	১৮	২১.২
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১০,৮৫৩	৭,৪২৩	৩,৪৩০	৩১.৬
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১,৮৯০	১,১৮৪	৭০৬	৩৭.৪
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	২২	১৬	৬	২৭.৩
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৩৫	২৪	১১	৩১.৪
শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)	১৫০	১২৫	২৫	১৬.৭
মোট	**১৩,০৩৫**	**৮,৮৩৯**	**৪,১৯৬**	**৩২.২**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বয়স্ক ভাতা	৫৭,০১,০০০	২৭,৪১,০৭৩	২৯,৫৯,৯২৭	৫১.৯
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা	২৪,৭৫,০০০	০	২৪,৭৫,০০০	১০০.০
প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	২০,০৮,০০০	১২,৫৮,৯৫৪	৭,৪৯,০৪৬	৩৭.৩
প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	১,০০,০০০	৫৬,৯০০	৪৩,১০০	৪৩.১
দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	১,৯১,১৩০	১,২৪,১৫৩	৬৬,৯৭৭	৩৫.০
হিজড়া, বেদে ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	৮৪,৪৬২	৪৯,৯৪১	নারী ২৮,৭৭৬ হিজড়া ৫,৭৪৫	৩৪.১
মোট :	**১,০৫,৫৯,৫৯২**	**৪২,৩১,০২১**	**৬৩,২৮,৫৭১**	**৫৯.৯**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১২২১৬.৮	৫৮০৩.৪	৪৭.৫	১০০২১.৮	৪৮৭৫.১	৪৮.৬	১০১৯৭.৯	৫০৪৯.৩	৪৯.৫	৮৭১৭.১	৩৯১৮	৪৪.৯
উন্নয়ন বাজেট	১১৮৩.৭	৩৪৮.৯	২৯.৫	৬৯৮.৪	২২২.৬	৩১.৯	৭৯৮.৮	২৩৩.৪	২৯.২	৪০০.৮	১১১.৭	২৭.৯
পরিচালন বাজেট	১১০৩৩.১	৫৪৫৪.৫	৪৯.৪	৯৩২৩.৪	৪৬৫২.৫	৪৯.৯	৯৩৯৯.১	৪৮১৫.৯	৫১.২	৮৩১৬.৩	৩৮০৬.৩	৪৫.৮

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. সামাজিক সুরক্ষা	সমাজের অনগ্রসর, বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা কার্যক্রমে শতভাগ নারী এবং অন্যান্য কার্যক্রমে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় মোট ৬৩.২৮ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।
২. সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রমে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নারী সুবিধা পাচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।
৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু সুরক্ষা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে শিশুর অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে।
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অগ্রাধিকার থাকায় তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত হয়। ফলে তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	বয়স্ক ভাতা (বেইজ লাইন ১,১০,৯৬,৪০০ জন)	%	৩৯.৭	৪৪.২	৫১.৪
২.	বিধবা ভাতা (বেইজ লাইন ৫১,৩২,০৯৩ জন)	%	৩৩.১	৩৯.৯	৪৮.২

- বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমে ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক থাকায় একে KPI হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫৭.০১ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা, ২৪.৭৫ লক্ষ জন নারীকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্ক

ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৭,১১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যার মধ্যে ৭,৬৪৮ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪৪.৬৮ ভাগ নারী। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা ঘরে বসেই সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ৩৮.৫ শতাংশ নারী প্রতিবন্ধী। এছাড়া বর্তমানে ভাতা ও উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৭.৫ শতাংশ নারী। সে প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণসহ প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতিবন্ধী সুরক্ষায় উপস্থিতি কম;
- যে সকল পরিবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন নিচ্ছে, সে সকল পরিবারের জন্য একটি বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে ৮ম পঞ্চবর্ষিকী পরিকল্পনায় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখনো প্রক্রিয়াধীন;
- নারীর গড় আয়ু বেশি হলেও বয়স্ক ভাতাভোগীর মধ্যে নারী ভাতাভোগীর হার তুলনামূলকভাবে কম; এবং
- প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহে বছরে ১.১ লক্ষ শিশুকে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হলেও তন্মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর ঝুঁকিতে বালিকা এতিম শিশু সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগেরও কম। দেশে পর্যাপ্ত বেসরকারি বালিকা এতিমখানা না থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সকল সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশু প্রতিপালনকারী নারীদের সহায়তা প্রদান করা;
- বিধবা ভাতা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ করা;
- সুবিধাবঞ্চিত ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যাশিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কন্যাশিশুদের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক শিশু-সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা; এবং
- নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক (indicator) চালু করা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

'জন অংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার'-এই রূপকল্প (Vision) কে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন স্থানীয় সরকার বিভাগের অগ্রাধিকার। এ সকল অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং সুষম উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষিজ পণ্যের উপকরণ প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের কাজ সহজতর হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি সহায়ক অবকাঠামো, যেমন–গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট-বাজার, নারী বিপণি কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করায় গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষের সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৫.৬৫ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৫.৯০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে নারীদের জন্য।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১, ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ বিভাগের আওতায় পাঁচ স্তরে মোট ৫,৪৬৫টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদ তথা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এক-তৃতীয়াংশ নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে নাগরিক সেবায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন।

Allocation of Business অনুযায়ী এই বিভাগে নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ কোনো ম্যান্ডেট না থাকলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের বেশ কিছু কৌশলগত উদ্দেশ্য নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো হলো—গ্রাম ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা নারীকে শারীরিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকে প্রভাবিত করে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এ আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এ বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবছর নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, গর্ভবতী মা ও ১-৫ বছরের শিশুদের পুষ্টি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এবং নগর এলাকায় (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২২৯	১৮৩	৪৬	২০.১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮,১৬১	৭,৪০৯	৭৫২	৯.২
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৫,৫৫৪	৪,৫৬৫	৯৮৯	১৭.৮
রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	২০	১৮	২	১০.০
ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর	২৪১	২২৫	১৬	৬.৬
মোট :	**১৪,২০৫**	**১২,৪০০**	**১,৮০৫**	**১২.৭**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২২৯	১৮৩	৪৬	২০.১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১,৫০,০০০	৫৮,৭৫৭	৯১,২৪৩	৬০.৮
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১,০৫,৮০,১৬০	৪৬,৮১,৪৮৭	৫৮,৯৮,৬৭৩	৫৫.৮
রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন	২০	১৮	২	১০.০
ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর	২৪১	২২৫	১৬	৬.৬
মোট :	**১,০৭,৩০৬৫০**	**৪৭,৪০,৬৭০**	**৫৯,৮৯,৯৮০**	**৫৫.৮**

- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং মাটির রাস্তা তৈরির কাজে প্রধানত নারী শ্রমিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে, ফলে প্রতি বছর আনুমানিক ১ লক্ষ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে; এবং
- বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে ৪০ লক্ষ নারীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪৬৭০৩.৯	২০৭১৩.৬	৪৪.৪	৪৫১৯৯.৩	২১২২৭.৮	৪৭.০	৪১৭০৭.৩	১৭৯৫৩	৪৩.০	৩৩৯১১.৯	১৩৫২৫.৩	৩৯.৯
উন্নয়ন বাজেট	৪০৫০২.৯	১৫৫৬৭.১	৩৮.৪	৩৯৫৬৬.৯	১৬৪৪৬.৩	৪১.৬	৩৫৮৪৫.৯	১৩১৩১.১	৩৬.৬	২৯২৭০.৫	১২৫৫৩	৪২.৯
পরিচালন বাজেট	৬২০১	৫১৪৬.৫	৮৩.০	৫৬৩২.৪	৪৭৮১.৫	৮৪.৯	৫৮৬১.৪	৪৮২১.৯	৮২.৩	৪৬৪১.৪	৯৭২.৩	২০.৯

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	জনগণের সরাসরি ভোটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা সমাজের সাধারণ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতি গ্রহণে পূর্বের চেয়ে বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।
সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়খাত। নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করায় নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহের জন্য যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মে তারা সে সময় ব্যয় করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রীরা স্কুলে আসতে উৎসাহ বোধ করছে এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।
গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নারী কর্মীদের নিয়োগের কারণে বছরে প্রায় ২.০০ কোটি জনদিবস নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাজারে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকায় ৫,৩৩৪ জন নারী উদ্যোক্তার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার মাধ্যমে আনুমানিক ৫,৩৩৪টি পরিবার উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া ৮০,০০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন	জন্মনিবন্ধীকরণের ফলে নারীর আইনগত অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাল্যবিবাহ রোধসহ বয়সভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	লক্ষ জনদিবস	১৮.৭৫	১৮.৭৫	১৯.৭৫
২.	বাজার সেকশন নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	৩০	৪৫

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

গ্রামীণ হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারে নারীদের জন্য পৃথক বাজার সেকশন নির্মাণের ফলে নারী ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নারীদের জন্য ২৫টি পৃথক বাজার সেকশন হতে নারী উদ্যোক্তার বর্ধিত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পল্লি অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিধান করায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীর সরাসরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী শ্রমিক নিয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধান করার ফলে বছরে প্রায় দুই কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় মোট ৮,৪৭,৫৯৫ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে নারীদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ২,৯০,৩৪৫ জনদিবস। অধিকন্তু, ৪,২২৫ জন নারীকে জীবিকা নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। প্রত্যেক পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তাছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটিতেও কমপক্ষে ০৩ (তিন) জন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা হয়েছে।

এলজিইডি'র পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক নারী। এলজিইডি কর্তৃক ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১২৭ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভর নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এ বছর তিন সেক্টরে ১১ শ্রেষ্ঠ সফল নারীকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। 'আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলীভারী প্রজেক্ট' প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি নগর মাতৃসদন, ১৪৫টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৭৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এ সকল কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৩ (আরইআরএমপি-৩) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতি ইউনিয়নে ১০(দশ) জন করে দেশের সকল জেলায় মোট ৪৪,৪৬০ জন শুধু দুস্থ নারী কর্মী দ্বারা প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৮৮,৯২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে ৪৮৭ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট না থাকা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নারী জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতার অভাব;
- সুবিধাভোগী নারীদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ও বস্তি এলাকায় পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ না থাকা;
- নারীদের জন্য পৃথক পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা; এবং
- মাঠ পর্যায়ে নারীদের কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ-রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে অধিক সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্র প্রসারিত করা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ও বস্তির পানি এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত কমিটিতে নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্পৃক্ত করা এবং নারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা;
- দরিদ্র গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অধিক সংখ্যায় নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- প্রতিবন্ধী মেয়েশিশুদের জন্য সহজে ব্যবহারোপযোগী স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১.০ ভূমিকা

প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশকে একটি তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো। বিশেষত বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারাদেশে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নত ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদশেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং 'রূপকল্প-২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোনো স্বপ্ন নয়, একটি স্বপ্নের সফল রূপায়ণের নাম। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে যে সকল আইন ও নীতি-দলিল প্রণয়ন করেছে, সেগুলো হলো—বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আইন-১৯৯০, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১৩), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ (সংশোধিত ২০১৪), তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা-২০১০, তথ্য নিরাপত্তা পলিসি ও গাইডলাইন-২০১৪, সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি-২০১৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ ইত্যাদি।

২০১৬-৩০ মেয়াদে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুইটি লক্ষ্যমাত্রায় লিড বিভাগ হিসেবে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) তে ICT Access-এর স্কোর ২০১৭ সালের ৩০.৫ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২৫-এ ৫০ এবং ২০৩১-৪১-এ ৮৫, Government's Online Service-এর স্কোর ২০১৭ সালে ৬২.৩ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২৫ সালে ৭৫ এবং ২০৩১-৪১ সালে ৯০ এবং e-Participation-এর স্কোর ২০১৭ সালের ৫২.৫ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২৫-এ ৭০ এবং ২০৩১-৪১-এ ৮৫ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আনয়নে National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh-2020 এবং National Strategy for Robotics-2020 প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন ও নীতিমালাসমূহ এবং গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নোক্তভাবে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে—

ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ : ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল দপ্তর/সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপন, সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা সহজেই তথ্যজগতে প্রবেশ করতে পারছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি : মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। ১০ হাজারেরও অধিক নারী উদ্যোক্তা 'একশপ প্লাটফর্ম'-এ যুক্ত হয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং নারীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'সাথী নেটওয়ার্ক' গঠন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন : তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন—হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে নারীর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে।

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন : আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে নারী উদ্যোক্তাগণ স্পেস বরাদ্দ পাচ্ছেন এবং বিনিয়োগ করছেন। উদ্ভাবন পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমির আওতায় স্টার্ট আপ আইডিয়াকে অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১০৬	৭৩	৩৩	৩১.১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৬১৭	৫২৩	৯৪	১৫.২
বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৭৬	৬৮	০৮	১০.৫
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	৯০	৮১	০৯	১০.০
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়	৩১	১৯	১২	৩৮.৭
মোট :	**৯২০**	**৭৬৪**	**১৫৬**	**১৬.০**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- এজেন্ট ব্যাংকিং কর্মসূচির মাধ্যমে ২০,৮০,৩২৫ জন নারী উপকারভোগী সেবা লাভ করছেন;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ৫,২৮২ জন নারী উদ্যোক্তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; এবং
- জাতীয় হেল্প লাইনে ৩৩৩-এর মাধ্যমে ৬,৬০,০৮৭টি মহিলা ও শিশু সহায়তা কল গৃহীত হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৩৬৮.৪	৩৭৪.৫	১৫.৮	১৫৫৬.৭	২০৮.৫	১৩.৪	১৯১৫.৫	২৯৪.১	১৫.৪	১৬৪১.৭	২৭৬.৩	১৬.৮
উন্নয়ন বাজেট	২০১৫.৯	৩৪২.৮	১৭.০	১২২১.২	১৭৪.৭	১৪.৩	১৫২৯.৯	১৬৯.১	১১.১	১২৮৩.৮	২৩৬.৯	১৮.৫
পরিচালন বাজেট	৩৫২.৫	৩১.৭	৯.০	৩৩৫.৫	৩৩.৮	১০.১	৩৮৫.৬	১২৫	৩২.৪	৩৫৭.৯	৩৯.৪	১১.০

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাসমূহ অধিকতর আইসিটি ব্যবহার করে জনগণকে দ্রুততর সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এসকল অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে আইসিটিবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং এজন্য এ খাতে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে নারীরা অসামান্য অবদান রাখছে। ফলে আইসিটি শিল্পের প্রসার হচ্ছে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১
১.	ই-সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি	সুবিধাভোগীর সংখ্যা (কোটি)	২.৮৫	৩.৭৫
২.	আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের	সংখ্যা (হাজার)	১৫০০	২০০০
৩.	ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ	ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)	৩১.৫	৩২.১

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আইটি বিষয়ক উদ্ভাবনীসমূহের প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মেলা/অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হচ্ছে বিপিও সামিট, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো যার মাধ্যমে সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হচ্ছে। ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১,৩২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৯,০৮৫ জন নারী শিক্ষার্থীকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিসিসি 'Office Applications & Unicode Bangla under WID' কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়াও 'Women IT Frontier Initiative (WIFI)' নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭১১ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ''

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারীর ডিজিটাল এক্সপোজারের অভাব এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের উপস্থিতি কম;
- ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও ধীরগতি ব্রডব্যান্ড স্পীড নারীদের পক্ষে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন হবে;
- সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
- নারীদের জন্য আইসিটি সেক্টরে বিনিয়োগে Venture Capital-এর অভাব।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রাখা;
- আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
- আইসিটি ব্যবহার—শিক্ষার প্রসারে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি শিল্পে নারীদের আকৃষ্ট করতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা;
- সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দূরীকরণ, বিজ্ঞ আদালতে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদেরকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সঠিক ব্যবহারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের টেকসই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা; এবং
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে Venture Capital-এর ব্যবস্থা করা।

থিমেটিক গ্রুপ-২

উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ

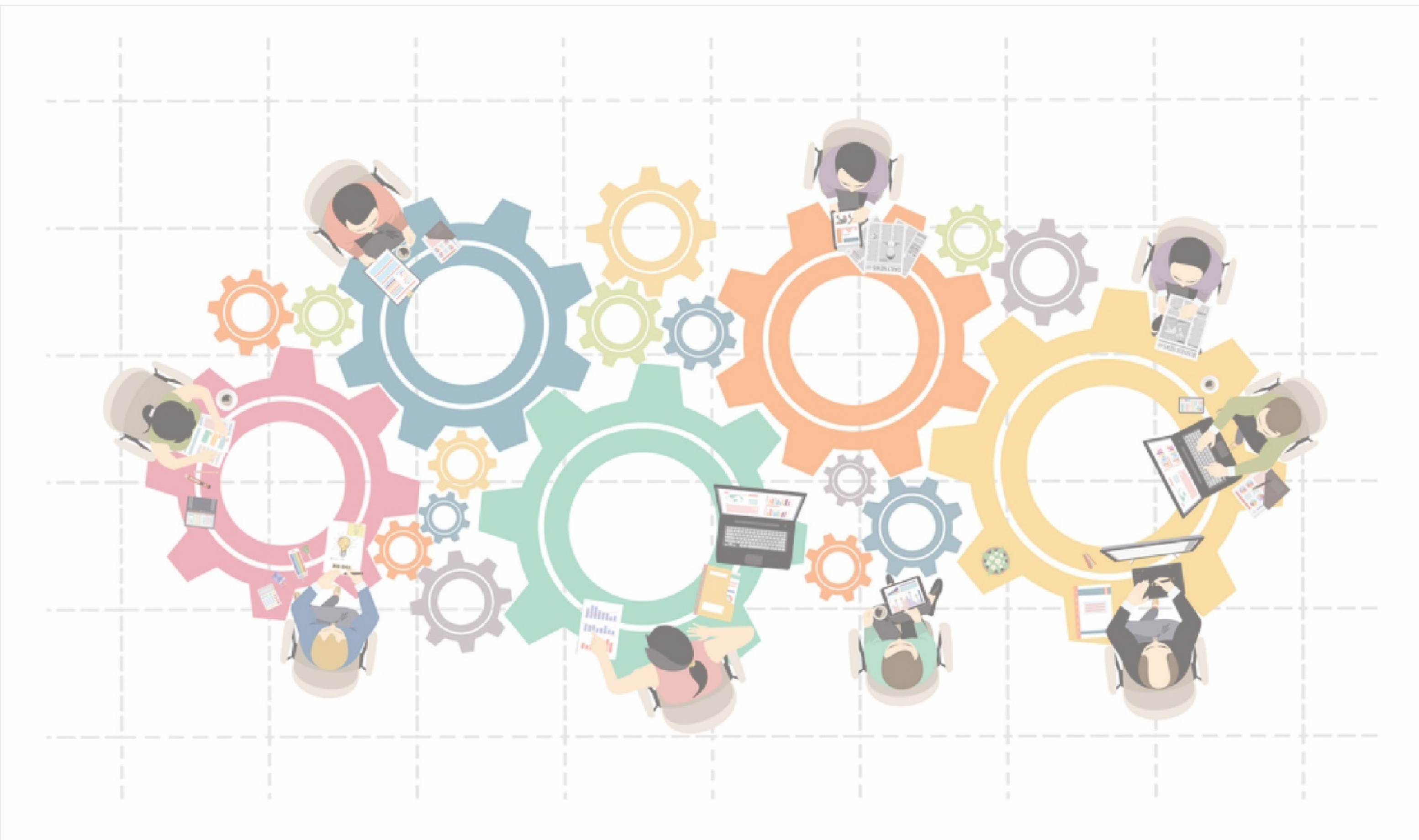

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

২০৪১ সালের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দ্রুত অনলাইনে কার্যকর জনসেবা প্রদানের জন্য একটি দক্ষ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশপ্রেমী ও জনকল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্মার্ট সিভিল সার্ভিস তৈরি এবং মানবসম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণকে বৈশ্বিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, যথাযথভাবে কর্মকৃতি মূল্যায়ন, কর্মচারীদের কল্যাণ এবং ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে ২০৪১ সালের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বেশ কিছু আইন, নীতি ও কৌশল প্রণয়নসহ কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কাজ করছে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায় হতে মাঠ প্রশাসন পর্যন্ত জনপ্রশাসনের সকল স্তরে নারী কর্মকর্তা পদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণে মহিলা কর্মচারী মনোনয়নের মাধ্যমে জেন্ডার ভারসাম্যকরণ তথা পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চিকিৎসা সেবা, পরিবহণ সেবাসহ অন্যান্য সরকারি সেবা গ্রহণে নারী কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীবান্ধব কল্যাণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটছে। দেশের গণখাতভুক্ত সকল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা, সকলের আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কোনো বৈষম্য ব্যতিরেকে নিয়োগ বা পদ-লাভের অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, সিডও কনভেনশন (CEDAW)-এর ১১ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, রাষ্ট্র সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সকল মানুষের সমান কর্মসংস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করবে। সংবিধানের নবম অধ্যায়ের ১ম ও ২য় খণ্ডে বর্ণিত নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে প্রজাতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত জনবল নিয়োগ ও পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নে প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক ও পার্শ্ব-প্রবেশের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা আছে। তাছাড়া বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন নীতিমালা-২০১৫-তে নারী কর্মকর্তাদের স্বামী চাকরিজীবী হলে একই কর্মস্থলে বা যথাসম্ভব নিকটবর্তী কর্মস্থলে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১-এ ২০৩১ সাল পর্যন্ত স্বল্প হতে মধ্যমেয়াদে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ, আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বিস্তারকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও বিকেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশেষ তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৪৬২	৩৩৭	১২৫	৩৭.১
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	১,৪০৮	১,৩৯২	১৬	১.২
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	১,৫৪২	১,৩২৯	২১৩	১৬.০
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	১৬৮	৮৬	৮২	৮৪.১
বিপিএটিসি	৪৬১	৩৭৬	৮৫	২২.৬
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	২৯৬	২৩৩	৬৩	২৭.১
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	৯৫	৭৯	১৬	২০.৩
বিয়াম ফাউন্ডেশন	১৪৮	১৩৩	১৫	১১.৩
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	৮৪	৬৮	১৬	২৩.৫
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি	৬৭	৫৪	১৩	২৪.১
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)	৫৬	৪২	১৪	৩৩.৩
মাঠ প্রশাসন (বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক/ ইউএনও-এর কার্যালয়)	৩১,২৬৬	২৭,০৪৫	৪,২২১	১৫.৬
মোট :	**৩৬,০৫৩**	**৩১,১৭৪**	**৪,৮৭৯**	**১৩.৫**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ইভটিজিং ও ভেজাল প্রতিরোধসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতিবছর ন্যূনতম ৩২,১৪৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিসহ নারীর নিরাপত্তা পরিস্থিতি জোরদার হচ্ছে। ইভটিজিং প্রতিরোধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের উপকারভোগী ১০০% হলো নারী;

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অতি স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এই হাসপাতালে মোট ১০৬ জন চিকিৎসকসহ ৭২ জন নার্স কর্মরত আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায় ৩,২৫,০০০ জন সরকারি কর্মচারী এবং ওয়ার্ডে ১৩,৫০০ জনসহ মোট ৩,৩৮,৫০০ জন সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৫৩,৯৮৩ জন নারী কর্মচারী ও পরিবারের সদস্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে; এবং

- প্রতিবছর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কর্মরত প্রায় ১০,০০০ জন সরকারি কর্মচারীকে অফিসে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ২০টি বাস/ ডাবল ডেকার বাসের মাধ্যমে পরিবহন সেবা প্রদান করছে। পরিবহন সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে ১,৪৮১ জন নারী কর্মচারী রয়েছেন।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪৫৬৬.৯	৭৩৫.৯	১৬.১	৩৫৫৫.৫	৭৬৮.১	২১.৬	৪০৭৪.৩	৬৯৪.৮	১৭.১	২৭৭৪.৩	৪০৪.৮	১৪.৬
উন্নয়ন বাজেট	১০০৩	৩৪১.৬	৩৪.১	৪০১.৮	১৫৭.৬	৩৯.২	৬৬৩.২	২৪৪.৩	৩৬.৮	৪২০	২৪৩	৫৭.৯
পরিচালন বাজেট	৩৫৬৩.৯	৩৯৪.৩	১১.১	৩১৫৩.৭	৬১০.৫	১৯.৪	৩৪১১.১	৪৫০.৫	১৩.২	২৩৫৪.৩	১৬১.৮	৬.৯

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি ও বিয়াম ফাউন্ডেশনকে বাজেট প্রদান করে। গত একবছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ৭,৬২৪ জন সরকারি কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে নারী কর্মচারী ৩০৪৭ জন, যা মোট প্রশিক্ষণার্থীর ৪০%।
সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা	সরকারি কর্মচারীদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের জন্য এ যাবৎ ৪,০৫৫ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য ১৭৬.১৬ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৬২৯ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত নারী কর্মচারী এ সুবিধা গ্রহণ করেছেন, যা মোট সুবিধাভোগীর ১৬%।
কল্যাণ ও যৌথবীমা অনুদান	সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে কল্যাণ ও যৌথবীমা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। গত ৩ বছরে মোট ৭,১৯৫ জন সেবাগ্রহীতার মধ্যে ৫,৮০২ জন নারী সেবাগ্রহীতা ছিলেন, যা মোট সুবিধাভোগীর ৮০.৬%।
সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	জনপ্রশাসনে কর্মরত জনবলের অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৫,৮৩১ জন কর্মকর্তাকে স্বল্পমেয়াদে বিদেশ প্রশিক্ষণ এবং ৬১৫ জন কর্মকর্তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মচারী রয়েছেন।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হলে ৫.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। গত এক বছরে মোট ১৮৯ জন মৃত সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ৩৩ জন নারী কর্মচারীকে এই অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের পদে নারী কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদানসহ পদায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ জন সচিব, ০২ জন গ্রেড-১ কর্মকর্তা, ৫২ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৬৩ জন যুগ্মসচিব এবং ৩৭১ জন উপসচিব পদমর্যাদার। জনপ্রশাসনে ২৬% মহিলা কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। সরকারি

চাকরিতে নারীদের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিনটি সাধারণ বিসিএস পরীক্ষায় ২৮.৬% নারী নিয়োগ পেয়েছে। বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে ৬,০৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে নারী চিকিৎসক হলেন ২,৩৭৯ জন তথা ৩৯.৪%।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- জনপ্রশাসনে কর্মরত নারী কর্মচারীদের জন্য কর্মস্থলে স্যানিটেশন সুবিধা ও ডে-কেয়ার সেন্টার প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়; এবং
- নারী কর্মচারীগণ বাসস্থান ও কর্মস্থলে যাতায়াত করার জন্য গণপরিবহণে বা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বাস ব্যবহার করে থাকেন। সেখানে নারীদের জন্য আসন আলাদাভাবে সংরক্ষিত না থাকায় নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীবান্ধব উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি ভবনসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন সুবিধা, কর্মজীবী মায়েদের জন্য অফিস সংলগ্ন ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিশ্চিতকরণ;
- রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নিরাপদে, নির্ভয়ে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারী বৈষম্য প্রতিরোধকল্পে কমিটি গঠন;
- নারী সহকর্মীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের ব্যবস্থাকরণ ও প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থানকরণ;
- নারী কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটানো; এবং
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রতিটি বাসে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসন নারী ও বিশেষ সুবিধাভোগীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

১.০ ভূমিকা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মূলত ব্যাংক, বীমা, ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের নিমিত্ত এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে নারীর ক্ষমতায়ন বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ নারী ঋণগ্রাহকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের নারীদের একটি বড় অংশ বিনিয়োগবিমুখ এবং তাদের বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। নারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র 'নারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটি' গঠন করা হয়েছে যেখান থেকে নিয়মিত নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়ায় বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরিতে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি (বিআইএ) এ খাতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণ এবং নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নারীদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার আইন, নীতি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনীর ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ও নারীবান্ধব নীতির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিশেষত কৃষি ও এসএমই খাতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এমআরএ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৭৩৮টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রান্তিক পর্যায়ের ৪.০১ কোটি গ্রাহককে আর্থিক ও সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ব্যাপক ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপন সংক্রান্ত একটি রূপরেখা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৮৮	৭১	১৭	১৯.৩
বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি	৩১	২৬	৫	১৬.১
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট	৬২	৪৯	১৩	২১.০
পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন	৪৪৪	৩৯৪	৫০	১১.৩
সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	১,০৯৪	৯৮৭	১০৭	৯.৮
বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড	২৮	২৬	২	৭.১
মোট :	**১,৭৪৭**	**১,৫৫৩**	**১৯৪**	**১১.১**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,৫০০ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ-এর ঋণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে (প্রায় ৬০ ভাগ নারী) এবং বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত মিউনিসিপল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)-এর আওতায় ১৮,৭২,৬৬৮ জন নারী এবং ২১,১১,৭৩২ জন পুরুষসহ মোট ৩৯,৮৪,৪০০ জন উপকারভোগী পরিগণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট উপকারভোগীর ৪৭% নারী। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮০০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,১৪৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০৮ কোটি টাকা নারীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৯৪৮.৯	৩৯৯.৪	১৩.৫	৩৩৫৫.৮	৫৯৯.৫	১৭.৯	২৮৫১.৯	৩৮২.২	১৩.৪	৪৮৪৪.৯	৭৭৭.৮	১৬.১
উন্নয়ন বাজেট	২৮৫১.৩	৩৮৬.৩	১৩.৫	৩২৭৫.৮	৫৮৮	১৭.৯	২৭৫৮.৭	৩৮২.২	১৩.৯	৩০৫৬.১	২৬৬.৭	৮.৭
পরিচালন বাজেট	৯৭.৬	১৩.১	১৩.৪	৮০	১১.৫	১৪.৪	৯৩.২	০	০.০	১৭৮৮.৮	৫১১.১	২৮.৬

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাদারিত্ব এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান উপকারভোগী ১,২৩,৭২,৩৬৪ জন রয়েছে, যার মধ্যে নারী ১,১৩,১২,৭১১ জন (৯১.৪%)। এছাড়া বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরো ৮,৮১,৫৬৩ জন নারী এবং ৫,৮৫,২৫১ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৬৬,৮১৪ জন উপকারভোগী আর্থিক পরিষেবার আওতায় আসবে।
অধিকতর কার্যকর পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা	বিআইসিএম তার সূচনালগ্ন থেকেই নারী বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এবং সম্ভাব্য নারী বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে ‘পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। নারীদের শিক্ষা ঘাটতি পূরণ করার লক্ষ্যে বিআইসিএম একটি স্বতন্ত্র ‘নারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটি’ গঠন করেছে, যেখান থেকে নিয়মিত নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।
বিমা খাতের অন্তর্ভুক্তি এবং বিমা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি	নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি বিমা খাতের অন্তর্ভুক্তি এবং বিমা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতে কাজ করছে। একটি বিমা কোম্পানী নারীদের জন্য পৃথক বিমা পলিসি তৈরি করেছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সদস্যের মধ্যে আনুমানিক ৮০%-এর অধিক নারী সদস্য। এদেরকে লক্ষ্য করে গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায় ১৭০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং প্রায় ১৫০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ আদায় করা হয়। উক্ত সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ নারী ঋণগ্রাহকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান	সংখ্যা	০	৬৭,০০০	১,০০,০০০
২.	নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান	সংখ্যা (লক্ষ)	০	২৩৮.৯	২৪০.০

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসহ প্রধান কার্যালয়ে এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট' গঠন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ খাতের প্রায় ৯১% সদস্যই নারী। জুন ২০০৯ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সঞ্চয় স্থিতি ছিল ৪,৩৬৬ কোটি টাকা, যা জুন ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৬৬১ কোটি টাকায়। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল শাখায় স্বতন্ত্র Women Entrepreneurs' Dedicated Desk/Help Desk স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮,৮১,৫৬৩ জন নারী এবং ৫,৮৫,২৫১ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৬৬,৮১৪ জন উপকারভোগী আর্থিক পরিষেবার আওতায় এসেছে। এর ফলে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- আগ্রহী নারী উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব;
- নারীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে বাজেটের অপর্যাপ্ততা এবং পারিবারিক অসহযোগিতা; এবং
- নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;
- নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উইমেন চেম্বারসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিমাশিল্পে লিঙ্গভিত্তিক পলিসি বৈচিত্র্যতা নিয়ে আসা;

- বিমার চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়ন সহযোগী, বিমা তত্ত্বাবধায়ক ও নীতি নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে সমন্বিত কৌশলপত্র প্রণয়ন করা;
- নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃজন এবং নারীদের আর্থিক ও কারিগরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা; এবং
- পুঁজিবাজারের প্রত্যেক স্টকব্রোকারে নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ট্রেডিংয়ের জন্য আলাদা ওয়ার্ক স্টেশনের ব্যবস্থা করা ও নারীদের জন্য পুঁজিবাজারে পৃথক প্রোডাক্ট চালু করা এবং নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য নগদ লভ্যাংশের ওপর কর ছাড়ের সীমা বৃদ্ধি করা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল ও বহির্মুখী করে তোলা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। তাই সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্যের হার বর্তমান স্তর থেকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে এনে নারীদের বাণিজ্য কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণকে ম্লান করে দিয়েছে যা থেকে বেরিয়ে আসতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত করার জন্য নীতিকৌশল গ্রহণে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং দ্বিপাক্ষিক ট্রেড নেগোসিয়েশন ও চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবাখাতে যে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে তার আওতায় ২৫টি দেশ ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে তাদের সেবাখাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এসব দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পণ্য বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে। এসকল মেলায় নারী প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মেলায় অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক প্যাকেজ ও স্বল্প ভাড়ায় স্টল বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। চা বাগানে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক নারী। তাই চা শিল্পের বিকাশের জন্য নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ নারী ব্যবসায়ীদের চা চাষ, উৎপাদন, রপ্তানি এবং গবেষণার সকল বিষয়ে প্রণীত নীতিমালার মাধ্যমে নারীর আর্থসামাজিক উন্নতি নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮-এ বর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনায় ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল কমার্সে নারীর অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪-এ নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পের সাথে কার্যকর সংযোগ ঘটানো, তথ্য-প্রযুক্তি এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন, ই-কমার্সে প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিধৃত করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২২৩	১৫৭	৬৬	২৯.৬
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	১৫৩	১৩৭	১৬	১০.৫
যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	৫৮	৪৭	১১	১৯.০

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	১৭৯	১৩৭	৪২	২৩.৫
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	১২৯	১১২	১৭	১৩.২
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১৮৭	১৬২	২৫	১৩.৪
বাংলাদেশ চা বোর্ড	২৪৮	২২৩	২৫	১০.১
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	৫১	৪৮	৩	৫.৯
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	৯৭	৬৩	৩৪	৩৫.১
মোট :	**১,৩২৫**	**১,০৮৬**	**২৩৯**	**১৮.০**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সাধারণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৯৯	১৩২	৬৭	৩৩.৭
মোট :	**১৯৯**	**১৩২**	**৬৭**	**৩৩.৭**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৫৯৩.৭	১১০.২	১৮.৬	৪০২.১	৭৮.২	১৯.৪	৫৪৫	৯৮	১৮.০	২৫১.৭	৫০.৭	২০.১
উন্নয়ন বাজেট	৩০৮.১	৬৭.৭	২২.০	১৪৭.৪	৩৬	২৪.৪	২৪৪.৯	৫৯	২৪.১	৯৯.১	২২.১	২২.৩
পরিচালন বাজেট	২৮৫.৬	৪২.৫	১৪.৯	২৫৪.৭	৪২.২	১৬.৬	৩০০.১	৩৯	১৩.০	১৫২.৬	২৮.৬	১৮.৭

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
জাতীয় রপ্তানির বহুমুখীকরণসহ রপ্তানির পরিমাণ ও আয় বৃদ্ধি	বর্তমানে রপ্তানিমুখী ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প পরিচালনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিমুখী ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি বেগবান হচ্ছে।
নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ভোক্তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখা	দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। আমাদের পারিবারিক জীবনে পুরুষের চেয়ে নারীদের অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ভোক্তা সাধারণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ	দেশের ভোক্তা সাধারণের প্রায় অর্ধেক নারী। পণ্যের মান, অত্যধিক মূল্য ইত্যাদির কারণে যাতে ভোক্তা সাধারণ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।
ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসসহ ব্যবসা-শিল্প প্রসারের উপযোগী উন্মুক্ত ও সাম্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকরণ	ব্যবসা-শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা সহজতর হলে এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি বেগবান হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	OLM-এর মাধ্যমে মহিলা আমদানিকারকদের ও রপ্তানিকারকদের সনদ প্রদান	সংখ্যা	১৯২	২১৬	২৫২
২.	বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদেশি ক্রেতা অন্বেষণ	সংখ্যা	১৩	১৪	২৩

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২০১৮ সালে বিদ্যমান ৮টি উইমেন চেম্বার থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৮টি উইমেন চেম্বারকে বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে মোট ৭,৪০০ জন নারীকে ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশ থেকে মোট ৫,৬২৫ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। 'Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry-III (PSES-III)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরএমজি সেক্টরে কর্মরত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাতৃদুগ্ধ প্রদানের জন্য পৃথক জায়গা নির্ধারণ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগীর প্রায় ৭০ ভাগ নারী কর্মীদের কাজের সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। 'Economic Opportunities and Sexual and Reproductive Health and Rights–A Pathway to Empowering Girls and Women in Bangladesh' প্রকল্পটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার শতভাগ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নারীদের সার্বিক সহায়তা প্রদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও 'এগ্রিবিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিটিভনেস (ATCP)' শীর্ষক প্রকল্পে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে অনলাইন প্লাটফর্মে বিজনেস পরিচালনাকারী উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণে কিছুটা প্রতিকূলতা রয়েছে;
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা বিদ্যমান;
- শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অনীহা এবং দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে; এবং
- নতুন ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা রয়েছে।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- রপ্তানির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুনির্দিষ্ট খাতের রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে নারী উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হবে;
- নারী ব্যবসায়ীগণকে রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য মোট দোকানের ক্যাটাগরি অনুযায়ী শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখা এবং বিনা ভাড়ায় দোকান বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;
- বিদ্যমান জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে প্রতিবছর একটি করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালায় এ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিটি জেলায় উইমেন চেম্বার অব কমার্স গঠন এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ/বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে; এবং
- বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানে সফল নারী ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সে কারণে জনবহুল বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর নতুন দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় নতুন শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমসম্পর্ক বজায় রাখার নিমিত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আইএলও (ILO) কনভেনশন অনুসরণে শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, নারী কর্মীসহ সকলের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ এ গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শ্রমগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৮-এর অধীনে প্রণীত শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এ নারী শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে এবং যথাযথ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি যুক্তিসংগত আচরণের বিধান রাখা হয়েছে। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১২৩	৯১	৩২	২৬.০
শ্রম অধিদপ্তর	৪৯১	৩৮৭	১০৪	২১.২
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৬৩২	৫১১	১২১	১৯.২
শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	১৩৬	১২৪	১২	৮.৯
নিম্নতম মজুরী বোর্ড	১১	১০	১	৯.১
মোট :	**১,৩৯৩**	**১,১২৩**	**২৭০**	**১৯.৪**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন শীর্ষক প্রকল্প'	১,০০,০০০	৪২,২১৭	৫৭,৭৮৩	৫৭.৮
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প				
'Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place' শীর্ষক প্রকল্প	৩,১৩০	৫৬০	২,৫৭০	৮২.১
'পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প	১,৯৭০	১,৮০০	১৭০	৮.৬
'নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ' শীর্ষক প্রকল্প	৮০০	৭৭০	৩০	৩.৮
'ILO-RMG Phase-II' শীর্ষক প্রকল্প	১৩০	৯০	৪০	৩০.৮
শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম				
শ্রমিকদের বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ ও সেবা প্রদান	১,৩৮,৯৫৯	৫৮,৪৮৭	৮০,৪৭২	৫৭.৯
শ্রমিকদের জন্য চিত্ত বিনোদন সেবা প্রদান	১,০২,৭২৫	৭১,৭২৮	৩০,৯৯৭	৩০.২
শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম প্রশাসন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান	৩,০১০	২,০৮৭	৯২৩	৩০.৭
মোট :	**৩,৫০,৭২৪**	**১,৭৭,৭৩৯**	**১,৭২,৯৮৫**	**৪৯.৩**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৩৪৬.৯	১৬৭.১	৪৮.২	৪৬৬.৭	১৩৬.৭	২৯.৩	৩৫৬.৬	১৪৯	৪১.৮	২৩৬.৩	৪৭.৩	২০.০
উন্নয়ন বাজেট	১২৩.৮	২.৪	১.৯	২৭৯.৪	০	০.০	১৫৮	২.৮	১.৮	১২৫.৭	১০.৯	৮.৭
পরিচালন বাজেট	২২৩.১	১৬৪.৭	৭৩.৮	১৮৭.৩	১৩৬.৭	৭৩.০	১৯৮.৬	১৪৬.২	৭৩.৬	১১০.৬	৩৬.৪	৩২.৯

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
শ্রমিকদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য ৫,৬৬৮টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬,৪৯৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও সহযোগিতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২,৬৬৪ জন নারী শ্রমিককে ৪৭,১০,৬৬,১৪৫/- টাকা মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ-এ ৬০৮ জন শ্রমিকের এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম-এ ৯১০ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে ২টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রাজশাহীর তেরখাদায় নির্মিতব্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।
শিশুশ্রম নিরসন	'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ শিশুশ্রমিককে ১৮ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রণোদনাস্বরূপ প্রতিমাসে ১৬০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা	সংখ্যা	১৬৬০	১৫০০	১৬৬৩
২.	শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর	%	-	৬	-

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক নির্ধারিত শ্রমমান অনুযায়ী কলকারখানার নিরাপদ ও মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ করা হয়। মোট শিল্প সেক্টর ৪৫টি। ইতোমধ্যে ৮টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস শিল্পসহ ৪৩টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে যাতায়াত, চিকিৎসা, খাদ্য ও ডে-কেয়ার সেন্টারসহ মাতৃত্বকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) অনুসারে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন (ন্যূনতম ১০%) সংরক্ষণের জন্য শ্রম আইনে বিধান রয়েছে, যা শ্রম অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহকর্মীদের কল্যাণ, মজুরি নির্ধারণ, অধিকার এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারী শ্রমিকদের যথাযথ পুষ্টির ঘাটতি;
- সকল শিল্প সেক্টরে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অনুকূল কর্মপরিবেশের অভাব;
- নারী শ্রমিক/কর্মকর্তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকল শিল্প কারখানায় আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা না থাকা;

- শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিক/কর্মকর্তা বিশেষ করে ল্যাকটেটিং মা'দের জন্য 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য 'ডে-কেয়ার সেন্টার' ব্যবস্থা না থাকা; এবং
- নারী শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যার অপ্রতুলতা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীদের কারিগরি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃত্তি প্রদান;
- নারী অধিকার রক্ষায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা;
- নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী শ্রমিক/কর্মকর্তাদের জন্য শিল্প কারখানায় আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা; এবং
- শিল্প কারখানায় 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' এবং 'ডে-কেয়ার সেন্টার'-এর ব্যবস্থা করা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব সমাজ। বিপুল এ জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নের জন্য মূল্যবান সম্পদ। যুব সমাজ সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম শক্তি হওয়ায় তাদের কর্মস্পৃহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যুবদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, আধুনিক বিশ্বে 'ক্রীড়া' দেশের সার্বিক উন্নয়নের বার্তা বহন ও সুনাম অর্জনের অন্যতম মাপকাঠি। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্রীড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জেন্ডার সমতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ক্রীড়ার ভূমিকা অপরিসীম। সুপরিকল্পিত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্ভব। ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে নারীর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি সঞ্চার হয়। এভাবে নারী ক্ষমতায়নের পথ প্রসারিত হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল সক্ষম নাগরিক যেন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

যুবদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ এবং সফল যুব উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান ও যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদানে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ, গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়া পরিবেশ সৃষ্টি ও দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরিকরণে এ মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় যুব নীতি-২০১৭ এবং জাতীয় ক্রীড়া নীতি-১৯৯৮ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে যুব সমাজকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নীতি কৌশলে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবদের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নারীর জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুবমহিলাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার নিমিত্ত সরকারের নারীর ক্ষমতায়ন কৌশল ও নীতি বাস্তবায়নসহ জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের জন্য যুবনারীকে সক্ষম করে গড়ে তোলায় এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল বিভাগীয় শহরে ক্রীড়া কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সকল ধরনের খেলায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জাতীয় যুব নীতিতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশি নাগরিক যুব বলে গণ্য। এছাড়াও জাতীয় যুব নীতি-২০১৭-এর ৮.৩.২১ নম্বর অনুচ্ছেদে যুবনারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ১০.৪.৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাজের সর্বত্র যুবনারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ১০.৪.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে সব ধরনের পরিবহণে যুবনারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া নীতিকে নারীবান্ধব নীতি হিসেবে প্রণয়নের প্রয়াস নিয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালা-১৯৯৮ এর ২.৩ ও ২.১০ নম্বর অনুচ্ছেদে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠন এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৮৫	৬৯	১৬	১৮.৮
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৫,১৯১	৪,৫০৪	৬৮৭	১৩.২
ক্রীড়া পরিদপ্তর	৪১২	৩৫৫	৫৭	১৩.৮
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৪৬৪	৪০২	৬২	১৩.৪
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)	৩৩৪	৩০৪	৩০	৯
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	২	২	-	-
বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	৩	৩	-	-
মোট :	**৬,৪৯১**	**৫,৬৩৯**	**৮৫২**	**১৩.১**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১৩০৩.৩	২৭৯.৮	২১.৫	১৬২৮.২	৫০৮.৭	৩১.২	১২৭৫.৪	২৮৫.১	২২.৪	১১৪০.৮	২৪৫.৭	২১.৫
উন্নয়ন বাজেট	৩৮২.৫	১০০.৮	২৬.৪	৭৮৬.৫	৩৪৭.৫	৪৪.২	৪০৫.৭	১৬৪.২	৪০.৫	৪৪৩.৪	১৫২.৩	৩৪.৩
পরিচালন বাজেট	৯২০.৮	১৭৯	১৯.৪	৮৪১.৭	১৬১.২	১৯.২	৮৬৯.৭	১২০.৯	১৩.৯	৬৯৭.৪	৯৩.৪	১৩.৪

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও কর্মসংস্থান	মধ্যমেয়াদে প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ফলে কমপক্ষে ৪৮,১৫০ জন যুব মহিলার আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ৫ লক্ষ যুব মহিলার হাউজ কিপিং, সেলাই, গবাদি পশু পালন, নার্সারি, ব্লক-বাটিক ও প্রিন্টিং, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশিকাঁথা, ফ্যাশনেবল কম্বল তৈরি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সু-মেকিং ও হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং সমাজে স্থিতিশীলতা ও বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের অনুদান প্রদান	তৃণমূল পর্যায় হতে নারী ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বিগত তিন বছরে ১,৫৪৭ জন বয়স্ক ও দুস্থ নারী ক্রীড়াবিদকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ক্রীড়া অনুদান ও খেলার সরঞ্জাম বিতরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মহিলা দলের অংশগ্রহণ যুব মহিলাদের মাঝে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা অংশগ্রহণ করে বিদেশ ভ্রমণ করছে। যা নারীর নিজের এবং তার পরিমণ্ডলে নারী মুক্তি ও জাগরণে ধনাত্মক প্রভাব ফেলছে।
যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে নারীদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কেন্দ্র দক্ষ মহিলা ক্রীড়াবিদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। সমাজে নারীদের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ	%	৫১	৫০	৪৭
২.	স্নাতক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ	%	১৬.৬	১৭.০	১৮.৫

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় বিগত তিন বছরে ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪১,০৮৪ জন যুব মহিলাদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে হাউজ কিপিং বিষয়ে ৩৯৭ জন যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যারা সকলেই বিদেশে কর্মরত আছে। এছাড়া ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনের মধ্যে ১,২১০টি ও নিবন্ধন/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬,১৭৪টি যুব সংগঠনের মধ্যে ৬২০টি যুব সংগঠন নারী দ্বারা পরিচালিত এবং এসব সংগঠন নারী অধিকার বিষয়ে কাজ করছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের 'ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন' এবং 'বিকেএসপি'র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কারণে মহিলা ফুটবল দল, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ইভেন্টে নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক অর্জনে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে আমাদের সমাজের নারীদের বড় একটি অংশ গৃহকর্মের বাইরে অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ত হতে অনাগ্রহী;
- সমাজে বিদ্যমান বাল্যবিবাহের প্রবণতা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নারী সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ; এবং
- শিক্ষার অভাব, পুরুষ সহকর্মী বা ব্যবসায়িক অংশীদারদের আস্থাহীনতা, অসহযোগিতা বা সংকোচ নারী উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী যুবনারীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ;
- বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা বিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ মাদকদ্রব্যের কুফল ও এর অপব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনে যুবনারী সংগঠনকে প্রণোদনা প্রদান এবং আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিকরণ;
- ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
- ক্রীড়াঙ্গনে নারীর জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান এবং বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করতঃ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা; এবং
- প্রত্যেক ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিতকরণ (ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম, ডে-কেয়ার প্রভৃতি)।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

প্রধান দুটি রপ্তানি খাত হিসেবে বস্ত্র ও পাট খাত দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। একটি প্রতিযোগিতাসক্ষম বস্ত্র ও পাট খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ-সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট খাতের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৮৭% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বস্ত্র ও পাট খাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নারী প্রকৌশলী ও দক্ষ কর্মী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষত নারীদের কর্মসংস্থানে তাঁত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ, যার অধিকাংশই নারী। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ লোক রেশমশিল্পের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। বিজেএমসি'র অধীন সরকারি ২৫টি জুট মিল, বেসরকারি ১৭৩টি জুট মিল এবং ৯৬টি জুট স্পিনিং মিলে প্রায় ২ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী। এ সকল নারীদের দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অবদান অসামান্য। নারী উন্নয়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতো এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার না থাকলেও এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বস্ত্র ও পোশাক খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রয়োজনে দেশে বিদ্যমান ০৮টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১০টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫,৯০৪ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক, ডিপ্লোমা ও এসএসসি সমমানের ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১,১৩৪ জন। তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানতম ও বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পখাত। ২০২১-২২ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ২৬১ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে অর্জিত হয়।

পাটখাত থেকে বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৩ ভাগ অর্জিত হয়। বর্তমানে সরকারি ২৫টি মিল ও বেসরকারি খাতে ১৭৩টি মিলসহ মোট ১৯৮টি মিল পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া দেশে বেসরকারি খাতে ৯৬টি জুট স্পিনিং মিল রয়েছে। এসকল মিলে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট ও পাটশিল্পের সাথে জড়িত।

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারি-২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত ২,৯০,২৮২টি (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশ তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁতশিল্প খাতের অবদান ২২৬৯.৭০ কোটি টাকা (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। জিডিপিতে তাঁতশিল্পের অবদান ০.১০% (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ নারী।

রেশম কার্যক্রম একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে জড়িত রেশমচাষির মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ মহিলা।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১২৭	১০৪	২৩	১৮.১
বস্ত্র অধিদপ্তর	৯২৯	৮১৩	১১৬	১২.৫
পাট অধিদপ্তর	৬৯০	৫৮৫	১০৫	১৫.২
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১,৫৬২	১,২৫৩	৩০৯	১৯.৮
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	১,০৪৭	৪৪০	৬০৭	৫৮.০
মোট :	**৪,৩৫৫**	**৩,১৯৫**	**১,১৬০**	**২৬.৬**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
রাজশাহী রেশম কারখানা	৩৭	১৪	২৩	৬২.০
রাজশাহী মিনিফিলেচার কেন্দ্র	১৩	১	১২	৯২.০
ঝিনাইদহ মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৯	-	৯	১০০.০
রাণীশংকৈল মিনিফিলেচার কেন্দ্র	১০	-	১০	১০০.০
জয়পুরহাট মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৮	-	৮	১০০.০
ময়মনসিংহ মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৬	-	৬	১০০.০
লামা মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৮	-	৮	১০০.০
বাগবাটি মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৮	-	৮	১০০.০
বড়বাড়ী মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৬	-	৬	১০০.০
ভোলাহাট মিনিফিলেচার কেন্দ্র	৫	-	৫	১০০.০
মোট :	**১১০**	**১৫**	**৯৫**	**৯৫.৪**

উপকারভোগী ছাত্র ও ছাত্রী

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৮টি)	৪৫৫	৩৮২	৭৩	১৬.০
টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (১০টি)	৪৩১	৩৮২	৪৯	১১.৪
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট (৪১টি)	৫,০১৮	৪,০০৭	১,০১১	২০.২
মোট :	**৫,৯০৪**	**৪,৭৭১**	**১,১৩৩**	**১৯.২**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৬০৫.৮	১৫০.২	২৪.৮	৬০৩	১৩৮.৯	২৩.০	৬২৮.৪	১৫২.৪	২৪.৩	৭৮২.৪	৭০.৭	৯.০
উন্নয়ন বাজেট	৩৯০.৪	৫৪.৯	১৪.১	৪০৯	৫২.৮	১২.৯	৪১৯	৬১.৯	১৪.৮	৩৮১	৪৪.৪	১১.৭
পরিচালন বাজেট	২১৫.৪	৯৫.৩	৪৪.২	১৯৪	৮৬.১	৪৪.৪	২০৯.৪	৯০.৫	৪৩.২	৪০১.৪	২৬.৩	৬.৬

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বিপণন	নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রোগমুক্ত রেশম কীট ও তুঁত চারা বিতরণের মাধ্যমে রেশম চাষে নারীদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়। বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলা করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ পুরুষদের পাশাপাশি দক্ষ মহিলা জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁত খাতেও দক্ষ মহিলা জনবল তৈরিতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া রেশম খাতে দক্ষ মহিলা জনবল উন্নয়নে রেশমচাষিকে রেশমবিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পাটখাতে পাটচাষিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রযুক্তিগত ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণা জোরদারকরণ	তাঁত খাতে বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২১-২২
১.	রেশম শিল্পের প্রবৃদ্ধি		
	ক. সুতা উৎপাদন	%	২৫.০
	খ. রেশম বস্ত্র উৎপাদন	%	২৪.০
২.	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি	%	৯৬.৯

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৩ জন নারী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁত শুমারি-২০১৮ অনুসারে দেশে মোট তাঁতির মধ্যে মহিলা তাঁতি প্রায় ৫৬ শতাংশ। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন মণিপুরী নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে রেশম চাষবিষয়ক ৬৪৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

নির্দেশনা মোতাবেক 'আমার বাড়ী আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদেরকে রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে নারী জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারছে। এছাড়া পাটের বহুমুখীকরণে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান অন্যতম। এ পর্যন্ত জেডিপিসি পাটপণ্য বহুমুখীকরণ খাতে ৮৮৫ জন উদ্যোক্তা তৈরি করেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৩৯০ জন অর্থাৎ ৪৪.০৭ শতাংশ নারী। এ সকল উদ্যোক্তা ২৮২ প্রকারের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছেন। বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্য বিশ্বের প্রায় ১৩৫টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- তাঁত শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা;
- উৎপাদিত বস্ত্র ও পাট পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার অভাব;
- উন্নত জাতের তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ, রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা;
- বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব; এবং
- প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা সার্ভিসের স্বল্পতা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের সাথে মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কাজ করে থাকে, যার অধিকাংশ কারিগরি কাজ করে থাকে নারীরা। পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করা;
- গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাদির সমাধান করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকাণ্ড আরও জোরদারকরণ এবং মহিলাদের ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা;
- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে রেশম শিল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
- পিপিপি বা নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাটকল চালু করার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.০ ভূমিকা

শহর ও গ্রামে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতাবিধান অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নারীশিক্ষার উন্নয়ন, তহবিল বৃদ্ধি, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ব্যবসায় নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। ফলে প্রতিবছর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে, যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি- ২০০১-এর ৫.১২ অনুচ্ছেদে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও অধিকার সম্পর্কে নারী ও পুরুষকে যৌথভাবে অবহিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

সমবায় খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় বিধিমালা-২০১২ এর অনুচ্ছেদ ৪.৭, ৭.১৩, ৯.৫ এবং ৯.১০-এ নারী উন্নয়নের নিমিত্ত নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার উল্লেখ রয়েছে।

নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২০১৩-এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যে সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো হলো—হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে (safety nets) অন্তর্ভুক্ত করা, দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা, দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা, বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিবহির্ভূত খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং দেশের দুস্থ মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয় বিধৃত হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০২	৭৮	২৪	২১.৬
স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৭,২৫০	৫,৮১৮	১,৪৩০	১৯.৭
সমবায় অধিদপ্তর	২৪৬	১৪৪	১০২	৪১.৫
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়সমূহ	২২৫	১৬৯	৫৬	২৪.৯
জেলা কার্যালয়সমূহ	১,৩৪৩	১,০২৬	৩১৭	২৩.৬
উপজেলা কার্যালয়সমূহ	১,৯৫৬	১,৫২৩	৪৩৩	২২.১
মেট্রোঃ থানা সমবায় কার্যালয়সমূহ	৪০	২১	১৯	৪৭.৫
সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা	১৫০	১২৮	২২	১৪.৭
মোট :	**১১,৩১২**	**৮,৯০৭**	**২,৪০৩**	**২১.২**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বিআরডিবি	২,১৬,০০০	৯০,০০০	১,২৬,০০০	৫৮.৩
বার্ড, কুমিল্লা	১,১১৬	৯৫	১,০২১	৯১.৫
সমবায় অধিদপ্তর	১,১০৫	৬৯০	৪১৫	৩৭.৬
এসএফডিএফ	২১,০০০	৪,০০০	১৭,০০০	৮০.৯
আরডিএ, বগুড়া	২৩,৯৭৫	১৪,৪৩৫	৯,৫৪০	৩৯.৮
বাপার্ড, গোপালগঞ্জ	১,১৪০	৩৪২	৭৯৮	৭০.০
পিডিবিএফ	১২,৭৩,১৫৯	৩৯,০৫৪	১২,৩৪,১০৫	৯৭.০
মোট :	**১৫,৩৭,৪৯৫**	**১,৪৮,৬১৬**	**১৩,৮৮,৮৭৯**	**৯০.৩**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১৪৩৩.৩	৪০৩.৪	২৮.১	১৪৬৭.৮	৪৪৭.৫	৩০.৫	১৬৪৪.৮	৪৫৯.৪	২৭.৯	১৭৭০.২	২২১.৯	১২.৫
উন্নয়ন বাজেট	৭৬২.৫	১২০.৮	১৫.৮	৮৪৭.২	১৭৯.৯	২১.২	৯৬৪.৪	১৩৮.৭	১৪.৪	৭৮০.৭	১৮৫.৪	২৩.৭
পরিচালন বাজেট	৬৭০.৮	২৮২.৬	৪২.১	৬২০.৬	২৬৭.৬	৪৩.১	৬৮০.৪	৩২০.৭	৪৭.১	৯৮৯.৫	৩৬.৫	৩.৭

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭০ ভাগ সদস্য নারী। এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম/উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র নারীকে কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে পরিবার, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্পের সদস্যপদ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে পল্লি ও শহরাঞ্চল এলাকায় নারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্পের সদস্যপদ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থানেরক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।
গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর দারিদ্র্য বিমোচন	গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে পল্লি এলাকার নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হচ্ছে। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিকনং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	আয়বর্ধক কর্মসূচিতে পল্লির নারীদের অংশগ্রহণ	জন (হাজার)	৭৪১.২৪	৩২১.০০	৫২৫.১৩
২.	নারী সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	জন (হাজার)	৩৪১.২০	১৯৫.৭৪	১৮৭.৯৫

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিআরডিবি'র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লি কর্মসংস্থান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৫ বছরে প্রায় ৮২,৬০০ জন দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩৬৫ জনকে, 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জনসহ মোট ৬৬৫ জনকে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কারিগরি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.৩৫ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তকরণ, ৪,২২৩ জন সুফলভোগী সদস্যকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং ৩,৪১৯ জন সুফলভোগীকে বৃত্তিমূলক ও আয়-উৎসারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ১,১৭৫ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং সুফলভোগীদের ১,৪১৭ কোটি টাকা পুঁজি গঠন করা হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পিডিবিএফ-এর ৯৭ শতাংশ সুফলভোগী নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃজনসহ আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- দেশের পল্লি অঞ্চলের নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার অভাব;
- নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের অপ্রতুলতা; এবং
- কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে যুক্তদের দক্ষতার ঘাটতি।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- গ্রামাঞ্চলে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা;
- গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য বিপণন সহায়তা প্রদান করা;
- নারীদের সঞ্চয় মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাসিক জমাকৃত সঞ্চয়ের বিপরীতে দ্বিগুণ হারে সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান;
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহে নারী অনুষদ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা; এবং
- নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ও পারিবারিক পুষ্টির নিশ্চয়তাকল্পে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ মূলত একটি পলিসৃষ্ট ব-দ্বীপ। তাই এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি অনেকটা পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী ভাঙন রোধ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ রক্ষা, হাওড়-বাওড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এই মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কৃষি কাজে ব্যবহৃত পানির সরবরাহ নিশ্চিত করে যাচ্ছে। কৃষি কাজে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ শতাংশ জড়িত তন্মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশ নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। নদী ড্রেজিয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা রক্ষায়ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মন্ত্রণালয় কৃষি কাজে পানির নিশ্চয়তার পাশাপাশি মৎস্য আহরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। মৎস্য আহরণে প্রায় ১৫ শতাংশ নারী জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করছে। এই সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য হ্রাসসহ নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

জাতীয় নারী নীতি-২০১১ অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর সমঅধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করার নির্দেশনা আছে। সেই আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০-এর আওতায় প্রণীত অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪-তে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ছিন্নমূল নারীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিধিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীন নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী। এছাড়া মাটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৬ (ছয়) সদস্যের নির্বাহী কমিটিতে ২ (দুই) জন নারী সদস্য রাখার বিধান রয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ৩০ শতাংশ মাটির কাজ নারীদের দ্বারা সংগঠিত LCS (Land Less Constructing Society)- এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১১	৯১	২০	১৮.০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৬,১৮৪	৫,৪৩৯	৭৪৫	১২.১
বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	৩৩	২৭	৬	১৮.২
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১০৩	৯৩	১০	৯.৭
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৭২	১৪৮	২৪	১৪.০
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	১৯	১৭	২	১০.৫
মোট :	**৬,৬২২**	**৫,৮১৫**	**৮০৭**	**১২.২**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)' এর মাধ্যমে নারীর সঠিক উন্নয়নের জন্য ১,৩৪৫ জন নারীকে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পাম্প অপারেশনসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়েছে। 'হাওড় এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রায় মান উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ২,৭২২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় ৩৫,২৫১টি পরিবারকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে ৫০ শতাংশ নারী উপকারভোগী। সার্বিকভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৯,৮৯০ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪১,৪০৫ জন ও নারীর সংখ্যা ২৮,৪৮৫ জন, যা মোট উপকারভোগীর শতকরা প্রায় ৪০.৭৬ ভাগ নারী।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১০২৪৪.১	৩৭৯২.৪	৩৭.০	১৩৫৫৫.২	৪৬৬৭.১	৩৪.৪	১০১৯৬.১	৫৫৪৩.৩	৫৪.৪	৯৪০০.২	৪৫৭৫	৪৮.৭
উন্নয়ন বাজেট	৭৭৯৪.৩	৩১২৪.৪	৪০.১	১১৩৩২.২	৪০৬৬.২	৩৫.৯	৭৯৩৮.২	৩২৮৬.৯	৪১.৪	৭৩৫৮.৪	৪০২৪.৬	৫৪.৭
পরিচালন বাজেট	২৪৪৯.৮	৬৬৮	২৭.৩	২২২৩	৬০০.৯	২৭.০	২২৫৭.৯	২২৫৬.৪	৯৯.৯	২০৪১.৮	৫৫০.৪	২৭.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নদী ও খাল খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন সেচ কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ/অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচি	উপকূলীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান বাঁধ, অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনর্নির্মাণ, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজে নারীগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ	সংখ্যা	৭০০০	৭০০০	৭২০০
২.	বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ধারকৃত ভূমি বণ্টনে নারীদের অগ্রাধিকার	সংখ্যা	৬৬০০	৭২০০	৭৪০০

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী পানি সম্পদ প্রকল্পসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ছিন্নমূল নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলে ৩০ শতাংশ নারীসদস্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএমআইপি)-এর মাধ্যমে নারীর সঠিক উন্নয়নের জন্য ১,৩৪৫ জন নারীকে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পাম্প অপারেশনসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়েছে। 'হাওড় এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রায় মান উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ২,৭২২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও হাঁস-মুরগি বিতরণ কাজে তাদের আয়বৃদ্ধিসহ সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়েছে। সিডিএসপি প্রকল্পের আওতায় ৩৫,২৫১টি পরিবারকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে যেখানে অর্ধেক উপকারভোগী নারী।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারীদের পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীকে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়;
- সুবিধাভোগী/উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ এবং চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক বাধা রয়েছে;
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজের প্রকৃতির কারণে সরাসরি নারীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ কিংবা প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হয় না; এবং
- নদীভাঙন কিংবা প্রাকৃতিক দুযোর্গের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও কন্যাশিশুদের সরকারি সেবা এবং প্রকল্পভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা অনুযায়ী নারীদের অন্তর্ভুক্ত না করা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জেন্ডার ইস্যুকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল নীতি কৌশল ও কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয়সহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- নদী, খাল খনন/পুনঃখনন, বাঁধ, নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম, অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ ও কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে আনুপাতিক হারে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা; এবং
- নদী ভাঙনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। গত দুই দশকে দেশে সাড়ে তেরো কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। World Risk Index-2023 অনুসারে পৃথিবীর ১৭১টি দেশের মধ্যে অবকাঠামো ও ফসলাদি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকূলের আপদ উন্মুক্ততা, দুর্দশা বিপদগ্রস্ততা, সহনশীলতা ও অভিযোজন সূচকের সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি/অগ্রগতির জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় সময়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকলেও অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন ক্ষমতার অভাবে বাংলাদেশের অবস্থান এমন ঝুঁকিপূর্ণ। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি দুর্যোগকালীন প্রস্তুতিও প্রয়োজন। দুর্যোগ পরবর্তীকালীন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমসহ অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে পারলে নারী জনগোষ্ঠীকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

Allocation of Business অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জরুরি সাড়া প্রদান, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ), ভিজিএফ ও জিআর সাহায্য প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ব্রিজ-কালভার্ট-আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ। মন্ত্রণালয়ের এ সকল কাজে দুস্থ ও অসহায় নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত আইন, নীতি, বিধিমালা, স্থায়ী আদেশাবলি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধিভুক্ত।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ অনুযায়ী 'জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম বাংলাদেশ গড়ে তোলা'-এর লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে । তাছাড়া, Bangladesh Delta Plan-2100-এর Vision-'Achieving safe, climate resilient and prosperous delta' এবং Mission: 'Ensure long-term water and food security, economic growth and environmental sustainability while effectively reducing vulnerability to natural disaster and building resilience to climate change and other delta challenges through robust, adaptive and integrated strategies, and equitable water governance।' লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় বর্ণিত দিক-নির্দেশনা/ মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেটের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের অবকাঠামো তৈরি ও সংস্কার এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৫৩	১২৬	২৭	১৭.৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	১,২৬৪	১,১৫০	১১৪	৯.০
মোট :	**১,৪১৭**	**১,২৭৬**	**১৪১**	**৯.৯**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) : এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচিটির উপকারভোগীর মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ দুস্থ ও দরিদ্র নারী। এর ফলে তাদের প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;

- কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) কর্মসূচির উপকারভোগীর মধ্যে ৩০ শতাংশ উপকারভোগী নারী;
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) : এই কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, যার ৩০ শতাংশ উপকারভোগী সাধারণত নারী; এবং
- ভিজিএফ : দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ভিজিএফ কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচির প্রায় ৭০ শতাংশ উপকারভোগী নারী।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১০১১৭.৮	৭১৯৬.৬	৭১.১	১০৭৬৪	৭৭০৯	৭১.৬	১০২২৮.৯	৭২৭৩.৭	৭১.১	৮৬৪৭.১	৬৮২৮	৭৯.০
উন্নয়ন বাজেট	৪৫৮৫.৪	৩৭২১.২	৮১.২	৪৫৩০.৭	৩৮৫৯.২	৮৫.২	৪৭৩৪.৬	৩৭২০.৭	৭৮.৬	৩৭১৮.৫	৩৪৬৯.৫	৯৩.৩
পরিচালন বাজেট	৫৫৩২.৪	৩৪৭৫.৪	৬২.৮	৬২৩৩.৩	৩৮৪৯.৮	৬১.৮	৫৪৯৪.৩	৩৫৫৩	৬৪.৭	৪৯২৮.৬	৩৩৫৮.৫	৬৮.১

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ	• অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) : এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচিটি একটি লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব কর্মসূচি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১৪১৫.৩৫ কোটি টাকা এবং ইজিপিপি প্লাস কর্মসূচির জন্য ৬৫৮.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; • কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল; • গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) : ২০২২-২৩ অর্থবছরে টিআর কর্মসূচির আওতায় ১,৪৫০ কোটি টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে; • ভিজিএফ : অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিজিএফ এ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫৪২.১৯ কোটি টাকা।
অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও এর সংরক্ষণ	বন্যায় আক্রান্তদের বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উদ্ধার ও তাদের মালামাল পরিবহণের জন্য ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat ক্রয় করা রয়েছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ঝুঁকি হ্রাস প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সচেতনতা কার্যক্রম	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৬১,৬৫৪ জন নারীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০,০০০ জন মহিলা সিপিপি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮,০০০ জন নারীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯,৫৪০ জন নারী সদস্য এবং ৮,২০০ জন স্কুল ছাত্রী ও শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২৫,০০০ জন নারী কমিউনিটি সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিকনং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগী (অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি)	সংখ্যা (লক্ষ জন)	৭.০২	৭.০৪	৭.০৬
২.	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবক		৩৬	৩৮	৩৮.০৭

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) ফেজ-২ প্রকল্পের অধীনে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সুকরাইল ইউনিয়নের ২টি দুর্যোগ প্রতিরোধকারী গ্রামে দুর্যোগ প্রতিরোধক বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে ২০৩টি পরিবারের পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উক্ত পরিবারের নারী সদস্যরা, যারা সাইক্লোন আইলার কারণে বসতহীন ছিল তাদের একটি উন্নত এবং নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিডিএমপি-এর অধীনে স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং G.I.Z-এর সহযোগিতায় ২০৩ কিমি পানির পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উক্ত এলাকার নারীদের কাজের চাপ হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। তারা এখন আরও উৎপাদনশীল কাজে মনোনিবেশ করতে পারছে। ইতোমধ্যে Cyclone Preparedness Program-এর আওতায় ৭৬,১৪০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৩৮,০৭০ জন নারী। এর দ্বারা তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার কারণে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশ কম থাকে;
- গ্রামীণ জনপদে নারীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করে চলতে হয় বিধায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়;
- যেকোনো দুর্যোগে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। তবুও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সচেতনতার বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম থাকে।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety net) অধিকতর বিস্তৃত করা;
- দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা;

- নদী ভাঙনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা; এবং
- দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এলাকাভিত্তিক সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থায় অন্তর্ভুক্তি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা বাংলাদেশের প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর জনপদ হিসেবে সুপরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালিসহ ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রের অধিকারী, অন্যদিকে তারা মূল জনগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটনশিল্পের বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এছাড়া যুব ও যুব মহিলাদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business-এ নারী উন্নয়নের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তবে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক সকল নাগরিকের সম-অধিকার এবং সুযোগ ও সম্পদের সুষম বণ্টন ত্বরান্বিত করতে এ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ মন্ত্রণালয় যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার ৫০ শতাংশের বেশি উপকারভোগী নারী। তাছাড়া পার্বত্য এলাকার নারী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। পার্বত্য এলাকার জনগণসহ সমগ্র দেশের নারী উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১-এর ৩৮ অনুচ্ছেদে অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপ-অনুচ্ছেদ ৩৮ (১) এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা এবং ৩৮ (২) এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে বর্ণিত রয়েছে। এ নীতিমালা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৬৫	৫০	১৫	২৩.১
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স	১৭	১২	০৫	২৯.৪

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১১০	৯৫	১৫	১৩.৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি	৩	৩	-	-
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	৪৮	৩৮	১০	২০.৮
মোট :	**২৪৩**	**১৯৮**	**৪৫**	**১৮.৫**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

উপকারভোগী নারী পাড়াকর্মী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান' শীর্ষক প্রকল্পে পাড়াকর্মী, মাঠ সংগঠক, আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ মোট ৫,৬৩০ জনের মধ্যে ৫,১৮০ জন নারী কর্মরত আছেন। নারী ও পুরুষের অনুপাত ৯২:৮।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১২০৪.৬	৫৫০.১	৪৫.৭	১৪০০.৮	৭৭৮.৫	৫৫.৬	১৩৩৭.৯	৬৪০.৮	৪৭.৯	১২৬০.৮	৭১৯.৩	৫৭.১
উন্নয়ন বাজেট	৭৫১.৭	৪৭১.১	৬২.৭	৯৬০.২	৭০৩.৮	৭৩.৩	৯৩২.২	৫৭৪.৫	৬১.৬	৮৮১.৭	৬৫৭.৫	৭৪.৬
পরিচালন বাজেট	৪৫২.৯	৭৯	১৭.৪	৪৪০.৬	৭৪.৭	১৭.০	৪০৫.৭	৬৬.৩	১৬.৩	৩৭৯.১	৬১.৮	১৬.৩

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে নারীদের চলাফেরা সহজ হয়। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারীকে বাসস্থান সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা	বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ফলে অধিকসংখ্যক উপজাতি মেয়েশিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া উপজাতীয় পণ্যসামগ্রী ও ব্যবহার্য উপকরণ বাজারজাত করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিবেশগত কারণে বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধকল্পে জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে নিশ্চিতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে পরিবারের নারী সদস্যদের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হয়েছে এবং মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে।
উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ	সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষা সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি এবং বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
কৃষি ও অকৃষি খাত সম্প্রসারণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিবেচনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু কৃষি ও অকৃষি খাতের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি পার্বত্য এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস	লাখ	৮৭.৮	৮৭.০	৮৬.৮

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বর্তমানে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে পরিবারের নারী সদস্যের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি মাতৃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ফলে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া মেয়েশিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ঝরে পড়া ছাত্রীসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীদের লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ প্রদান (৪০%) করায় তাঁদের আত্মকর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ায় (৫০%) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অধিকসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, বাক্-স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে বাধা;
- দক্ষ জনবলের সংকট;
- দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও সড়ক অবকাঠামোর স্বল্পতা;

- দূরবর্তী এলাকায় তথ্য ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার; এবং
- মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যাশিশুর অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা, জেলা ও রাজধানীভিত্তিক বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীদের জন্য মূলধন/জামানতবিহীন ঋণ প্রদান;
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি বিবাদ মিমাংসা করতে ভূমি কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান;
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শিক্ষা ভাতা প্রদান; কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠদান ব্যবস্থায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ;
- উপজাতীয় প্রতিটি শিশুর জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবেশের অবনতি ও জলবায়ু পবিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব হতে নারীকে রক্ষার উদ্যোগ; এবং
- নারীকে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ প্রদান।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানপূর্বক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের নিরাপদ ও শোভন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য মন্ত্রণালয়ের নানামুখী কর্মতৎপরতার কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে প্রায় ১ কোটি ৫১ লক্ষের অধিক বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে ১১,৩০,৮৪৪ (এগারো লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত চুয়াল্লিশ) জন নারী কর্মী। গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীকর্মীগণ দেশীয় কর্মসংস্থানের সাথে জর্ডান, মরিশাস, কুয়েত, জাপান, ক্রোয়েশিয়া ও হংকংসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। কোভিড-পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীগণ দেশে রেমিট্যান্স হিসেবে ২১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রেরণ করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

Allocation of Business অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের ৫টি কার্যক্রম নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত (কার্যক্রম ১, ২, ৬, ৬এ, ৯)। নারী-পুরুষ সকল প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এছাড়া বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে গুণগতমান বজায় রেখে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রবাসী/প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণার্থে আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান, বিদেশে মৃত কর্মীর মরদেহ দেশে আনয়ন ও দাফন, প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং বিদেশ ফেরত কর্মীদের আর্থ-সামাজিক পুনঃএকত্রিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার সুরক্ষা, অভিযোগ প্রতিকার, বৈদেশিক কর্মসংস্হানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিদেশে অবস্হিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের মাধ্যমে কর্মীদের সেবা প্রদান করার বিষয়সমূহ উল্লেখ রয়েছে। এসকল বিষয়ে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া প্রবাসীদের উৎসাহ প্রদান এবং সম্মানিত করার লক্ষ্যে বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি, এনআরবি) নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া, বিদেশে অবস্হিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দৈনন্দিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি, আইন ও প্রবিধান প্রণীত হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসকল বিধিমালা ও নীতি-দলিলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসনের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা থাকা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০ দফা এজেন্ডার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে নারী অভিবাসীদের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন, বেসরকারি খাত এবং অংশীজনের অন্তর্ভুক্তকরণ, সুরক্ষা অধিকার ও কল্যাণসাধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৮৮	১৫৭	৩১	১৬.৫
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	১৩৫	১১৬	১৯	১৪.১
বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়সমূহ	৮	৬	২	২৫.০
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়সমূহ	২৫৩	২৩০	২৩	৯.১
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	১,৯৭১	১,৬২৯	৩৪২	১৭.৪
মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসমূহ	২৩০	২১০	২০	৮.৭
শিক্ষানবিশ দপ্তরসমূহ	১৪	১৩	০১	৭.১
মোট :	**২,৭৯৯**	**২,৩৬১**	**৪৩৮**	**১৫.৭**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বিএমইটি'র অধীন দপ্তরসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান	৮,৭২,৫৩৩	৮,৩৬,১০৬	৩৬,৪২৭	৪.২
বিএমইটি'র বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান/বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৮,৪৩,৩৫৬	৭,৭৩,৮২০	৬৯,৫৩৬	৮.৩
বোয়েসেল-এর মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১২,৫১২	৭,১৬৪	৫,৩৪৮	৪২.৭
বোয়েসেল-এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান	৫,৬২৬	৫,৬১০	১৬	০.৩
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান	৪,৮৪০	৪,৭১৪	১২৬	২.৬
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কর্মীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান	১,১২০	১,০৮৩	৩৭	৩.৩
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৩,০১২	২,০১৮	৯৯৪	৩৩.০
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সৌদি আরবগামী কর্মীদের হোটেল কোয়ারেন্টাইন ভর্তুকি প্রদান	১৩,৩০৫	১২,৩৭৪	৯৩১	৭.০
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের RT-PCR টেস্ট বাবদ ভর্তুকি প্রদান	৫০,২৭৭	৪৮,৭৬৯	১,৫০৮	৩.০
মোট :	**১৮,০৬,৫৮১**	**১৬,৯১,৬৫৮**	**১,১৪,৯২৩**	**৬.৪**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১০১৮.৫	৩৪৭.১	৩৪.১	৫৯৯.২	২৪৪.২	৪০.৮	৯৯০.৩	৩৩৩.২	৩৩.৬	৪১২.২	১৬৭.১	৪০.৫
উন্নয়ন বাজেট	৬২৬	২৮৭.৬	৪৫.৯	২৬৭.৫	১৯৩.৫	৭২.৩	৬৩২.৭	২৭৩.৪	৪৩.২	২১৩.১	১৫০.৫	৭০.৬
পরিচালন বাজেট	৩৯২.৫	৫৯.৫	১৫.২	৩৩১.৭	৫০.৭	১৫.৩	৩৫৭.৬	৫৯.৮	১৬.৭	১৯৯.১	১৬.৬	৮.৩

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান, কর্মী প্রেরণ অনুমোদন ও মনিটরিং কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা হচ্ছে। নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান বাজারের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হংকং ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত হারে নারী কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ফলে অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে।
মানবসম্পদ উন্নয়ন	মন্ত্রণালয়ের অধীন ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) রয়েছে, তন্মধ্যে মহিলা টিটিসি ৬টি। এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫৫টি ট্রেড/অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। ফলে সৌদি আরব, হংকং, জর্ডান, লেবাননসহ বিভিন্ন দেশে নারী গৃহকর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অধিক সংখ্যক নারী কর্মী ঐসকল দেশে গমন করছেন। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মিগণ নিজেদের দক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায় সার্বিকভাবে নারী কর্মসংস্থান ও নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ	নারী শ্রমিকসহ সকল প্রবাসীদের আইনগত সহায়তা, বিদেশি নিয়োগকারীর নিকট হতে মৃত কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায়, সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন, মৃত কর্মীর মরদেহ স্বদেশে প্রেরণ ও দাফনের ব্যবস্থা, মৃত কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে একদিকে প্রবাসী নারী শ্রমিকদের পরিবারবর্গ উপকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রবাসে নারী কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কর্মে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে দেশের অধিক সংখ্যক নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হচ্ছে এবং পরিবারের উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিকনং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ	%	১২.২৩	৯.৩৬	১১.৩
২.	দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	নারী ও পুরুষ কর্মীর অনুপাত	১:৩.৫	১:৫	১:২১

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০১১ হতে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ৯,৭৩,৬০১ জন নারী কর্মীর বিভিন্ন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৬০,৩২৩ জন নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। নারীদের জন্য ৫টি দেশে ৬টি 'সেফ হোম' স্থাপন করা হয়েছে। বোয়েসেল-এর মাধ্যমে জুলাই ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৯১,৫৭৮ জন নারী কর্মী স্বল্প খরচে/বিনা খরচে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে জর্ডানসহ বিভিন্ন দেশে গমন করেছে। এছাড়া ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরবে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। জাপানে 'কেয়ার গিভার' হিসেবে নারী কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। নারী কর্মীদের বিদেশ গমনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ৯% সরল সুদে ও সহজশর্তে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'নারী অভিবাসন ঋণ' প্রদান করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণকারী নারী কর্মিগণ জর্ডান,

হংকং, দুবাই, ওমান, বাহরাইন, লেবানন প্রভৃতি দেশে গমন করেন। নারী কর্মী দেশে ফেরত আসার পরে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ৭% সরল সুদে ১০ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'নারী পুনর্বাসন ঋণ' প্রদান করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ১,৮১৯ জন নারী কর্মীকে সম্পূর্ণ জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা (বিভাগীয় পর্যায়ে মাত্র ৬টি মহিলা টিটিসি রয়েছে);
- প্রবাসী নারীদের কল্যাণসাধন নিশ্চিতকরণে ডাটাবেইজ না থাকা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাব;
- অধিক সংখ্যক নারী কর্মীদের বৈদেশিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে যথেষ্ট সামাজিক সচেতনতা ও প্রচারণার স্বল্পতা;
- নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে বিদেশ গমনেচ্ছু নারীদের 'নারী অভিবাসন ঋণ' এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'নারী পুনর্বাসন ঋণ' প্রদান করা হলেও ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা কম। এ অবস্থা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব; এবং
- নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে নারী পাচার রোধে প্রচার-প্রচারণা এবং জনসচেতনতার অভাব।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী শ্রমশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং স্বল্প-ব্যয়ে/শূন্য অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিতকরণসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- প্রবাসী নারীদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা এবং প্রবাসী নারীদের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;
- নিয়োগকারী দেশের আইন অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত নারী অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান, সুরক্ষা, বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- সরকারের নির্বাচনি-ইশতেহার অনুসারে প্রতি উপজেলা থেকে প্রতিবছর গড়ে এক হাজার যুব ও যুব মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

থিমেটিক গ্রুপ-৩
সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১.০ ভূমিকা

জাতীয় বাজেট একটি দেশের প্রস্তাবিত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের দলিল। বাজেটে অর্থের বণ্টন, করারোপ বা রাজস্বনীতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা যেমন বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে, তেমনি নারী ও পুরুষের উপর এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীর অবদান উপেক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য তথা নারী উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা জরুরি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নারীরা যেহেতু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুবিধাবঞ্চিত সেহেতু সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় রাখা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে, নারী উন্নয়ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম একটি উদ্যোগ ‘নারীর ক্ষমতায়ন’। ‘মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা-২০২০’ অনুযায়ী বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ২ (দুই) শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ‘শেখ হাসিনা মডেল’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে যার ৩ নং বৈশিষ্ট্য ‘নারীদের জমিসহ ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করা’। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪, ২.৩, ৫ (ক) ও ১০.২ এর লক্ষ্য পূরণকল্পে ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’ কাজ করে যাচ্ছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪৭৫	৪১২	৬৩	১৩.৩
বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (এসএসএফ)	৩০০	২৮৬	১৪	৪.৮
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর	৪,১৫৯	৩,৭৭৮	৩৮১	৯.২
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৫৭	৫০	৭	১২.৩
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	১৯০	১৬৪	২৬	১৩.৭
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	১,৬৭৪	১,৫৭৯	৯৫	৫.৭
পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপিএ)	৩৪	৩০	৪	১১.৮
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেজা)	৭৩	৬৪	৯	১২.৩
বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্নর বোর্ডের নির্বাহী সেল	২	২	-	-
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)	৫৪	৩৯	১৫	২৭.৮
মোট :	৭,০১৮	৬,৪০৪	৬১৪	৯.০

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- দেশের সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২০১১-১২ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৬০০টি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর মোট উপকারভোগী প্রায় ১ লক্ষ, যার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ নারী।
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পিপিপি প্রকল্পে যাতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায় সেটি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে থাকে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ হতে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়; এবং
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পিপিপি কর্তৃপক্ষ হতে মোট ৫০৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ১৯২ জন নারী। এছাড়া পিপিপি কর্তৃপক্ষে কর্মরত নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা, যাতায়াতের সুবিধা এবং গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং নারীদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪৪৫২.১	৪৮১.২	১০.৮	৪৭৪৪.৯	৩৬৯.৩	৭.৮	৫৭৭৪.৯	৬২৬.১	১০.৮	৩৮৬১.৯	২৭৪.৫	৭.১
উন্নয়ন বাজেট	৩৫২০.২	৪৩২.৯	১২.৩	৪০২১.৫	৩৩১.১	৮.২	৪৯৭৫.৩	৫৮১.৭	১১.৭	৩২৮৩.৪	২৪৫.২	৭.৫
পরিচালন বাজেট	৯৩১.৯	৪৮.৩	৫.২	৭২৩.৪	৩৮.২	৫.৩	৭৯৯.৬	৪৪.৪	৫.৬	৫৭৮.৫	২৯.৩	৫.১

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪,০৯,৭৮৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হযেছে যেখানে উপকারভোগীর অর্ধেক নারী। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারের যৌথ নামে (স্বামী ও স্ত্রী) কবুলিয়ত প্রদান করা হয়। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদেরকে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত মহিলাদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়।
বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা	ইপিজেডসমূহে বর্তমানে কর্মরত ৪,৮৬,৩০৪ জন শ্রমিকের মধ্যে ৬৬% অর্থাৎ ৩,২০,৯৬১ জন নারী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে প্রায় ৫০০ একর জমিতে একটি গার্মেন্টস পার্ক স্থাপনে বেজা ও বিজিএমইএ একসাথে কাজ করছে যেখানে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, যার প্রায় ৭০% হবে নারী। এখানে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানে ১০০ একর জমি প্রদানে বেজা বদ্ধপরিকর।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

আশ্রয়ণ প্রকল্পের এবং বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির উদ্যোগে গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ঐ সকল পরিবারের নারীদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষাবৃত্তি ও সাইকেল বিতরণের মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্রীদের শিক্ষা হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বেপজা ও বেজার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নারীর পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বেড়েছে।

চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় নিয়ে এসেছেন। এ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র যৌথ মালিকানায় ২ শতক জমি ও একটি সেমিপাকা ঘর প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সক্ষমতার ঘাটতি; এবং
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারীদের পরিবার হতে সহযোগিতার অভাব।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে পিপিপি আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন, বিধিমালায় নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক নির্দিষ্ট বিধি সংযোজন এবং পিপিপি প্রকল্পের বেসরকারি অংশীদারের সাথে চুক্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সংরক্ষণ ও নারীর কর্মসংস্থান বিষয়ক শর্তাবলি সংযোজন;
- সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জীবন মানোন্নয়নে চলমান 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন/গৃহহীন, ছিন্নমূল, দরিদ্র পরিবারের জন্য ৬০,০০০ বসতঘর নির্মাণ; এবং
- এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেলের আওতায় অভীষ্ট-৫ 'জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন'-এর জাতীয় পর্যায়ে ৩টি, জেলা পর্যায়ে ৩টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২৯টি সূচক বাস্তবায়নে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

১.০ ভূমিকা

রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ। নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা, প্রচারণা, ভোটগ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ, নীতিগত নির্দেশনা প্রদান, অভিযোগ যাচাই-বাছাই এবং তা নিষ্পন্ন করা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর পূর্বশর্ত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। সামগ্রিক এ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার অর্ধেক হিসেবে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি দৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর করা কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনি পরিবেশের উন্নয়ন নারীদের কেবলমাত্র ভোট দিতে নয়, প্রার্থী হিসেবেও নিজেদের যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে প্রণোদিত করছে। যে সকল সিদ্ধান্ত সাধারণত লিঙ্গপ্রভাব-বহির্ভূত বলে মনে করা হয়, যেমন ভোট গ্রহণের মেয়াদকাল, ভোটকেন্দ্রের স্থান, ব্যালট পেপারের নকশা ইত্যাদি নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

নির্বাচনে নারীর সম্পৃক্ততা তিনভাবে বিবেচনা করা যায়–ভোটার হিসেবে, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে ও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনসংক্রান্ত বিদ্যমান আইন/বিধিমালায় নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগে এমনকি নির্বাচনে নারীদের প্রার্থীতার সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্বাচনের সময় নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধার জন্য নির্বাচন কেন্দ্রে নারীদের জন্য পৃথক ভোটগ্রহণ কক্ষ প্রস্তুত করা হয় এবং এসব কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্রত্যেক নির্বাচনে পৃথক পরিপত্র জারি করা হয়। রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন-২০২০-এর মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ন্যূনপক্ষে শতকরা ৩৩ ভাগ নারী প্রতিনিধিত্বের বিধান রাখা হয়েছে। এতে নির্বাচনে নারীদের প্রার্থীতার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
নির্বাচন কমিশন	২,৩৭২	২,০৭০	৩০২	১২.৭
মোট :	**২,৩৭২**	**২,০৭০**	**৩০২**	**১২.৭**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৪০৬.৫	১৩০১.৪	৫৪.১	১৪২৩.১	৫১৭.৫	৩৬.৪	১৫৩৮.৯	৮৩১.৭	৫৪.০	১৬৬০.২	৬২১.৩	৩৭.৪
উন্নয়ন বাজেট	২৮২.৫	৫৬	১৯.৮	৭৪৮.৭	১০৩	১৩.৮	৭৪৯	২১০.২	২৮.১	৬৬৫.৪	১৯.৭	৩.০
পরিচালন বাজেট	২১২৪	১২৪৫.৪	৫৮.৬	৬৭৪.৪	৪১৪.৫	৬১.৫	৭৮৯.৯	৬২১.৫	৭৮.৭	৯৯৪.৮	৬০১.৬	৬০.৫

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা	কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সকল স্তরের জনগণের, বিশেষত প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে। যার নির্বাচনি অঙ্গীকারে নারীসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্ব পাচ্ছে।
ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ ও ভোটার ডাটাবেইজ সঠিকভাবে সংরক্ষণ	নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংগ্রহণের মাধ্যমে নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীরা ভূমিকা রাখেন এবং দেশের মূল্যবান নাগরিক হিসেবে জাতীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেন। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।
নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার	নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বিঘ্নে কার্য সম্পাদন করতে সহায়তা করে। ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং অধিক নারী জনপ্রতিনিধিত্বের ফলে সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম্পৃক্ততা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।
প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নারী অধিকার সংরক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বর্তমানে দেশের প্রায় ১১.৯২ কোটি ভোটারের মধ্যে অর্ধেক হলো নারী। ডাটাবেজে এদের তথ্য সংরক্ষণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। সাম্প্রতিককালে নির্বাচনি পরিপত্রসমূহে নারী পুলিশ, নারী আনসার, নারী রিটার্নিং অফিসার, নারী সহকারী রিটার্নিং অফিসার, নারী প্রিজাইডিং অফিসার, নারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, নারী পোলিং অফিসার নিয়োগে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ-৯০বি (ii) অনুযায়ী রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি কমিশনে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন-২০২০-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন ও স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ :

- সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের অসচেতনতা;
- অবিবাহিত, অনগ্রসর ও নিরক্ষর মেয়েদের ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ; এবং
- নির্ধারিত ফি প্রদান করে জন্মনিবন্ধন সনদ সংগ্রহে অনীহা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
- নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; এবং
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

আইন ও বিচার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

আইনের শাসন ও একটি কার্যপোযোগী বিচার ব্যবস্থা মানবকল্যাণ সাধনের মূল ভিত্তি যা একইসাথে যথাযোগ্য ও কার্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখে। এই শর্ত অপূরণীয় রেখে কোনো রাষ্ট্রেই উন্নয়ন অর্থবহ হয় না। রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও কার্যকরী বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইন এবং বিচার বিভাগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, বিচারপ্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগণের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক বৈষম্য ন্যূনতম পর্যায়ে আনা এ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগণের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বিচার ব্যবস্থায় অভিগমনে সাম্যতা নিশ্চিত করতে অস্বচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা আইন ও বিচার বিভাগ গ্রহণ করে থাকে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-তে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আইনগত উপায়ে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা রোধকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, পারিবারিক সহিংসতা রোধ আইন-২০১০, যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-১৯৮৫, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ কার্যকর আছে।

দক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থায় অভিগমনে সাম্যতা বিধান এবং ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ সংক্রান্ত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলা হচ্ছে—মধ্যস্থতা, আপস, সালিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধিকরণ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)-এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি, গরিব ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান, আইনগত সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সংবলিত পোস্টার, প্যাম্পলেট ইত্যাদি প্রকাশ এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজন, আইনগত সহায়তা প্রদানকারীগণের প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ, কল সেন্টার/হটলাইনের মাধ্যমে আইনি পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৬৫	১৩৯	২৬	১৫.৮
নিবন্ধন অধিদপ্তর	২,৮৫৯	২,০৬৯	৭৯০	২৭.৬
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়	৪১	৩৪	৭	১৭.১
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৫৯	৫১	৮	১৩.৬

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	১৪০	৯৭	৪৩	৩০.৭
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	৪০	৩৪	৬	১৫.০
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	৭৫	৬৬	৯	১২.০
মহাপ্রশাসক সরকারি অছি ও রিসিভার অফিস	১৪	১৪	-	-
অধস্তন আদালতসমূহ	৮,৯০৫	৬,৮৯৩	২,০১২	২২.৬
মোট :	১২,২৯৮	৯,৩৯৭	২,৯০১	২৩.৬

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গত ৩ বছরে ১,২৭,৯০০ জন নারীকে আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। হটলাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৭,৫৭৩ জন নারীকে আইনগত তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১৯৪২.৯	২১২.৩	১০.৯	১৭৫৩.১	২২২	১২.৭	১৯২৩.৮	১৯৭.৬	১০.৩	১৩৫১.৫	৫৯.৫	৪.৪
উন্নয়ন বাজেট	১৭৫.৯	১২.২	৬.৯	৩৩২.৪	৩৫.৬	১০.৭	৩১০.৭	২.২	০.৭	২১০.৮	৪৫.৮	২১.৭
পরিচালন বাজেট	১৭৬৭	২০০.১	১১.৩	১৪২০.৭	১৮৬.৪	১৩.১	১৬১৩.১	১৯৫.৪	১২.১	১১৪০.৭	১৩.৭	১.২

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তি সহজীকরণ	দেশের অধস্তন আদালতসমূহকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্ট রুমে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিটি আদালত এবং বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর, যেমন—থানা, হাসপাতাল, কারাগার এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তি, যেমন—তদন্তকারী, সাক্ষী, আইনজীবী, আসামি সকলে সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে বিধায় কার্যকর মামলা ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিচারপ্রার্থী জনগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে।
ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন	ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইসিটির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভূমি রেজিস্ট্রেশনে নাগরিকগণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পাবেন। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আইসিটি নির্ভর হওয়ায় ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ হ্রাস পাচ্ছে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে নারীও ভূমি নিবন্ধন আধুনিকায়নের উপকারভোগী হচ্ছেন।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান	দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র বিচার প্রার্থীদেরকে বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের ফলে বিচার ব্যবস্থার একদিকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে ও সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক এবং তুলনামূলকভাবে সহিংসতার শিকার হওয়া নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

দরিদ্র নারীদের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিবাহ, যৌতুক প্রথা হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকসহ বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিয়োজিত নারীদেরকে আইনি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মামলা পরিচালনা কার্যক্রম আধুনিকায়নের মাধ্যমে নারীদের আইন ও বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ফলস্বরূপ নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পায়। তাছাড়া সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীসমাজ সরাসরি উপকৃত হয়। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ফলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবাধ চলাচল নিশ্চিত হবে এবং নারীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- পারিবারিক সহিংসতা ইত্যাদির পাশাপাশি আইনি প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে নারীদের অনাগ্রহ;
- প্রতিকার-সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব। তাছাড়া সামাজিক কুফলসমূহ যেমন—সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি নারীর উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়;
- জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্য;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ; এবং
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা ও যৌন-হয়রানি।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন;
- বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা;
- নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া; এবং
- আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত সকল কমিশনে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা।

জননিরাপত্তা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে জননিরাপত্তা বিভাগ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার, সীমান্ত ও সমুদ্র সুরক্ষা, সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, জুয়া, হত্যা, ধর্ষণ ও খুনসহ সকল সামাজিক অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা এবং আইনগত অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে শক্তিশালী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গঠনের প্রয়াসে জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের চেতনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চিহ্নিতকরণে মূল ভিত্তি সংবিধান, যা রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমান অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। একইসাথে আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সকল নাগরিকের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে প্রথাগত রীতিনীতির কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর সমভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। জননিরাপত্তা বিভাগ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ করে নারী সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সীমান্তে নারী পাচার রোধ-এ বিভাগের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশু হত্যা মামলা স্থানান্তরে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নৃশংসভাবে নারী ও শিশু হত্যাকান্ডের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন-২০০২-এর ৬ ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত করা হয়। নারী ও শিশু ইভটিজাদের যে কোনো ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচার করার জন্য মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯-এর তফশিলে দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয়েছে। 'জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ নীতিমালা-২০২০' এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত '৯৯৯' এ প্রাপ্ত নারী ও শিশুর প্রতি যেকোনো সহিংসতা, হয়রানি, সম্মানহানি ও ইভটিজিয়ের এর অভিযোগ দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৫৯	১৩২	২৭	১৭.০
বাংলাদেশ পুলিশ	১,৯৫,৬৭৭	১,৭৯,০০৪	১৬,৬৭৩	৮.৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৫৬,৮২৭	৫৫,৬৯১	১,১৩৬	২.০
বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	৩,৭৫১	৩,৭২০	৩১	০.৮
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	১৯,৩৫৭	১৭,০৭০	২,২৮৭	১১.৮
মোট :	**২,৭৫,৭৭১**	**২,৫৫,৬১৭**	**২০,১৫৪**	**৭.৩**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৫৬৯৪.৮	১৮৫২.২	৭.২	২২৫৭৫.৩	১৪৯৪	৬.৬	২৪৫৯৪	১৭৬১.৪	৭.২	২১৪৪৮.৮	১২৬৪.৬	৫.৯
উন্নয়ন বাজেট	১৭১৬.১	৮১৩.২	৪৭.৪	১১১৯.১	৫২৭	৪৭.১	১৬১৩.৭	৮২৬.৬	৫১.২	১৫০৮	৮৪৭	৫৬.২
পরিচালন বাজেট	২৩৯৭৮.৭	১০৩৯	৪.৩	২১৪৫৬.২	৯৬৭	৪.৫	২২৯৮০.৩	৯৩৪.৮	৪.১	১৯৯৪০.৮	৪১৭.৬	২.১

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার	দেশে বর্তমানে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু আছে। সেন্টারগুলো নারীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে সুরক্ষা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নারী ও শিশু পাচার রোধ, আইনি সহায়তা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভিকটিমদের পুনর্বাসন এ সেন্টার থেকে করা হয়ে থাকে।
নারী ও শিশু পাচার রোধ	নারী ও শিশু পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন এবং বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) ও বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি)-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ৯৯৯ ইমারজেন্সি কল সেন্টারের গৃহীত তথ্যের মাধ্যমে অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, নারী ও শিশু নির্যাতন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা অপারেশনাল ইউনিটে প্রেরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ১৭টি (রোটেশন) ও ৩টি (এফপিইউ) নারী ইউনিট এবং ১,৭৭৫ জন নারী সদস্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশে একটি পূর্ণাঙ্গ নারী ইউনিট (১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন) গঠিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিজিবিতে ১,১৩৫ জন মহিলা সৈনিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় ১৯টি আইসিপিতে মহিলা সৈনিকগণ দায়িত্ব পালন করছেন এবং এর পাশাপাশি তারা গার্ড পুলিশ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে এবং দাপ্তরিক কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন। নারীদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে স্থাপিত ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নারী আনসার সদস্যদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনসারের ২টি মহিলা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। আনসার ব্যাটালিয়নে নারী অধিনায়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে 'চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাচার ভিকটিম বিশেষত নারী ও শিশু ভিকটিম ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের উদ্ধার কার্যক্রম থেকে পুনর্বাসন পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- উন্নয়নমূলক কার্যাবলি গ্রহণের সময় অগ্রাধিকার হিসেবে নারীসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পৃথকভাবে বৃহৎ আকারে নেয়া হচ্ছে না;
- বিদ্যমান নারীবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনার অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনার জন্য মূল বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব; এবং
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে নারী উন্নয়নের কার্যাবলিসমূহ নিয়ে নিয়মিত সভা এবং রিপোর্টের মাধ্যমে তদারকি করা প্রয়োজন।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোতে নারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা;
- গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সচিবালয়ের অভ্যন্তরে নারীদের দ্বারা পরিচালিত নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য মানসম্মত ফুডকোর্টের ব্যবস্থা করা;
- UNFPA-এর পরিচালনায় Protection and Enforcement of Women Rights (PEWR) প্রকল্পের অধীন অধিক সংখ্যক Women Help Desk গঠন করা; এবং
- পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং সকল মেট্রোপলিটন সদরে Women Support Centre স্থাপন করে ভিকটিমদের কাউন্সেলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সকল কাজে মানসম্মত পরিষেবা নিশ্চিত করা গেলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো—রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সকল কাজে মানসম্মত পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মাদক নির্মূল, কারাবন্দিদের পুনর্বাসন, দেশে ও প্রবাসে পাসপোর্ট সেবা প্রদান, ভিসা ইস্যুকরণ এবং অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্যোগকালীন উদ্ধার অভিযান নিশ্চিত করা। সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের চেতনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চিহ্নিতকরণের মূল ভিত্তি সংবিধান, যা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমান অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের জন্য নানামুখী সমর্থন ও সেবার মান উন্নীত করা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ‘একটি দেশ যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে সেখানে নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সমান অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ ও স্বীকৃতি পাবে’। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে আন্তর্জাতিক সনদ ‘সিডো’-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (১৭টি) ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে সরকার অগ্রাধিকারমূলক ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এসডিজি’র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্য ৩-এর ৩.৫.১ এবং লক্ষ্য ১৬-এর ১৬.৩.২ সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত, যা নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২০৫	১৫৭	৪৮	২৩.৪
কারা অধিদপ্তর	১০,৪৬০	৯,৭৮২	৬৭৮	৬.৫
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১,৭৬০	১,৫৭০	১৯০	১০.৮
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	৯০১	৭৭১	১৩০	১৪.৪
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	১২,৬৮৩	১২,৫৮০	১০৩	০.৮
মোট :	**২৬,০০৯**	**২৪,৮৬০**	**১,১৪৯**	**৪.৪**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- কারাগারে কর্মরত মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৪০টি কারাগারে মোট ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। কারাগারে আটক মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য বর্তমানে ১০টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চলমান আছে; এবং
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং এ নারী কর্মচারীদের পদায়ন করা হয়েছে। ফলে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৪১৬৩.৪	৭১৩.৩	১৭.১	৩১৮৫.৩	৬০৮.২	১৯.১	৪১৮৭	৭০৬.৬	১৬.৯	৩০৬১.৯	৩৪৩.১	১১.২
উন্নয়ন বাজেট	১৫৪২.৩	৩৩১.৩	২১.৫	১০৬৩.১	২৩৪.৮	২২.১	১৬৮৪.৩	২৫৮.৫	১৫.৩	১০৮৮.৮	১৮৮.৩	১৭.৩
পরিচালন বাজেট	২৬২১.১	৩৮২	১৪.৬	২১২২.২	৩৭৩.৪	১৭.৬	২৫০২.৭	৪৪৮.১	১৭.৯	১৯৭৩.১	১৫৪.৮	৭.৮

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
রেশন ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান	পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরে কর্মরত নারী সদস্যগণকে ১০০ ভাগ রেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এ সকল বাহিনীতে কর্মরত নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতো ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
মহিলা কারাগার নির্মাণ এবং মহিলা বন্দিদের প্রশিক্ষণ	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জের ক্যাম্পাসে ৩০০ জন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মহিলা কারাগার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা ২৭/১২/২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে মহিলা বন্দিদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে পুনর্বাসন/স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নকশিকাঁথা সেলাই, টেইলারিং, এমব্রয়ডারি, বিউটিফিকেশন কোর্স এবং পাটজাতদ্রব্য দ্বারা ব্যাগ তৈরি, শোপিস, বুটিক-বাটিকের কাজ ও মাশরুম উৎপাদন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সুরক্ষা সেবা বিভাগ তার চারটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করছে। পুরুষ কর্মচারীদের পাশাপাশি জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কর্মচারীগণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তর করা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবিলায় পুরুষদের পাশাপাশি ২০১৮ সাল থেকে স্টেশন অফিসার/স্টাফ অফিসার পদে নারী অফিসার নিয়োগ শুরু হয়েছে। তাছাড়া পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ফায়ারফাইটার নিয়োগ ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফায়ারম্যান পদনাম পরিবর্তন করে ফায়ার ফাইটার রাখা হয়েছে। ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে। অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের পোশাক প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনি ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এবং বিভাগের মূল ম্যান্ডেটের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্প/কার্যক্রম, এডিপি ও রাজস্ব তালিকা হতে বাদ পড়ে যায়।
- নারী উন্নয়নের জন্য মূল বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব; এবং
- নিয়মিত সভা এবং রিপোর্টের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নের কার্যাবলিসমূহের বাস্তবায়ন/ তদারকির অভাব।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- কারাবন্দিদের আদালতে আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক প্রিজন ভ্যানের অথবা প্রিজন ভ্যানে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা;
- কারাগারে মহিলা কয়েদিদের যোগ্যতা অনুযায়ী আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে একজন মহিলা কয়েদি সাজা ভোগ শেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;
- নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা; এবং
- সকল অধিদপ্তরে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সমাজের ইতিবাচক চালিকাশক্তি হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশরূপে গড়ে তুলতে কাজ করছে। বিজ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১-এর ৫.১ (ঝ) ধারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা এবং তাদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৭৩	১৪৪	২৯	১৬.৮
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	২,০৩৫	১,৬০৯	৪২৬	২০.৯
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	১,০৪০	৭৮০	২৬০	২৫.০
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১৩১	১০১	৩০	২২.৯
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১৫০	১৪০	১০	৬.৭
ব্যান্সডক	৩২	২৬	০৬	১৮.৮
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	৫২	৪৪	০৮	১৫.৪
বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	০৭	০৬	০১	১৪.৩
বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	১২১	১০৯	১২	৯.৯
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	১২৯	১০৬	২৩	১৭.৮
বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)	৭৩	৫৯	১৪	১৯.২
মোট :	**৩,৯৪৩**	**৩,১২৪**	**৮১৯**	**২০.৮**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
প্রদত্ত ফেলোশিপ	৩৪৫২	১৪৭৮	১৯৭৪	৫৭.২
প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প	৩৮৮	২৫৫	১৩৩	৩৪.৩
গবেষণা অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগী	৬৮২	৫৭৬	১০৬	১৫.৫
মোট :	**৪৫২২**	**২৩০৯**	**২২১৩**	**৪৮.৯**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১৩৬০৭.৪	২৯৭.৩	২.২	১২৮২১.২	২১৬.৩	১.৭	১৬৬১৩.৮	৩২০	১.৯	১৫০৭০.৫	১৭৩.৭	১.২
উন্নয়ন বাজেট	১২৯৮০.১	২৭৩.৭	২.১	১২২৪৩.৩	১৯৫.২	১.৬	১৬০১১.৫	২৯৩.৫	১.৮	১৪৫১৭.৩	১৫৬.৮	১.১
পরিচালন বাজেট	৬২৭.৩	২৩.৬	৩.৮	৫৭৭.৯	২১.১	৩.৭	৬০২.৩	২৬.৫	৪.৪	৫৫৩.২	১৬.৯	৩.১

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্প্রসারণ	তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে পরমাণু চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় বিশেষ করে নারীদের কয়েকটি জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এতে ৪৫% নারীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী টেকসই, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন	নারী কর্তৃক ব্যবহার্য নিরাপদ এবং খাবারযোগ্য দূষণমুক্ত (আর্সেনিকমুক্ত) পানি সরবরাহের উপর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে। বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, সামাজিক মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়ন ৪০% বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার প্রসার	দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প-কর্মসূচির গবেষণায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণাকর্মে নারীর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এতে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা কার্যক্রম বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় এ যাবৎ ৪৫৭ জন দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে ডিগ্রি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে নারী ফেলোর সংখ্যা ২০১ জন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বর্তমানে ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন এবং তাঁরা সাফল্যের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছেন। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বপদে থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নারীর প্রবেশগম্যতা কম; এবং
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে সুনির্দিষ্টভাবে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক কোনো পরিকল্পনা না থাকা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- আধুনিক পরমাণু চিকিৎসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন;
- প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূলে লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনায় বর্ণিত গবেষণা ও উন্নয়ন পেশায় (R&D) নারীদের প্রণোদনা (incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; এবং
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল বিষয়গুলিতে নারী শিক্ষার্থীদের নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ভবিষ্যতে নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আকর্ষণীয় তথ্যপ্রবাহের ব্যবস্থা করা।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বাসস্থান নারী-পুরুষ সকলেরই মৌলিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা-উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, প্লট বরাদ্দ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, বিভিন্ন নগরীর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন, লেক উন্নয়ন এবং ফ্লাইওভার নির্মাণসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (Allocation of Business) এ নারী উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ম্যান্ডেট না থাকলেও পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিম্ন আয়ের গৃহহীন নারী ও হতদরিদ্র দুস্থ নারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ ও বস্তিবাসীদের জন্য গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের বিদ্যমান আইন, জাতীয় পরিকল্পনা দলিল এবং নীতিমালায় বর্ণিত নারীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ন ও গৃহায়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির ১১তম অভীষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী বাসস্থান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১-এর অনুচ্ছেদ ৩৫-এ গৃহায়ন ও আশ্রয়ণসংক্রান্ত তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম উদ্দেশ্য হলো–পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা, একক নারী, নারীপ্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদান, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো–নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন-হোস্টেল, ডরমেটরি এবং বয়স্কদের জন্য হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা, তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো–গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীদের সম্পৃক্ত করা। এই সকল জাতীয় পরিকল্পনা দলিল এবং নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার আওতায় নির্দিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদ অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে যা নারী উন্নয়নে সহায়ক।

গৃহায়ন নীতিমালা-২০১৬-তে নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩.২ ও ৪.১০ এ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা মতবাদ নির্বিশেষে গৃহায়ন সুবিধাদিতে নারী-পুরুষ সকলের সমান প্রবেশাধিকার, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য আলাদা আবাসন সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬-এর ধারা ৫(ঢ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮-এর ধারা ৫(ণ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২০-এর ধারা ৫(ঠ) সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আইনে কর্তৃপক্ষের সদস্যসমূহের মধ্যে আব্যশিকভাবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক শহরের পরিকল্পনা প্রণয়নে নারীর মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৪২	১১৭	২৫	১৭.৬
অধীন সংস্থাসমূহ	৯,১৮৭	৮,০৫১	১,১৩৬	১২.৩
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ	২,১৪৪	১,৯৬৪	১৮০	৮.৪
মোট :	**১১,৪৭৩**	**১০,১৩২**	**১,৩৪১**	**১১.৭**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২,৮৬৭	১,৫৮২	১,২৮৫	৪৪.৮
অধীন সংস্থাসমূহ	৫১,০৭৬	২৯,৮৫৭	২১,২১৯	৪১.৫
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ	৭৭,২৪৬	৪৬,০২৭	৩১,২১৯	৪০.৪
মোট :	**১,৩১,১৮৯**	**৭৭,৪৬৬**	**৫৩,৭৩৩**	**৪১.০**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৭৪২৮.২	১১৩৬.৯	১৫.৩	৮৬৯৭.২	১০৯৩.৭	১২.৬	৬৮২০.৮	১০২৫.৫	১৫.০	৬৫২৫.২	৩৪২.৮	৫.৩
উন্নয়ন বাজেট	৫৪৭৯.৫	৪৩৩.৪	৭.৯	৬৭৯৮.৪	৪৬৯.২	৬.৯	৪৯২৮.৯	৩৩৮.৬	৬.৯	৪৯২৭.৩	৩২২.৮	৬.৬
পরিচালন বাজেট	১৯৪৮.৭	৭০৩.৫	৩৬.১	১৮৯৮.৮	৬২৪.৫	৩২.৯	১৮৯১.৯	৬৮৬.৯	৩৬.৩	১৫৯৭.৯	২০	১.৩

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
শহরাঞ্চলের ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার	অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং অস্বাস্থ্যকর আবাসনের কারণে নারীরা সরাসরি ও অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর আবাসন ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। যা নারী উন্নয়নে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে।
শহরাঞ্চলে পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ	অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে নারীরা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া নাগরিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত জলাশয়, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির অভাবে বিশেষত নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ পায় না। উল্লিখিত সুবিধাসমূহ প্রবর্তন করা হলে তা নারী উন্নয়নে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বিভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জনসাধারণের উপযোগী টেকসই ও নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	কর্মজীবী নারীদের জন্য ডরমেটরি নির্মাণের মাধ্যমে নারীর নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের নিরাপত্তা এবং কর্মজীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখে।
আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং গৃহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে এ শিল্পের বিপণনে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ঢাকার মালিবাগ এবং মিরপুর সেকশন-৬-এ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত নতুন ৭৪৪টি ফ্ল্যাটের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীর আবাসন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। অধিকাংশ সরকারি ভবনে এবং পাবলিক স্পেসে dedicated female toilet স্থাপন করা হয়েছে। মহিলা হোস্টেল, ব্যারাক ভবন নির্মাণ, উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চট্টগ্রামের সল্টগোলা-পতেঙ্গা রোডের পার্শ্বে পোশাকশিল্পে কর্মরত ১,০০০ জন নারী শ্রমিকদের আবাসনের লক্ষ্যে ২৪৪টি ডরমিটরি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের কোটা পূরণ এবং আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী নারীদের সরকারি বাসা বরাদ্দের মাধ্যমে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যানে স্থান সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- গৃহায়ন ও নগরায়ণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকৃত দরিদ্র ও দুস্থ গৃহহীন নারীদের চিহ্নিতকরণে সমস্যা;
- নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য একক নারী ও নারীপ্রধান পরিবারের তথ্যাদি/ডাটাবেজ না থাকা;
- ডরমেটরি, হোস্টেল, বয়স্কদের হোম ও স্বল্পকালীন আবাসস্থলের জন্য জমি/ভূমির স্বল্পতা;
- বিভিন্ন সরকারি অফিস/পাবলিক প্লেসে dedicated female toilet এবং ওয়াশরুম তৈরির জন্য পর্যাপ্ত স্পেস সংকট; এবং
- পূর্ত কাজকে নারীরা চ্যালেঞ্জিং মনে করে নিরুৎসাহ বোধ করেন।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- সরকারি-বেসরকারি কর্মজীবী নারীদের আবাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হোস্টেল ও ডরমেটরি নির্মাণ করা;
- সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ফ্ল্যাট ও প্লট বরাদ্দে নারীদের জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা;
- বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করা;
- বস্তিবাসী নারী এবং দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা;
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য উত্তম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সকল সরকারি অফিস ভবনে এবং গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেসে dedicated female toilet স্থাপন করা; এবং
- বিনোদন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পার্কে নারীদের জন্য পৃথক মহিলা অঙ্গনের ব্যবস্থা রাখা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার একটি সমাজের স্বাধীনতার পরিচায়ক। তথ্য এবং যোগাযোগের সাথে উন্নয়ন এখন অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেকোনো দেশের উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম-ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। উন্নয়নের এ স্রোতোধারা বহমান রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবার নিকট অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। জনগণ তথ্যসমৃদ্ধ হলে তারা ক্ষমতাবান হয়। সে কারণে, বাংলাদেশে একটি সুস্থ মূল্যবোধসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণসহ সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নির্বাচনি ইশতেহার, ২০১৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় নারীবিষয়ক নিম্নবর্ণিত ০৫(পাঁচ)টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

- **সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ :** শিশু ও নারীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, নবজাতক শিশুর পরিচর্যা, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর ফলে সমাজে বসবাসরত সকল পর্যায়ের মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য সমুন্নত থাকবে;
- **মানসম্মত শিক্ষা :** শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা হ্রাস হবে এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে;
- **নারী ও পুরুষের সমতা :** সিআরসি, সিডোতে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এর ফলে সমাজে প্রচলিত নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দূর করে তাদের মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হবে;
- **নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন :** পরিবারে প্রতিটি কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার এবং উন্নতমানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাখার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে;
- **জলবায়ু কার্যক্রম :** জলবায়ু নেতিবাচক পরিবর্তনের ফলে শিশু ও নারীদের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হয়।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৪৯	১২৭	২২	১৪.৭
তথ্য অধিদফতর	৩৪৩	২৮২	৬১	১৭.৮
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	৬৩০	৫৯০	৪০	৬.০
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	১৭৮	১৪২	৩৬	২০.২
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	১২৭	১০৬	২১	১৬.৫
বাংলাদেশ বেতার	১,৮১১	১,৪২৬	৩৮৫	২১.৩

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বাংলাদেশ টেলিভিশন	১,১৯৬	১,০৪১	১৫৫	১৩.০
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও সেন্সরবোর্ড	১২৫	১২০	৫	৪.০
তথ্য কমিশন	৫৪	৪১	১৩	২৪.১
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	১৯৯	১৭৬	২৩	১১.৫
অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/ইনস্টিটিউট	১৬৪	১৩৬	২৮	১৭.১
মোট :	**৪,৯৭৬**	**৪,১৮৭**	**৭৮৯**	**১৫.৯**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১০৫০.৫	৫০৫.৩	৪৮.১	১৩৭৫.৫	৮৯৩.৮	৬৫.০	১০৯৮.৭	৫২৪.৩	৪৭.৭	৯৭৫.৪	৫১০.২	৫২.৩
উন্নয়ন বাজেট	২১১.৭	১১৮.৯	৫৬.২	৫২১.৩	৪৫৩.৪	৮৭.০	২৮২	১৬২.২	৫৭.৫	২২৪.৯	২২৩	৯৯.২
পরিচালন বাজেট	৮৩৮.৮	৩৮৬.৪	৪৬.১	৮৫৪.২	৪৪০.৪	৫১.৬	৮১৬.৭	৩৬২.১	৪৪.৩	৭৫০.৫	২৮৭.২	৩৮.৩

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
জনসচেতনতা তৈরি এবং তথ্য অধিকার সমুন্নত রাখা	বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নারী উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিদিন ১.১৮ ঘণ্টা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন ৩৬ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার করে। এসব অনুষ্ঠান নির্মাণে নারী শিল্পী ও কলা-কুশলী সমভাবে সম্পৃক্ত বিধায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া নারী উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ, মহিলা সমাবেশ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্রবন্ধ, প্রামাণ্যচিত্র এবং ফিচার প্রচার ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এসকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
আধুনিক, কার্যকর ও গণমুখী গণমাধ্যম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন	নারী অধিকার, জেন্ডার সমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহারে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানসম্মত ও দর্শক-শ্রোতা প্রিয় অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ম্যাস মিডিয়া নিউজ এন্ড প্রোগ্রাম প্রোডাকশন টেকনিক, মডার্ন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম, এসডিজি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নানা প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে যেখানে ব্যাপক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াও জেন্ডার ইস্যু, 'সিডো' সনদ বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কমপক্ষে ২০%-২৫% নারী প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় 'শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈষম্য কমানোসহ নারীর সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন আনয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীদের সার্বজনীন অধিকার সমুন্নত রাখতে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নাটক, গান, গম্ভীরা, স্পট, জিঙ্গেল, আলোচনা সভা, ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং, বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আমি মিনা বলছি, সাপ্তাহিক নাটক, সরাসরি ফোন ইন অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশেষ দিবসে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণকে নারীদের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও ধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- গণমাধ্যমে নারীর দায়িত্ব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট না হওয়া;
- নারীর প্রতি নেতিবাচক ও সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হওয়া; এবং
- অবাধ তথ্যপ্রবাহে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত থাকা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো;
- নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার বৃদ্ধি করা;
- বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ রাখা;
- প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা; এবং
- নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সোপান হলো প্রশিক্ষণ। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, নবসৃষ্ট বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যকলা ও সংস্কৃতির সকল শাখার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, শুদ্ধ সংগীত এবং নাট্যকলার চর্চা, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতের ব্যাপক প্রসার, ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন, গণগ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারী জনগোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ লাভের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস, যেমন–ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে এ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় সংস্কৃতি নীতি- ২০০৬ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে সর্বস্তরের জনগণের জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ২৩, ২৩(ক) ও ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে নারীর প্রতি সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমসুযোগ লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০.২ অনুসারে বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জন্মস্থান, ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন বিষয় উল্লেখ আছে। জাতীয় সংস্কৃতি নীতি-২০০৬-এর মূলনীতিতে 'এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং দেশে বসবাসকারী সকল জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন, এর অবক্ষয়রোধ এবং জাতীয় উন্নয়নে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়ন, প্রচার ও ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দেশে বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ' বিষয়সমূহ বিবৃত আছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০১	৭৮	২৩	২২.৮
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৪৪২	৩৫১	৯১	২০.৬
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট	৬২	৫৩	৯	১৪.৫

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বাংলা একাডেমি	২৭৩	২১৯	৫৪	১৯.৮
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৩৫৩	২৯৮	৫৫	১৫.৬
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৩৭৮	৩৩২	৪৬	১২.২
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	৫৮৫	৪৯৩	৯২	১৫.৭
অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/ইনস্টিটিউট	৩৩০	২৭৪	৫৬	১৭.০
মোট :	**২,৫২৪**	**২,০৯৮**	**৪২৬**	**১৬.৯**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৬৯৮.৮	১৭০	২৪.৩	৬৬১.৭	১৩৬	২০.৬	৬৩৬.৮	১৫২.৪	২৩.৯	৫৫৬.৫	১৩০.৭	২৩.৫
উন্নয়ন বাজেট	২৬২.১	৫৫.৫	২১.২	২৯৪.৩	৫১.৬	১৭.৫	২৪৭.৩	৫৪.৯	২২.২	২০৮.৫	৭২.৩	৩৪.৭
পরিচালন বাজেট	৪৩৬.৭	১১৪.৫	২৬.২	৩৬৭.৪	৮৪.৪	২৩.০	৩৮৯.৫	৯৭.৫	২৫.০	৩৪৮	৫৮.৪	১৬.৮

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মাতৃভাষাসহ দেশজ শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও প্রসার	জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের আওতায় অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার সুযোগ লাভ করছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের কারণে দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অস্বচ্ছল নারী সংস্কৃতিসেবীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে নারীর আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন	লোকজ ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ, মেলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অংশগ্রহণের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানসিক বিকাশ ঘটছে। ফলে তা নারীর দারিদ্র্য নিরসন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা	অনলাইনসহ (ই-বুক) অন্যান্য লাইব্রেরি সেবা প্রদান, সৃজনশীল প্রকাশকদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বই সংগ্রহ, ক্রয় এবং জেলা-বিভাগ পর্যায়ে বই পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগারের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নসহ পাঠাগারে বই পড়ার সুযোগ লাভের মাধ্যমে নারীর মানসিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	অসচ্ছল নারী সংস্কৃতিসেবীদের অনুদান	%	১৮	২০	২০.৮
২.	সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ	%	৩১	৩৫	২৮.২

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সংস্কৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বিগত তিন বছরে ৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪ জন (২১.২%) প্রতিভাবান নারীকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়া উল্লিখিত তিন বছরে ১৪,১৭১ জনের মধ্যে ২,৯৪৬ জন (২০.৮%) নারী সংস্কৃতিসেবীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে ১৯৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজকে সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত গণগ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ১৫,৭৩,০৬০ জন নারীপাঠক সেবা গ্রহণ করেছে। আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ১,১৭৭ জন নারীকে গবেষণা সেবা প্রদান করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে নিয়মিত আয়োজিত সাংস্কৃতিক মেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা, বিজয় উৎসব, স্বাধীনতা উৎসব, বিভিন্ন মনীষী ও গুণিজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন, রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী উৎসব, বাংলা নববর্ষ উৎসব এবং মাসব্যাপী চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি মেলায় মূলত নারীদের অংশগ্রহণ বেশি থাকে। বিভিন্ন উৎসবে এ অংশগ্রহণ নারীদের আর্থিকভাবে উপকৃত করার পাশাপাশি মানসিক বিকাশেও বিরাট ভূমিকা রাখছে। সাংস্কৃতিক চুক্তি বাস্তবায়নের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭টি সাংস্কৃতিক দলের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে নারীরা তাদের সৃজনশীল মেধা এবং দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান, যা নারীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারীবান্ধব সাংস্কৃতিক অঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে অনেক সময় তা বাধাগ্রস্ত হয়; এবং
- জেলা-উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী জনগোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীদের আশানুরূপ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় না।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাঠাগার স্থাপন এবং পাঠাগারে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচার অভিযান পরিচালনা করা;
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে নারী উন্নয়নে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের লালন, বিকাশ সাধন ও যথাযথ উন্নয়নের জন্য সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলাসহ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বাংলা একাডেমির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্য চর্চা, গবেষণা কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- দুস্থ ও অসহায় এবং অসচ্ছল নারী শিল্পীদের ভাতা প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১.০ ভূমিকা

টেকসই ও ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামোর পরিকল্পিত উন্নয়ন। অত্যাধুনিক ও সুপরিকল্পিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বাংলাদেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাতের অবদান যথাক্রমে ৭.৪ শতাংশ ও ৭.৩ শতাংশ। তারই ধারাবাহিকতায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের টেকসই উন্নয়ন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হলে তা শিশু ও নারীদের প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ সহজতর হয়, জীবনযাত্রার মান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হলে একদিকে যেমন–জনসাধারণের নিরাপদ যাতায়াত সহজ হয়, পরিবহণ ব্যয় হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, শিল্পায়নে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে তেমনিভাবে দারিদ্র্য হ্রাসসহ নারীদের উন্নয়নে, নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে এবং সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের Allocation of Business-এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে সড়ক অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ সহজীকরণ, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও নারীসহ সকলের জন্য সহজলভ্য সেবাপ্রদান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সকল পর্যায়ের নারীর অংশগ্রহণ একদিকে যেমন–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে অন্যদিকে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করছে। সড়ক নীতি নির্ধারণী দলিলসমূহ, যেমন–Revised Strategic Transport Plan (RSTP), জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা (NIMTP), রোড মাস্টার প্লান ইত্যাদিতে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এ বিভাগের কার্যক্রমে নারীবান্ধব পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্ট। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা-২০৩০-এর আওতায় ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল বাস্তবায়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল কার্যক্রম প্রচলন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যানজট নিরসন ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালনার ফলে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত হওয়ায় নারীদের নিরাপদে ভ্রমণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিবালয়)	১৮৪	১৪২	৪২	২২.৮
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)	৪,৬২৮	৪,৩৭৬	২৫২	৫.৪
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ)	৭১০	৬৪৪	৬৬	৯.৩
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	৩৫৯	৩৪৯	১০	২.৮

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১০৮	৯৮	১০	৯.৩
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	৩,৮৮৫	৩,৮০৩	৮২	২.১
মোট :	**৯,৮৭৪**	**৯,৪১২**	**৪৬২**	**৪.৭**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

- জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন বিশেষত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংশ্লিষ্ট কাজে নারী শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০০৮-০৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জানুয়ারি/২০২৩) পর্যন্ত ৮,২৮৯ জন মহিলাসহ মোট ৯৮,৫৮১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বিআরটিএ'র মাধ্যমে ২০১২ সাল হতে মহিলা গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক কর্তৃক দেশে আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত ৩৭,৩১৬ জন মহিলা গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ শেষে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১,৬৬৬ জন পেশাদার চালক রয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৩৯৭০৯.৯	১৭৪৩১.৪	৪৩.৯	৩৫২৪৮.১	১৭৭৬৬.১	৫০.৪	৩৬৬৪৭.৭	১৭৬২৯.৯	৪৮.১	২৯৮৫১.৬	১১১৯৫.৭	৩৭.৫
উন্নয়ন বাজেট	৩৪০৬২.২	১৬৩৬৪.৩	৪৮.০	২৯৮৯৬.৬	১৬৭৫৬	৫৬.০	৩১২৯৫.৯	১৬৬১০.১	৫৩.১	২৬১২৮.২	১১১৯৪	৪২.৮
পরিচালন বাজেট	৫৬৪৭.৭	১০৬৭.১	১৮.৯	৫৩৫১.৫	১০১০.১	১৮.৯	৫৩৫১.৮	১০১৯.৮	১৯.১	৩৭২৩.৪	১.৭	০.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন বিশেষত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত ধরনের কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়। এতে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, নারীরা স্বাবলম্বী হয়, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামের নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন সহজতর হয়।
সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হলে নারী ও শিশুদের ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে নারী ও শিশুদের অসচেতনভাবে সংঘটিত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির পরিমাণ কমে যাবে।
ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ	মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় নারীরা ICT সেন্টার পরিচালনার পাশাপাশি পরিবহণ সেক্টরে অংশগ্রহণ করতে পারবে ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
অত্যাধুনিক গণপরিবহণ হিসেবে Mass Rapid Transit বা মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	মেট্রোরেলে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কম্পার্টমেন্ট রয়েছে। এতে নারীরা সহজ ও নিরাপদে কর্মক্ষেত্রে ও প্রত্যাশিত স্থানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে। নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্পসহ সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নির্মাণ ও চার লেনে উন্নীতকরণ, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে সড়ক নেটওয়ার্ক দেশের সকল অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে নারীরা সহজে ও নিরাপদে এবং দ্রুত বিভিন্ন স্থানে তথা কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করতে পারছে, প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি সেবা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারছে। এ বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহে পরামর্শক সেবা খাতে নারী বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জেন্ডার এক্সপার্ট/জেন্ডার এন্ড জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স এক্সপার্ট' নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মজীবী মহিলাসহ অন্যান্য মহিলা যাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ৬টি রুটে ৬টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বাসগুলো লোকসানে পরিচালিত হলেও বিআরটিসি কর্মজীবী নারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সার্ভিসটি অব্যাহত রেখেছে।

বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা আছে। সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের বসার নিশ্চয়তা বিধানে বিআরটিসি বাসের কর্তব্যরত চালক, কন্ডাক্টর ও হেলপারদের কঠোর নির্দেশনা দেয়া আছে। বিআরটিসি ৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ২০টি ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ১৪,৬২৩ জন নারীকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, বিআরটিসি কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ ছাড় রয়েছে। তাছাড়া মার্চ/২০১৮ হতে বিআরটিসি-SEIP-এর আওতায় 'মোটরযান ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ যাবৎ বিনামূল্যে ১,৭১৯ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহে নারী কর্মচারী নিয়োগ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় দেশের ইতিহাসের প্রথম মেট্রোরেলের চালক হিসেবে দুইজন নারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মেট্রোরেলে নারীদের জন্য কম্পার্টমেন্ট সংরক্ষণসহ গর্ভবতী মহিলা ও বয়স্ক যাত্রীগণের জন্য মেট্রো ট্রেনে আসন সংরক্ষণ, মেট্রো স্টেশনগুলোতে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের সংস্থান এবং শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ঢাকা মহানগরীতে নারী যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় বিআরটিসি বাসের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে নারীদের যাতায়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়;
- তাছাড়া বিআরটিসি ও অন্যান্য বাস সার্ভিসের মধ্যে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫টি। তবে বাস্তবে এসব আসন কখনই সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয় না;
- নারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃক এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি; এবং
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ২০ ভাগ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও মাঠ পর্যায়ে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- এসডিজি ২০৩০-এর অভীষ্ট- ১১-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থায় সকলের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করা এবং নারীর প্রতি মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অধিক সংখ্যক নারীদেরকে দক্ষ গাড়িচালক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশ ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতিতে 'ঢাকা নগর পরিবহন' শীর্ষক বাস সার্ভিস পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ মহিলা বাস সার্ভিস চালু করা;
- হাইওয়েতে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট/ওয়াশরুম এবং শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা; এবং
- সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা-২০৩০-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেলসমূহে নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির সফলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং পরিধি বৃদ্ধি করা।

শিল্প মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৭.০৭ শতাংশে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (Allocation of Business) এ নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা অনুচ্ছেদ নেই। নারী উন্নয়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতো এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার না থাকলেও এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা, শিল্পোদ্যোক্তা এবং শিল্প ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রম দক্ষতার উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; পণ্যের প্যাটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ এবং মেধাসম্পদ সুরক্ষা, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সার, চিনি ও লবণ উৎপাদন, পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক মানের সাথে সংগতিপূর্ণ দেশীয় মান নির্ধারণ ও সামঞ্জস্যকরণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় নীতিগত সহায়তা প্রদান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা লাভজনক করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
শিল্প মন্ত্রণালয়	২০৬	১৭০	৩৬	১৭.৫
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন	৪৩	৩৩	১০	২৩.৩
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর	৬৬	৫৫	১১	১৬.৭
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	১০৫	৯৮	০৭	৬.৭
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	১,৫৮৩	১,১৩৭	৪৪৬	২৮.২
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২২৭	২১৬	১১	৪.৯
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	১,৭৮৭	১,৪৯৭	২৯০	১৬.২
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিউট	৩৮৩	৩২২	৬১	১৫.৯
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	১,৬৬৬	১,৩৪৭	৩১৯	১৯.২
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র	৫৮৪	৫৫২	৩২	৫.৫
বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব ম্যানেজমেন্ট	৯৩	৭৫	১৮	১৯.৪
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	১২	১১	১	৮.৩
এসএমই ফাউন্ডেশন	৭৯	৬৬	১৩	১৬.৫
মোট :	**৬,৮৩৪**	**৫,৫৭৯**	**১,২৫৫**	**১৮.৪**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৩০২৩.৭	৭০৮.৩	২৩.৪	২২২২.৫	৩৪০.৭	১৫.৩	১৫২১.২	৩৫৪.৩	২৩.৩	২১৩৪.৭	১১৯.১	৫.৬
উন্নয়ন বাজেট	২৬৫৩	৬৬৩.৫	২৫.০	১৮৯০.৬	৩০২.৭	১৬.০	১১৪৪.৮	৮৮.৩	৭.৭	১৫৫০.৩	৮৮.১	৫.৭
পরিচালন বাজেট	৩৭০.৭	৪৪.৮	১২.১	৩৩১.৯	৩৮	১১.৪	৩৭৬.৪	২৬৬	৭০.৭	৫৮৪.৪	৩১	৫.৩

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনানুযায়ী শিল্প স্থাপন	Balancing Modernization and Renovation Expansion (BMRE)-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা হচ্ছে। অন্যদিকে জাহাজ নির্মাণ শিল্প, প্লাস্টিক ও মুদ্রণ শিল্প, মৌ-চাষ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প ব্যতীত বাকি শিল্পগুলো নারীবান্ধব। এসব শিল্পে উপর্যুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব হয়েছে।
বিসিকের শিল্প নগর অর্থনৈতিক জোন কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ	শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়া ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচামালের জোগান নিশ্চিত করে ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে। এই কর্মসূচি গ্রহণ করার কারণে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন সার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। সেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের কাজের সংস্থান হচ্ছে।
দূষণমুক্ত শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ	ঢাকা নগরীর দূষণ হ্রাসের জন্য ট্যানারি শিল্প নগরীকে সাভারে স্থানান্তর করার ফলে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এটি কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস করেছে এবং শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করছে।
শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান	বিসিক-এর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)-এর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তার অনুপাত নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং Skill for Employment Investment program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ৯৪০ জন নারীকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে ১০৩৪ জন এবং ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬৫৬ জন নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

নারীদের হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ট্রেডে ১৮৬৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮২০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিটিআই), আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ (৩টি পর্যায়) এর মাধ্যমে ১৩,১৯৯ জন অনগ্রসর মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

এ পর্যন্ত এসএমই ফাউন্ডেশন হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৪% সুদে ৪৪৩ কোটি টাকা (নারী সুবিধাভোগী ৮৭৭ জন এবং পুরুষ ৩১১০ জন) এবং ৯% সুদে ১২২ কোটি টাকা (নারী সুবিধাভোগী ৫২৪ জন এবং পুরুষ ১,৬৬২ জন) বিতরণ করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ হতে বিসিক ১০০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। উক্ত ঋণের অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে ১০% নারীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দেয়ার শর্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত ১,৫৭৬ জন নারীকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৬০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা;
- উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার অভাব;
- বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব; এবং
- প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা সার্ভিসের স্বল্পতা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে নারী শিল্পোদ্যোক্তারা যাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে জন্য প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা;
- পার্বত্য জেলাসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)-এ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিসিক-এর বিদ্যমান ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং বিসিক-এর ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বিসিকের নতুন বাস্তবায়িত শিল্পনগরীগুলোতে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ১০% প্লট বরাদ্দ দেয়া এবং মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ৫০% নারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সরকারের অনন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন দর্শন। সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। মানুষের মনোজগৎ থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং একটি অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুরুষের পাশাপাশি নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি প্রণয়ন, হজ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন, হজ যাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ-ওমরাহ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম, তীর্থ ভ্রমণ, বিদেশে গমনকারী এবং বিদেশ থেকে আগত ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত কার্যক্রম, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলের সমানভাবে ইসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণে এ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১২, ২৮ এবং ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যরোধ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০২১ নারী হজ যাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে হজ পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (৫.৩) অনুযায়ী শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ প্রভৃতির মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসানের বিষয় উল্লেখ আছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংবিধানের নির্দেশনা মোতাবেক অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নারী উন্নয়নের জন্য প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহসহ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০৪	৮৬	১৮	১৭.৩
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৯৯১	৮৯১	১০০	১০.১
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়	১১৫	১০৯	৬	৫.২
হজ অফিস, ঢাকা	১৯	১৮	১	৫.৩
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১০	১০	-	-
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	১০	৮	২	২০.০
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৭	৫	২	২৮.৬
মোট:	১,২৫৬	১,১২৭	১২৯	১০.৩

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৫০৯.২	৫২.৪	২.১	৪০৬০.৮	৭২.১	১.৮	২৩৫৩.১	৪৭.৬	২.০	২৪৬৪.৫	৪৬.৮	১.৯
উন্নয়ন বাজেট	২১৭৬.২	০.৫	০.০	৩৭৪৬.৬	২২.৮	০.৬	২০৩৪.৭	১	০.০	২২২৪.৮	১.৮	০.১
পরিচালন বাজেট	৩৩৩	৫১.৯	১৫.৬	৩১৪.২	৪৯.৩	১৫.৭	৩১৮.৪	৪৬.৬	১৪.৬	২৩৯.৭	৪৫	১৮.৮

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান	মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের ৩০ শতাংশ, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের ৮০ শতাংশ এবং প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ৮৭.৭ শতাংশ কেন্দ্র নারীশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে মেয়ে শিশুরা নিজেদের অধিকার, পারিবারিক নির্যাতন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বাল্যবিবাহের কুফল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হচ্ছে।
ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	মন্ত্রণালয় থেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে অধিকতর সহানুভূতিশীল হচ্ছেন।
হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধিদলে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। নারীরা নির্বিঘ্নে হজ ও ওমরাহ ব্রত পালন করছে।
গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা	বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার সর্ম্পকে বর্ণিত ব্যাখার আলোকে পুস্তক প্রকাশনার ফলে মানুষের মাঝে জ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
দরিদ্র ও দুস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের প্রসার	অনুদান প্রদানের ফলে দুস্থ নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। অনগ্রসর দরিদ্র অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম প্রসারের ফলে নারীদের স্বাস্থ্য সেবা বিস্তৃত হচ্ছে, যা দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে এবং নারীর মৃত্যু হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে নারীর অংশগ্রহণ	%	৬০	৬০.৮	৬১.৬
২.	চিকিৎসা সেবা গ্রহণে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা	সংখ্যা (হাজার)	৩০৫	৩১১	৩২৫

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯২ সাল হতে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৮ হাজার জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার ২২০ জন। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৫০ জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৮৭ জন। প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৩২ হাজার ১ শত ৭৪ জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৩ শত ১২ জন। ইসলামিক মিশন কর্মসূচি ১৯৮৩ সালে শুরু হয়। শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত অ্যালোপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী নারী রোগীর সংখ্যা ১,২৯,৫২,০১৪ জন এবং হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী নারী রোগীর সংখ্যা ৩,৮৬৭ জন। জাকাত বোর্ডের মাধ্যমে গত তিন বছরে ৪,৫৫১ জন দরিদ্র নারীকে জাকাত ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারী শিক্ষকের অপ্রতুলতা;
- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীর অধিকার সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসারের ঘাটতি;
- ধর্মীয় গোঁড়ামি; এবং
- সকল পাবলিক প্লেসে নারীদের প্রার্থনা কক্ষের অভাব।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারীশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
- ধর্মীয় গোঁড়ামি দূরীকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১.০ ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জন্য একটি কার্যকর এবং আধুনিক জ্বালানি খাত অত্যাবশ্যক। বর্তমানে সরকার জনগণের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, আমদানি, বিতরণ এবং জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী দেশের সকল অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে জ্বালানি সরবরাহ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিভাগ নারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রম বাজারে নারীদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় সৃষ্টিকারী ও আয়বর্ধনকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুযায়ী ২০৪১ সালে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। তেল ও গ্যাসের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে মিশ্র জ্বালানি (Energy Mix) এবং বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সম্পদের সাথে কার্যক্রমের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি ও পন্থা নির্ধারণ করে যাচ্ছে এ বিভাগ। জ্বালানির সরবরাহ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সুবিধার ফলে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, যা দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নে প্রভাব রাখছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তবে এ বিভাগের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১০৭	৮২	২৫	২৩.৪
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস খনিজ সম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)	৩১৯	২৬৭	৫২	১৬.৩
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)	১৩৭	১২২	১৫	১১.০
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)	৩৯৮	৩১২	৮৬	২১.৭
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)	১৮	১০	৮	৪৪.৪
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই)	২৩	১৮	৫	২১.৭
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	২২	২১	১	৪.৬
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	৫১	৪৩	৮	১৫.৭
মোট :	**১,০৭৫**	**৮৭৫**	**২০০**	**১৮.৬**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়ায় তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রদত্ত সেবা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৯৯৪.১	৫২৩.৯	৫২.৭	১৮৫১.৫	২০২.৩	১০.৯	১৮৬৯.৭	১০৫০.১	৫৬.২	১৩৪১.৭	৮৫১.৪	৬৩.৫
উন্নয়ন বাজেট	৯১১.৪	৪৪৮.৩	৪৯.২	১৭৯১	১৪৬	৮.২	১৭৯৭.৭	৯৮৪	৫৪.৭	১৪৩৯	৭৯৮	৫৫.৫
পরিচালন বাজেট	৮২.৭	৭৫.৬	৯১.৪	৬০.৫	৫৬.৩	৯৩.১	৭২	৬৬.১	৯১.৮	-৯৭.৩	৫৩.৪	০.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন	অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়। গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে নারীদের জন্য জ্বালানি সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।
কয়লা খাতের উন্নয়ন	গ্যাসের মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এ কারণে কয়লা খাতের উন্নয়ন নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।
নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে জ্বালানি তেলের সরবরাহ অত্যাবশ্যক। চাহিদা অনুযায়ী তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারীরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়।
গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি ও গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার	গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা গেলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোটো-বড়ো শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। গ্যাস সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে গ্রামের নারী জনগোষ্ঠী গ্যাস সুবিধার আওতায় আসে।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত জেন্ডার গ্যাপসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণ	গৃহস্থালি কাজ সহজ করার জন্য বিপিসি কর্তৃক চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের মহেশখালী মাতারবাড়ী এলাকায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন অপারেশনাল ক্ষমতার এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে, যা হতে বেসরকারি প্ল্যান্টে বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং নারীসমাজ এর সুফল ভোগ করবে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় গ্যাসের উত্তোলন বৃদ্ধির পাশাপাশি আর-এলএনজি গ্রিডে যুক্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় চাপে সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শহরাঞ্চলের গৃহস্থালি কাজে সম্পৃক্ত নারীরা অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। এছাড়া গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচলিত গ্রামীণ জ্বালানির তুলনায় নারীরা অল্প সময়ে রান্নার কাজ শেষ করতে পারে। এতে নারীদের কর্মদক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও কমেছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- দুর্গম অঞ্চলে জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সবসময় সম্ভব হয় না; এবং
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা; এবং
- জ্বালানি সাশ্রয়ে নারীদের ভূমিকা নিয়ে যথোপযুক্ত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর জন্য বসবাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে সামগ্রিকভাবে নারীগণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিসহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। নারী ও শিশুদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ এবং নারী ও শিশুর সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সহব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করছে। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, নতুন জেগে ওঠা চরসহ নতুন বন সৃজন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম, পরিবেশ বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং বৃক্ষরাজির তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। দেশের ৫১টি সংরক্ষিত এলাকায় অংশগ্রহণমূলক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে ৫০ শতাংশ হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে গঠিত কমিটিসমূহে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ এবং বন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে যে সকল প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তার মধ্যে নারী অংশগ্রহণকারী ৪০ শতাংশ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-তে এ মন্ত্রণালয়কে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা এবং সমান সুযোগ প্রদান করাও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম ম্যান্ডেট।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৬৪	১৩০	৩৪	২০.৭
পরিবেশ অধিদপ্তর	৫৭২	৪৭৬	৯৮	১৭.১
বন অধিদপ্তর	৬,৮৮৩	৬,৬৬৫	২১৮	৩.২
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	৩৮	৩০	০৮	২১.০
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪০০	৩৬৬	৩৪	৯.৩
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	০৭	০২	০৫	৭১.০
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	৫৮	৫০	০৮	৬.১
মোট :	৮,১২২	৭,৭১৯	৪০৫	৫.০

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	৬৫,০০০	৩৫,০০০	৩০,০০০	৪৬.২
বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর	৭,২৬,৬৫৪	৫,৮৫,৭৮৯	১,৪০,৮৬৫	১৯.৪
পরিবেশ অধিদপ্তর	৩,৫৯৬	২,০৪৫	১,৫৫১	৪৩.২
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	৮৩০	৭৩০	১০০	১২.১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	২৬৯	১৪০	১২৯	৪৮.০
মোট :	**৭,৯৬,৩৪৯**	**৬,২৩,৭০৪**	**১,৭২,৬৪৫**	**২১.৭**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১৬৩৮.১	৯৫৬.৮	৫৮.৪	১৩৫৬.১	৮৭৮.২	৬৪.৮	১৫০১.৩	৮৭৫.৩	৫৮.৩	১০৫১.২	২৭৪.৯	২৬.২
উন্নয়ন বাজেট	৮৫১.৩	২৫১.৯	২৯.৬	৬৩৭.৩	২০৭.৯	৩২.৬	৭৩৮.৭	১৬৯.৫	২২.৯	৪১২.১	১১৮.৫	২৮.৮
পরিচালন বাজেট	৭৮৬.৮	৭০৪.৯	৮৯.৬	৭১৮.৮	৬৭০.৩	৯৩.৩	৭৬২.৬	৭০৫.৮	৯২.৬	৬৩৯.১	১৫৬.৪	২৪.৫

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা	• Community Based Adaptation in the Ecologically Areas through Bio-diversity Conservation and Social Protection প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও কক্সবাজার এলাকায় Village Conservation Group-এ ২,০৪৫ জন পুরুষ এবং ১,৫৫১ জন মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। • পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩১শে অক্টোবর ২০২২ তারিখে National Adaptation Plan (২০২৩-২০৫০) প্রণয়নপূর্বক তা UNFCCC-তে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় চিহ্নিত অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রমে Gender-কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা	• বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণে প্রায় ৫০ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে ৩০ শতাংশ মহিলা কাজ করে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট বনজ পণ্য বিক্রয় থেকে অর্জিত আয়ের ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ মহিলা উপকারভোগীদের অনুকূলে প্রদান করা হয়।
দূষণ নিয়ন্ত্রণ	• পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪ জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ বন্ধু চুলা (উন্নত চুলা) স্বল্প মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এতে গৃহ অভ্যন্তরের বায়ু দূষণজনিত (Indoor Air Pollution) স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নারী ও শিশুরা উপকৃত হচ্ছে।
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	• ৫১টি রক্ষিত এলাকায় অংশগ্রহণমূলক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রায় ৫০ শতাংশ হতদরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখার মাধ্যমে নারীরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক বনায়নের আওতায় ১১,৬০৮ জন উপকারভোগী (পুরুষ ৮,৮৫২ জন ও মহিলা ২,৭৫৬ জন) এর মাঝে লভ্যাংশ বাবদ প্রায় ২৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে উপকারভোগীর এক-তৃতীয়াংশ হলো নারী। বনায়ন কার্যক্রমের সাথে দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের সম্পৃক্ত করায় তাঁদের জীবনযাপনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য। এ কার্যক্রম মহিলাদের স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নারীরা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হয়;
- নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ধারাবাহিকতা না থাকা;
- নারীদের পর্যাপ্ত কারিগরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকা; এবং
- সুনির্দিষ্টভাবে নারীদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে বাজেট না থাকা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে জেন্ডারভিত্তিক অসমতা দূরীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা;
- জেন্ডার ইস্যুকে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল নীতি কৌশল ও কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয়সহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নারীদের পরিবেশ সংরক্ষণের অবদানস্বরূপ স্বীকৃতি ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা;
- ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিবেশ দূষণ করে এমন শিল্পে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ প্রদান সীমিত করে তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করা; এবং
- বন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্পের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও নারীর সার্বিক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

ভূমি মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

ভূমি বাংলাদেশে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। আর্থিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় বিভিন্নভাবে ভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমিসংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসন), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ (তহশিলদার) প্রতিটি পদেই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় অসামান্য অবদান রাখছেন। বিশেষ করে ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, অর্পিত এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে নারীরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমিসংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মকর্তার পাশাপাশি নারী কর্মকর্তাগণ ভূমি মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছেন।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (Allocation of Business) এ নারীর উন্নয়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কিংবা অনুচ্ছেদ নেই। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তবে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১, কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭, অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা- ১৯৯৫, হোটেল ও মোটেলের জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত (সংশোধিত) নীতিমালা-১৯৯৮, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১, চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-১৯৯৮, জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯, লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-১৯৯২, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন-২০১১ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২ ইত্যাদি নীতিমালাসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার কোনোটিতেই প্রত্যক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়ে উল্লেখ নেই। তবে এসব নীতিমালার আওতায় নারীগণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষত চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় বিগত বছরসমূহে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০৭	৯২	১৫	১৪.০
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	২২৬	১৮৭	৩৯	১৭.৩
ভূমি সংস্কার বোর্ড	৮৫	৭৫	১০	১১.৮
মাঠপর্যায়ের ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	১৬,৫৬৯	১১,৫৯৯	৪,৯৭০	৩০.০
ভূমি আপীল বোর্ড	৪০	৩২	৮	২০.০

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
ল্যান্ড কমিশন	৮	৮	-	-
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৬	১৮	৮	৩০.৮
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২,২১০	১,৮৮৬	৩২৪	১৪.৭
মোট :	**১৯,২৭১**	**১৩,৮৯৭**	**৫,৩৭৪**	**২৭.৯**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২৯,২৪,৪৪৯	২৭,৩২,৩৪৭	১,৯২,১০২	৬.৬
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	২২৬	১৮৭	৩৯	১৭.৩
ভূমি সংস্কার বোর্ড	৮৫	৭৫	১০	১১.৮
মাঠপর্যায়ের ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	৩,২৫,২৭৩	২,৮৪,৪৬৫	৪০,৮০৮	১২.৬
ভূমি আপীল বোর্ড	৫৫৩	৪৮৬	৬৭	১২.২
ল্যান্ড কমিশন	৮	৮	-	-
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২,৬৯৮	২,৪১৫	২৮৩	১০.৫
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৭০,৩৬,৫৪০	৬৩,৩২,৪৬০	৭,০৪,০৮০	১০.০
মোট :	**১০২,৮৯,৮৩২**	**৯৩,৫২,৪৪৩**	**৯,৩৭,৩৯০**	**৯.১**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৪৫৮.৭	৩০৬.৯	১২.৫	১৯৪৬.৪	২৭০	১৩.৯	২৩৮০.৫	২৯২.৬	১২.৩	১৫৪২.৮	৬৪.৯	৪.২
উন্নয়ন বাজেট	৯২৫.৫	৯৩	১০.০	৬১৮.৩	৭৫.৮	১২.৩	১০৩২.৫	৭৬.৩	৭.৪	৪৬১.৮	৩২.১	৭.০
পরিচালন বাজেট	১৫৩৩.২	২১৩.৯	১৪.০	১৩২৮.১	১৯৪.২	১৪.৬	১৩৪৮	২১৬.৩	১৬.০	১০৮১	৩২.৮	৩.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন	ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশনের ফলে মালিকানা রেকর্ডে নারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকায় সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	অনলাইনভিত্তিক নামজারি ও ই-পর্চা সরবরাহ সফটওয়ার চালু হওয়ায় সহজে সরকারি ফি প্রদানের মাধ্যমে নারী/পুরুষ সকলে ঘরে বসে উপকৃত হচ্ছেন।
ডিজিটাল জরিপ	ল্যান্ড জোনিং-এর মাধ্যমে ভূমিতে নারীর মালিকানা নিশ্চিত হয়েছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভূমিহীন অতিদরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসন	পুনর্বাসনের প্রাক্কালে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর নামে বা পুত্র ও মায়ের নামে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি করা হয়। বিগত তিন অর্থবছরে এর মাধ্যমে ১০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৫ হাজার একর কৃষি জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় বিগত বছরসমূহে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৮,৬৬৪টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন এবং ১৫ হাজার একর কৃষি খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসিত এ পরিবারসমূহের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ খাতে ১১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা এবং ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বণ্টন করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয় সদস্য রয়েছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং ভূমিজাত অন্যান্য সুবিধার সাথে পরিকল্পিতভাবে নারীকে সম্পৃক্তকরণসহ SDG এর Goal-1 (টার্গেট ১.৪), Goal-2 (টার্গেট ২.৩), Goal-5 (টার্গেট ৫.এ), Goal-9 (টার্গেট ৯.১), Goal-11 (টার্গেট ১১.৩, ১১.৭), Goal-12 (টার্গেট ১২.২), Goal-15 (টার্গেট ১৫.১, ১৫.২, ১৫.৩, ১৫.৪) অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং এর আওতায় রয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, বাক্‌স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে বাধা; এবং
- দূরবর্তী এলাকায় তথ্য ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- স্বত্বলিপি হালনাগাদকরণের কার্যক্রমটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভূমিতে নারীর মালিকানা নিশ্চিত করা;
- ভূমিবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে ভূমিহীন পরিবারের নামে গৃহ বরাদ্দসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে কবুলিয়ত দলিল প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা; এবং
- অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সরকারি খাস জমি বরাদ্দ দেয়া সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

রেল যোগাযোগ ও পরিবহণ পরিষেবার মানোন্নয়নকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১-২০৪১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ও পরিবহণ পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, অভ্যন্তরীণ রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হবে এবং আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠা হবে। দক্ষ ও নিরাপদ রেলসেবা প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়ন, অগ্রগতি বা অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে নারী যাত্রীদের জন্য উন্নত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ পরিষেবার প্রবর্তন, যেমন— নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থা, ঘরে বসেই অনলাইনে ই-টিকেট বুকিং এবং টিকেট কালোবাজারি বন্ধকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন যাচাইয়ের মাধ্যমে রেলওয়ে আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেটের ব্যবস্থা, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নারীদের ট্রেনে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণ অনেকগুণ বেড়েছে। যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ সহজ, সুলভ ও নিরাপদ হওয়ায় উদ্যোক্তা ও শ্রমিক উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, যা নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

রেলপথ মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর ১৯.১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইঞ্জিনচালিত পাবলিক যানবাহনে নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের যে নীতি ঘোষিত হয়েছে তার আলোকে ভবিষ্যতে সকল রুটের ট্রেনে নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নীতির ২৩.১১ নং ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের দপ্তরসমূহে কর্মরত নারীদের পৃথক পৃথক রেস্টরুমসহ বিভিন্ন সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত রেলওয়ে অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের নারী-পুরুষ সকলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসৃজন এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উক্ত কৌশলগত নীতির আলোকে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব নীতি-কৌশল প্রণয়ন, প্রধান কার্যক্রম এবং অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে রেলওয়ের অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ সহজীকরণ, নিরাপদ ও আরামদায়ক রেল ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও মহিলাসহ সকলের জন্য সহজলভ্য সেবা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
বাংলাদেশ রেলওয়ে	২৪,৩৪৬	২৩,৩৬১	৯৮৫	৪.১
মোট	**২৪,৩৪৬**	**২৩,৩৬১**	**৯৮৫**	**৪.১**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

রেললাইন নির্মাণ এবং মেরামত কাজে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণের ফলে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। সীমিত পর্যায়ে ঠিকাদারি কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। বর্তমানে ট্রেন পরিচালনা, ওয়ার্কশপসমূহের কারিগরি কাজসহ বিভিন্ন প্রায়োগিক কৌশল ও কারিগরি কাজে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এছাড়া লোকোমাস্টার, টিকেট চেকিং, স্টেশন মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালনেও নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১৯০১০.৩	১১৭২০.২	৬১.৭	১৬৪৭৬.৮	১০১২৩.২	৬১.৪	১৮৮৫১.৮	১২৮৭০.৬	৬৮.৩	১৪৮০২.৬	৯৪৫২.৯	৬৩.৯
উন্নয়ন বাজেট	১৪৯৬০.১	১১৭০৯.৭	৭৮.৩	১২৫৯৬.৫	১০১১৪	৮০.৩	১৪৯২৮.৭	১২৮৫৯.১	৮৬.১	১১৪৫৭.৫	৯৪৪৫.৫	৮২.৪
পরিচালন বাজেট	৪০৫০.২	১০.৫	০.৩	৩৮৮০.৩	৯.২	০.২	৩৯২৩.১	১১.৫	০.৩	৩৩৪৫.১	৭.৪	০.২

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অবকাঠামো ও রোলিং স্টক পুনর্বাসন	বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড়ো বড়ো স্টেশনে নারী যাত্রীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার স্থাপন এবং গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে রেলস্টেশনের মতো জনবহুল স্থানে নারীর অবাধ চলাফেরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ রুটে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া তুরাগ এক্সপ্রেস এবং টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	রেলসেবায় বিপুল সংখ্যক নারী যাত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে নারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ট্রেন পরিচালনা, ওয়ার্কশপসমূহের কারিগরি কাজ, রেললাইন নির্মাণ ও মেরামত কাজ এবং সীমিত পর্যায়ে ঠিকাদারী কাজে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবকাঠামো নির্মাণ, রোলিং স্টক সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পভুক্ত ‘দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ’ এবং ‘পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প’ কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পরিবার-প্রধান মহিলা হলে অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল স্টেশনে নারী যাত্রীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার না থাকা;
- প্রতিটি স্টেশনে ও ট্রেনে নারী যাত্রীদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারের অপ্রতুলতা; এবং
- নারী যাত্রীদের জন্য মানসম্মত ও পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

স্বল্পমেয়াদি (১-২ বছর)

- প্রতিটি স্টেশনে এবং ট্রেনে শিশু এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা; এবং
- নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা।

মধ্যমেয়াদি (৩-৫ বছর)

- চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রুটে মহিলাদের জন্য আলাদা কোচ বা আসন সংরক্ষণ করা;
- নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষসহ নামাজের কক্ষ স্থাপন; এবং
- মহিলা নিরাপত্তাকর্মীর ব্যবস্থা রাখা এবং প্রতিটি স্টেশন ও ট্রেনের শিশু ও নারী যাত্রীদের জন্য পর্যায়ক্রমে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা।

দীর্ঘমেয়াদি (৫+ বছর)

- পর্যায়ক্রমে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা, মহিলাদের জন্য আধুনিক সুবিধাসহ ওয়েটিং রুম এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা; এবং
- চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সকল রুটে মহিলাদের জন্য আলাদা কোচ বা আসন সংরক্ষণ করা।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

নৌ-পরিবহন বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান মাধ্যম। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা সমুদ্রবন্দর ও অন্যান্য নদীবন্দরসমূহ এবং স্থলবন্দরসমূহে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নৌ সেক্টরে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নয়নে সমান অংশীদারিত্বের অংশ হিসেবে মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম ও ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামে নারী ক্যাডেট ভর্তি করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমিসমূহেও নারী ক্যাডেটদের জন্য আলাদা কোটা রয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও স্থলবন্দরসমূহে নারীদের চাকরির পরিবেশ সৃষ্টি এবং নারীদের নিয়োগ দান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

এ মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নিয়মিত আধুনিক নৌ ও সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র পরিবহণ, অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, উত্তম ও সাশ্রয়ী নৌ পরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের নারীকল্যাণে ভূমিকা রাখে। এ সকল সেক্টরে নারীদের প্রয়োজনীয় সেবাসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা নৌ-পরিবহন ব্যবস্থাপনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১৪২	১১৪	২৮	১৯.৭
নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর	২২৭	২০৪	২৩	১০.১
বিআইডব্লিউটিএ	৪,১৮১	৩,৯৩৩	২৪৮	৫.৯
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	৫,১৮১	৪,৮১৯	৩৬২	৭.০
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১,১০৮	১,০২৭	৮১	৭.৩
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	২৭১	২৬১	১০	৩.৭
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	২১১	১৯৯	১২	৫.৭
মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম	১৮৬	১৭৫	১১	৫.৯
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট	১৪	১২	২	১৪.৩
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	৪২	৩৬	৬	১৪.৩
নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর	৩৯	৩৭	২	৫.১
মোট :	**১১,৬০২**	**১০,৮১৭**	**৭৮৫**	**৬.৮**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	১০৮০১	২৪৭২	২২.৯	৫৪৭৪	১১২৫.৮	২০.৬	৭২২৪	১৫৩৩.৩	২১.২	৪১৪১.১	৯৭০.১	২৩.৪
উন্নয়ন বাজেট	৯৯৫৪.৭	১৭৮৬.২	১৭.৯	৪৬৯৭.৭	৪৫৫.৫	৯.৭	৬৪০২.৫	৮৫৫.১	১৩.৪	৩৪২৪.১	৩২৬.৬	৯.৫
পরিচালন বাজেট	৮৪৬.৩	৬৮৫.৮	৮১.০	৭৭৬.৩	৬৭০.৩	৮৬.৩	৮২১.৫	৬৭৮.২	৮২.৬	৭১৭	৬৪৩.৫	৮৯.৭

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
নৌ-পথ এবং বন্দর চ্যানেলসমূহের নাব্যতা এবং ভৌত সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ	নৌ-পথ এবং বন্দর চ্যানেলসমূহের নাব্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নৌ-চলাচল সুগম ও সহজ হওয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। নদীবন্দর ও নৌ-পথসমূহের ভৌত সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং শ্রমবাজারে নারীদের প্রবেশের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সমুদ্র বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	সমুদ্রবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে শিল্পের প্রসার ঘটছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ২৪টি স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নারীদের কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মেরিন একাডেমিতে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রি-সি নারী ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮৪ জন নারী ক্যাডেট সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ১১ জন নারী ক্যাডেট একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আছেন। মেরিন একাডেমি নারী ক্যাডেটদের জন্য পৃথক মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করেছে। বিএসসি'র বিভিন্ন জাহাজে ৭০ জন মহিলা ক্যাডেটকে সি-টাইম ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ জন মহিলা অফিসারকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৮৪ জন নারী ক্যাডেট প্রি-সি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। ১০ বছরের হিসাবে এ সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়;
- বিআইডব্লিউটিএ-এর গুরুত্বপূর্ণ ও বড়ো বড়ো ফেরিঘাটে নারী যাত্রীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার না থাকা; এবং
- স্টেশনসমূহে নারী যাত্রীদের জন্য সহায়ক পরিবেশের ঘাটতি।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- বিপুল সংখ্যক কর্মজীবী নারীর যাতায়াতের জন্য পৃথক মহিলা নৌ-সার্ভিস চালু করা;
- শোর (shore) ব্যবস্থাপনা ও জাহাজসমূহে বিভিন্ন পদে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
- নৌ-পথে সেবার মান ও নারী যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা; এবং
- গুরুত্বপূর্ণ নৌ-বন্দর ও টার্মিনালে নারীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ, যেমন—পৃথক যাত্রী ছাউনি, বিশ্রামাগার, টয়লেট, প্রার্থনা কক্ষ ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্য-রূপ সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে পর্যটনশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করা এবং বিমান পরিবহণ সংস্থাকে আধুনিকায়ন করা ও গ্রাহকসেবা প্রদানের ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার দ্বারা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট, পার্ক, পিকনিক স্পট, ট্যুর অপারেটর কোম্পানি, ট্রাভেল এজেন্সি ইত্যাদি সেক্টরে নারীর কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে এবং নারীরা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠছে। এছাড়া বিমান পরিবহণেও নারীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন (Allocation of Business) তালিকায় নারী উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার না থাকলেও এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নানাভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, যা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপে প্রতীয়মান হয়। দেশের বিদ্যমান বিমানবন্দরসমূহের অপারেশনাল কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, বিমান চলাচল, যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় চলমান ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি এ মন্ত্রণালয় যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে। কমিউনিটি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পর্যটনশিল্প বিকাশের মাধ্যমে সমাজের নারী-পুরুষ সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় নারীদের হাতে-তৈরি পণ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রসার করা হচ্ছে এবং নারীদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১-এর বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে থাকে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এবং উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে জেন্ডার ফোকাল ডেস্ক হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার মধ্যে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০-এ পর্যটনশিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নারী উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে দুস্থ ও গরিব নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০২১-এ নারী সহকর্মীদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে নারীদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১১৮	৯৪	২৪	২০.৩
অধীন সংস্থাসমূহ	১৩,৮৪৯	১২,২৮৫	১,৫৬৪	১১.৩
মোট :	**১৩,৯৬৭**	**১২,৩৭৯**	**১,৫৮৮**	**১১.৪**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	১০৮	৮৪	২৪	২২.২
অধীন সংস্থাসমূহ	১৬,২২০	১৪,১৮৭	২,০৩৩	১২.৫৩
মোট :	**১৬,৩২৮**	**১৪,২৭১**	**২,০৫৭**	**১২.৬**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৬৫৯৬.৮	৬৫.৮	১.০	৫৬২৮.৩	১৫.৪	০.৩	৭০০৩.৬	৫৪.২	০.৮	৪৩৬৮.৮	১৬.২	০.৪
উন্নয়ন বাজেট	৬৫৪২.৩	৬৫.৮	১.০	৫৫৬৮.২	১৫.৪	০.৩	৬৯৩২	৫৪.২	০.৮	৪৩২৫.৯	১৬.২	০.৪
পরিচালন বাজেট	৫৪.৫	০	০.০	৬০.১	০	০.০	৭১.৬	০	০.০	৪২.৯	০	০.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বেসামরিক বিমান চলাচলসংক্রান্ত অবকাঠামো স্থাপন ও আধুনিকায়ন	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের অপারেশনাল স্বার্থে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারের বিদ্যমান বিধিবিধান অনুযায়ী নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। এতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে।
মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পরিচালনা	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক ট্যুর অপারেটর, ট্যুরিস্ট গাইড, টিকেটিং, ট্রাভেল এজেন্সি, শেফ, বেকারি, হাউজ কিপিং, স্টুয়ার্ড, ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, বেকারি এন্ড পেস্ট্রি, হাইজিন ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

পর্যটনসংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০ জন নারী ট্যুরিস্ট পুলিশ, ৪৫ জন স্থানীয় প্রশাসনের নারী কর্মচারী ও ১০৭ জন নারী ট্যুর-গাইড এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ৩০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণকে কেন্দ্র করে Volunteers for Sustainable Tourism (VST) বিষয়ে ৩৭ জন নারীকে এবং কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম সম্প্রসারণের জন্য ৩০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কন্ট্রোল টাওয়ার এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল ভবনের বহির্গমন লাউঞ্জে নারীদের জন্য টয়লেট ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরের সম্প্রসারিত টার্মিনাল ভবনেও নারীদের জন্য পৃথক ব্রেস্ট-ফিডিং রুম এবং টয়লেট ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- পর্যটন খাতে নারীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত না থাকায় পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা;
- টুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা;
- খন্ডকালীন চাকরি এবং স্বল্প বেতনের কারণে টুরিস্ট গাইড কাজে নারীদের অনাগ্রহ;
- পর্যটন সেবা বিশেষ করে হোটেল, মোটেল, রিসোর্টে এ কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার আশঙ্কায় নারীদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ;
- হোটেল ও হসপিটালিটি ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভাষাগত বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাব; এবং
- ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে বৈমানিক ও কেবিন ক্রু কাজে নারীদের অনীহা।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- বিমান পরিবহণ সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এভিয়েশন খাতে নারীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশের ফ্লাইং স্কুলে প্রশিক্ষণের জন্য ২ জন নারী পাইলটকে প্রণোদনা প্রদান করা;
- স্থানীয় পণ্যের প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রমে নারীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কর্মরত নারীদের জন্য বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে মাতৃদুগ্ধ শিশুদের জন্য পৃথক ব্রেস্ট-ফিডিং কর্নার এবং ডে-কেয়ার কর্নার স্থাপন;
- বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথে জড়িত প্রান্তিক নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যটনশিল্প সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি; এবং
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)-এর মালিকানাধীন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

১.০ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ ও ডাকসেবা নিশ্চিতকরণ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক সেবাসমূহ সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইসাথে সরকারের রাজস্ব আয়ে এ বিভাগের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,৪৪৮ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৭,০৯৮ কোটি টাকা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগ সহায়ক অবকাঠামো বিশেষত টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহকে আধুনিকায়ন, স্বয়ংক্রিয় করার মাধ্যমে কর্ম-পরিবেশ উন্নতকরণ, একইসাথে সেবা প্রদানে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্পন্ন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নারী উন্নয়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ 'ভিশন-২০৪১'-এর মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এবং ডেল্টা প্ল্যানে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন নির্দেশনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধ্যায়-৬ অনুচ্ছেদ-৬.৭-এ আধুনিক ডাক সেবা নিশ্চিন্তকরণ এবং এর সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৯(গ)-এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ইন্টারনেটে সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রবেশাধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০৪১ সাল নাগাদ Internet bandwidth KBPS/User-এর স্কোর ৯.২ KBPS থেকে বাড়িয়ে ৫৫ KBPS, Fixed Broadband Internet Subscriptions/100 pop+ এর স্কোর ৩.৮ থেকে বাড়িয়ে ৪০ এবং Mobile Cellular Telephone Subscriptions/100 pop+ এর স্কোর ৭৭.৯ থেকে বাড়িয়ে ১২০-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত দলিলে নারী-পুরুষ সমানভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুবিধা পেলে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনাসমূহ এবং গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নোক্তভাবে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

টেলিযোগাযোগ সেবার আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান : সাশ্রয়ীমূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণে প্রযুক্তিগত সুবিধাদি সহজলভ্য হয়েছে, যার ফলে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে নারীর অনুকূলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সহজ হয়েছে, কর্মস্থলে কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডাক সেবার আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক ডাক সেবার সম্প্রসারণ ও সেবা বহুমুখীকরণ : সাশ্রয়ী মূল্যে দক্ষ ডাক সেবা নারীর যোগাযোগ কার্যক্রমকে সহজ করে তুলছে। সঞ্চয় ব্যাংক নারীর সঞ্চয় প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে, যা নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য সহায়ক হয়েছে। এছাড়া নারীর আর্থিক লেনদেন দ্রুত ও সহজ হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি : ই-কমার্স সার্ভিস, লজিস্টিক মেইল সার্ভিস ইত্যাদি সেবার প্রবর্তনের ফলে নারী ঘরে বসে ব্যবসায় অংশ নিতে পাচ্ছে। ফলে অনলাইন ব্যবসার ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে।

এছাড়া, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যোগাযোগের গন্ডি পেরিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনি তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হচ্ছে। এটি নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার ও সামাজিক অবস্থানকে সুসংহত করতে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক ও দক্ষ ডাক সেবা নারীসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে, একই সাথে তা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার করছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৯৯	৭৮	২১	২১.২
ডাক অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা	১০,৩২২	৯,৫৭১	৭৫১	৭.৩
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা	২,৩৯০	২,০৮৮	৩০২	১২.৬
মোট :	**১৩,৫৩৩**	**১২,৪১৫**	**১,১১৮**	**৮.৩**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	২৪৩৪	৫০০	২০.৫	৩০৪৩.৯	৪৬২.৬	১৫.২	২৪৮৬.৫	৫০১.৮	২০.২	১৪৪৭.৭	৩৯.৯	২.৮
উন্নয়ন বাজেট	১২৩৩.৩	৯৪.৮	৭.৭	১৯১৮.৫	৬২.৮	৩.৩	১৩১২.৯	৭৬.৫	৫.৮	৪২৭.৩	৩৭.৪	৮.৮
পরিচালন বাজেট	১২০০.৭	৪০৫.২	৩৩.৭	১১২৫.৪	৩৯৯.৮	৩৫.৫	১১৭৩.৬	৪২৫.৩	৩৬.২	১০২০.৪	২.৫	০.২

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
টেলিযোগাযোগ সেবার আওতা ও মান বৃদ্ধি	টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে নারীর ব্যক্তিগত যোগাযোগ সহজতর হয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়নে অধিকতর ভূমিকা রাখছে। উপরন্তু যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি নারীর উদ্ভাবনী ও চিন্তা চেতনার পরিসরকে বিস্তৃত করছে। ফলে নতুন নতুন আয়বর্ধক উদ্যোগে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ডাক অধিদপ্তরের কার্যক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিককরণ	আধুনিক ও দক্ষ ডাক সেবা নারীসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক যোগাযোগের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে।
ডাক অধিদপ্তরের বিদ্যমান সার্ভিসের মানোন্নয়ন এবং যুগোপযোগী নতুন সেবা প্রবর্তন	পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে থাকা দরিদ্র নারীর কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে বিদ্যমান সার্ভিসসমূহ বহুমুখীকরণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের চাহিদা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন

ক্রমিক নং	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	পরিমাপের একক	২০২১-২২
১.	প্রতি একশ' জনে মোবাইল-সেলুলার সংযোগ সম্প্রসারণ*	%	১০২.৯
২.	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনসংখ্যা **	%	৬৭.৮
৩.	পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা সম্প্রসারণ	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৫
৪.	চিঠিপত্র, পার্সেল বিতরণ সেবার সম্প্রসারণ	দিন	-

* মোবাইল ফোনের (যেকোনো প্রকার) মালিকানা পুরুষদের মধ্যে ৮৬% এবং মহিলাদের মধ্যে ৬১%; এক্ষেত্রে Gender Gap ২৯% যা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা হবে।

** মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার ক্ষেত্রে পুরুষের ইন্টারনেট ব্যবহারে ৩৩% এবং মহিলাদের ইন্টারনেট ব্যবহার ১৬%; এখানে Gender Gap ৫২% যা ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে আনা হবে। [1]

৭.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সক্রিয় প্রচেষ্টায় গত তিন অর্থবছরে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১১.৬৮ কোটি থেকে ১৮.৪৫ কোটিতে এবং ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা ৩.৯৩ কোটি থেকে ১২.৬২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে গত তিন বছরে টেলিডেনসিটি ৭৬.২% থেকে ১১১.৯৭% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৫.০৯% থেকে ৭৬.৪২% এ উন্নীত হয়েছে। ইন্টারনেটের অধিকতর ব্যবহার এবং সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করতে Bandwidth Charge কমানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ২০০৮ সালে ছিল ৭.৫ জিবিপিএস, যা বর্তমানে ৪০০০+ জিবিপিএস। দেশের প্রায় শতভাগ এলাকা বর্তমানে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে অনেক নারী ঘরে বসেই ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্পাদন করছেন। মোবাইল মানি অর্ডার, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিসের আওতায় ৮৫০০টি ডাকঘর হতে জনগণকে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে এবং ১৩৪৬টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশকার্ড সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নারীদের আর্থিক সচ্ছলতা কম থাকার কারণে আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করার মত সামর্থ্য কম;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহে দিবাযত্ন কেন্দ্র না থাকা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
- টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিযোগাযোগ ও ডাক সেবা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের উৎসাহিত করা;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে ও হাওড় এলাকায় উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা। এতে দুর্যোগকালীন নারী-শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে এবং নারীর আর্থিক-সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়ক হবে;
- পোস্ট ই-সেন্টার এবং সমজাতীয় অন্যান্য ই-সেন্টারসমূহের সাথে কাজ করার জন্য নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং উৎসাহিত করা;

[1] ADB, December 2022, “Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic for the Finance Sector of Bangladesh.”

- ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সতর্কতা বিষয়ে নারীদের জন্য সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- ইন্টারনেটে নারী হয়রানি প্রতিরোধ এবং নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যালয়/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা নিরূপণ এবং সেবা গ্রহণে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা নিরূপণ;
- নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে বিভাগ এবং আওতাভুক্ত প্রতিটি অফিসে পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ, নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।

বিদ্যুৎ বিভাগ

১.০ ভূমিকা

দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকাশক্তি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে দৈনন্দিন গৃহস্থালির কার্যক্রম ছাড়াও কৃষি, কুটির শিল্প এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভাসহ প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা, কুটির শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইতোমধ্যেই প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল/দ্বীপাঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক অফ-গ্রিড ও সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ফলে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে দেশের সকল পর্যায়ের নারীরা আত্মনির্ভরশীলমূলক বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণপূর্বক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত ১৯৯৮ সালের ২৫শে মার্চ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুযায়ী ২০২১-৪১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ৯ শতাংশ হারে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেই দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সম্পদের সাথে কার্যক্রমের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যকর নীতি ও পন্থা নির্ধারণ করে যাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে নারী নিজের ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ	৮৯৯	৮৮০	১৯	২.১
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১২,৪২২	১১,৪৪৪	৯৭৮	৭.৯
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৪৫,৯৪৯	৩৯,৬৪৭	৬,৩০২	১৩.৭
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি.	৩,৩১৬	৩,১৩৫	১৮১	৫.৫
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	৩,৪২৭	৩,১৮২	২৪৫	৭.২
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.	১,৯৬৫	১,৭৫৬	২০৯	১০.৬
অন্যান্য	৬,৯৬০	৬,৫৯১	৩৬৯	৫.৩
মোট :	৭৪,১৪৬	৬৫,৮৪৩	৮,৩০৩	১১.২

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২’ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬.৫১ কোটি। যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮.৩৩ কোটি এবং পুরুষের সংখ্যা ৮.১৭ কোটি। ২১শে মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন ঘোষণা করেছেন। যার ফলে দেশের শতভাগ নারী বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার প্রসার সংক্রান্ত কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৩৩৮২৫	১৬৩৬২.৮	৪৮.৪	২৫৩০৯.৩	১৩০৬৮.২	৫১.৬	২৪১৯৫.৮	১৫১৩০.৬	৬২.৫	২০৭০৬.৯	১৮৬০৯.৭	৮৯.৯
উন্নয়ন বাজেট	৩৩৭৭৫	১৬৩৩৮.৪	৪৮.৪	২৫২৪৬.৭	১৩০৪৮.১	৫১.৭	২৪১৩৯.১	১৫১০৩.১	৬২.৬	২১১৯৮.৯	১৮৫৮৯.১	৮৭.৭
পরিচালন বাজেট	৫০	২৪.৪	৪৮.৮	৬২.৬	২০.১	৩২.১	৫৬.৭	২৭.৫	৪৮.৫	-৪৯২	২০.৬	০.০

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৬,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে আত্মনির্ভরশীলমূলক কর্মকাণ্ডে দেশের জনশক্তি বিশেষ করে নারীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সঞ্চালন লাইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন	নতুন নতুন এলাকায় শিল্পকারখানা/কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিদ্যমান লাইন সংস্কার	
নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম গ্রহণ	নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রসারের ফলে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা বিদ্যুৎ অবকাঠামোর আওতায় আনার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নারী উন্নয়নে সোলার হোম সিস্টেম ও জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত চুলা বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে নারীরা ঘরে বসেই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহার সম্পর্কে সহজেই জানতে পারছে। এতে তাদের কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে নিজের ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
লোড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম	লোড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নারীরা বিদ্যুতের পিক/অফ-পিক আওয়ার সম্পর্কে এবং কোন কোন সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই জানতে পারছে। সে অনুযায়ী নারীরা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এতে তাদের সময় অপচয় রোধ হচ্ছে ও কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থা/কোম্পানির আওতায় নারী কর্মীদের শিশুদের জন্য 'ডে-কেয়ার' স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহে শূন্য পদে নিয়োগের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণকালীন অথবা নতুন পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী কর্মীর সংস্থান রাখা হচ্ছে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহে কর্মরত নারীদের কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। সোলার হোম সিস্টেম ও উন্নত চুলা বিতরণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সবসময় সম্ভব হয় না; এবং
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির প্রসার কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কর্মীদের মানসিক বিকাশে কর্ম সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক ভ্রমণ, ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান এবং নারী দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে উৎসাহ প্রদান;
- পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে আনুপাতিক হারে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বিদ্যুৎ খাতে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি/স্কিম গ্রহণকালীন অগ্রাধিকারপূর্বক নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও নিয়োগ প্রদান।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়ে লাল সবুজের সূর্যখচিত পতাকা বাংলার আকাশে উদিত হয়। লাখো শহিদের রক্ত, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং হাজারো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, শোষণ বঞ্চনার অবসান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং আত্ম-নির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠাই হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এবং সর্বোপরি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বিকশিত হতে হলে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ মন্ত্রণালয় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

২.০ আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন-২০০২ এবং Rules of Business, 1996-এর Schedule 1-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণপূর্বক মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভূমিকা রাখার জন্য নারী ও পুরুষ উভয় ক্যাটাগরিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বীরাঙ্গনা নারীদেরও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নারী সদস্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাসহ নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রেখে চলেছে এ মন্ত্রণালয়।

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	৮১	৬৭	১৪	১৭.০
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)	২৫	২১	৪	১৬.০
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	১৭৯	১৭৩	৬	৩.০
মোট :	**২৮৫**	**২৬১**	**২৪**	**৮.৪**

৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য

প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	মোট	পুরুষ	নারী	নারীর শতকরা হার
সচিবালয়	২,০৫,৭২৮	১,১১,০৯৩	৯৪,৬৩৫	৪৬.০
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)	-	-	-	-
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	২৪,৬১৮	১১,৪৭৫	১৩,১৪৩	৫৩.০
মোট :	**২,৩০,৩৪৬**	**১,২২,৫৬৮**	**১,০৭,৭৭৮**	**৪৬.৮**

৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪			সংশোধিত ২০২২-২৩			বাজেট ২০২২-২৩			প্রকৃত ২০২১-২২		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৭৬১৭৮৫	২৫৮৯৯৭	৩৪.০	৬৬০৫০৭	২৩১৪৫৭	৩৫.০	৬৭৮০৬৪	২২৯৬৭৭	৩৩.৯	৫১৮১৮৮	১৫৯৩৮৭	৩০.৮
বিভাগের বাজেট	৭২৪৩.৫	৯৭৯.১	১৩.৫	৮০৬১.২	১৪২১.৩	১৭.৬	৬৯৮৪.২	৯৪১.৪	১৩.৫	৬৪০৭.৩	৮৮২.১	১৩.৮
উন্নয়ন বাজেট	১৩২৭.৫	৩৯৮.৫	৩০.০	২২৪৫.১	৮৫৭.১	৩৮.২	১১৩২.৮	৩৪৩.৬	৩০.৩	৬৬০.৪	২৬১.৬	৩৯.৬
পরিচালন বাজেট	৫৯১৬	৫৮০.৬	৯.৮	৫৮১৬.১	৫৬৪.২	৯.৭	৫৮৫১.৪	৫৯৭.৮	১০.২	৫৭৪৬.৯	৬২০.৫	১০.৮

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যগণের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা, রেশন এবং খেতাবপ্রাপ্ত ও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ৩৯.২৫ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে বিগত তিন বছরে প্রায় ৪৮,৩৫৩ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পোষ্যদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এ পর্যন্ত ৪৫,৪২৯ জনকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণার্থী এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্য রয়েছে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নারী সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন	সারাদেশে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে মোট ৩০,০০০টি বাড়ি নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫,০০০টি বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করাসহ হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট বাসস্থান নির্মাণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। এতে করে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

৬.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বর্তমান সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনা) তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সম-অধিকারের লক্ষ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ৪৭৩ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)-কে অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ বিআরডিবির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। যুদ্ধাহত এবং শহিদ পরিবারের ১২,০৩৩ জন উপকারভোগীকে স্বল্পমূল্যে রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ সমরে অংশ নেয়া অনেকেরই যথাযথ তথ্য-উপাত্ত নেই। তাদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক যথাযথ সম্মান প্রদানের বিষয়টি একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তাদের তালিকা প্রণয়ন ও ডাটাবেইজ তৈরি করা; এবং
- সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অধ্যায়-৫ : উপসংহার

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম প্রণীত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২২ অনুযায়ী লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশকে ছাড়িয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে এবং বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম স্থানে রয়েছে। এ উপাত্ত প্রমাণ করে যে, নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের ইতোমধ্যে গৃহীত কৌশলগত পদক্ষেপসমূহে সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২০-২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত নীতিকৌশল, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ইত্যাদি নীতি-দলিল ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশকে জেন্ডার গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করছে। একটি দেশের বাজেটের উদ্দেশ্য বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দেশ ও জাতির উন্নয়ন-দর্শনকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় নীতি কৌশলকে অগ্রাধিকার দিয়ে সে অনুযায়ী ধীরে ধীরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে বর্তমান বিশ্ব এখন এমন এক জায়গায় অবস্থান করছে যেখানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা দুটোই সমান্তরালভাবে আমাদের সামনে রয়েছে। আজকের প্রযুক্তিগত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দিক-নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হয়ে এখন এগিয়ে চলছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে। শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং গবেষণা কর্মে উৎসাহ প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি নারীদের স্বাবলম্বী ও সচেতন করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ সরকার নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর ধারাবাহিকতাক্রমে বাজেট প্রণয়নের সময় জেন্ডার সমতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাজেটে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ, সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকারমূলক ব্যয়খাতসমূহ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকার প্রণীত নীতি/কৌশল যেমন জেন্ডার সমতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তেমন বরাদ্দ প্রদান এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তা বহাল রাখা হয়েছে।

বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষাবলয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি কার্যক্রম এবং দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির আওতায় পল্লি ও শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পুনর্বাসনে শতকরা ৫০ ভাগ নারী। এছাড়া, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং পল্লি মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসমূহে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় তা বার্ষিক গড়ে ২.১২ কোটি নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

এ প্রতিবেদনে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তিনটি থিমেটিক গ্রুপে যুক্তিসংগতভাবে বিভাজন করা হয়েছে। প্রথম থিমেটিক গ্রুপে 'নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি' সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বিগত বছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের শতকরা হার যথাক্রমে ৬৮.২ শতাংশ, ৬৩.৪ শতাংশ, ৫৭.১ শতাংশ, ৪৮.৮ শতাংশ এবং ৪৭.৫ শতাংশ। 'উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ' সংশ্লিষ্ট থিমেটিক গ্রুপভুক্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (৭১.১ শতাংশ), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৪৮.২ শতাংশ), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৪৫.৭ শতাংশ) এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় (৩৭.০ শতাংশ) অগ্রগণ্য। 'সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি' সংক্রান্ত থিমেটিক গ্রুপভুক্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা ৬১.৭ শতাংশ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ৫৮.৪ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ বিভাগে ৪৮.৪ শতাংশ। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকার নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে যে সব পলিসি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এর সাথে গুচ্ছ অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দের সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সামগ্রিক নীতি-কৌশলে নারীর অগ্রাধিকারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৩৪.৩৭ ভাগ জেন্ডারসংশ্লিষ্ট বরাদ্দ যা জিডিপি'র ৫.২৩ শতাংশ।

বাজেটে নারীর হিস্যা নিশ্চিত করা গেলেও নারী উন্নয়ন বা জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে থিমেটিক গ্রুপভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মীয় অনুশাসনের অপব্যবহার, তথ্যপ্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, কর্ম বা শিক্ষা ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার অভাব, প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা উঠে এসেছে।

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত, RCGP মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্র হতে প্রাপ্ত জেন্ডার সমতা অর্জনে তুলনামূলক অগ্রগতির তথ্য উপাত্ত ভবিষ্যতে আরও নিবিড় বিশ্লেষণ ও অধিকতর বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, এর মাধ্যমে নারীর সত্যিকার উন্নয়নের বিষয়টি সকলের কাছে আরও সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হবে। এ প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন, বৈষম্য বিলোপ, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি, সফল উদ্যোক্তা ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নারীকে প্রতিষ্ঠিতকরণে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতির বিষয়টি বিধৃত হয়েছে। নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের নেতৃত্ব বিশ্বে রোলমডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ধারাবাহিকতা যত অক্ষুণ্ন থাকবে ততই এদেশের নারীরা সকল বৈষম্যকে ছাপিয়ে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে সমর্থ হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

পরিশিষ্ট-১ : ২০০৯-১০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জেন্ডার বাজেট সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত

অর্থবছর	মোট বাজেট (কোটি টাকা)	নারী উন্নয়ন বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট বাজেটের তুলনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার(%)	জিডিপি'র শতকরা হার (%)	জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ***
২০০৯-১০	১১০৫২৩	২৭২৪৮	২৪.৬৫	৩.৯৫	৪
২০১০-১১	১৩০০১১	৩৪২২১	২৬.৩২	৪.৩৬	১০
২০১১-১২	১৬১২১৩	৪২১৫৪	২৬.১৫	৪.৬১	২০
২০১২-১৩	১৮৯২৩১	৫৪৩০২	২৮.৬৮	৫.২৩	২৫
২০১৩-১৪	২১৬২১৫	৫৯৭৫৬	২৭.৬৪	৫.০৬	৪০
২০১৪-১৫	২৩৯৬৬৮	৬৪০৮৭	২৬.৭৪	৪.২৩	৪০
২০১৫-১৬	২৬৪৫৬৫	৭১৮৭২	২৭.১৭	৪.১৬	৪০
২০১৬-১৭	৩৪০৬০৪	৯২৭৬৫	২৭.২৫	৪.৭৩	৪০
২০১৭-১৮	৪০০২৬৬	১১২০১৯	২৭.৯৯	৫.০৪	৪৩
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৮০	১৩৭৭৪২	২৯.৬৫	৫.৪৩	৪৩
২০১৯-২০	৫২৩১৯১	১৬১২৪৭	৩০.৮২	৫.৫৬	৪৩
২০২০-২১	৫৬৮০০০	১৬৯০৮৩	৩০.৯৮	৫.৩৩	৪৩
২০২১-২২*	৬০৩৬৮১	১৯৮৫৮৭	৩২.৭২	৫.০০	৪৩
২০২২-২৩*	৬৭৮০৬৪	২২৯৪৮৪	৩৩.৮৪	৫.১৬	৪৪
২০২৩-২৪*	৭৬১৭৮৫	২৬১৭৮৭**	৩৪.৩৭	৫.২৩	৪৪

উৎস : অর্থ বিভাগ, আরসিজিপি ডাটাবেজ

*** জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনাকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা।

** ৬২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়ন বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। তবে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট নারী উন্নয়ন বরাদ্দ হলো ১,৭৫,৩৫১ কোটি টাকা।

* জিডিপির হিসাব গণনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে নতুন ভিত্তিবছর হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

বি.জি. প্রেস ২০২২-২৩/৬৫৮৩(কমঃএ)—২,৫০০বই, ২০২৩।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd